রেজিষ্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, মার্চ ১৯, ১৯৯৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১১ই নভেম্বর, ১৯৯৬ইং/২৭শে কার্তিক, ১৪০৩ বাং

এস,আর,ও নং ২১০-আইন/৯৬—Industrial Relations Ordinance, 1969 (XXII of 1969) এর section 37(2) বিধান মোতাবেক সরকার শ্রম আদালত, রাজশাহী এর নিম্নবর্ণিত মামলাসমূহের রায় ও সিদ্ধান্ত এতদ্বারা প্রকাশ করিল, যথা ঃ—

(১)	আই, আর, ও মামলা নং	৪/৯৬
(২)	আই, আর, ও মামলা নং	৩/৯৬
(৩)	আই, আর, ও মামলা নং	১/৯৬
(৪)	পি, ডাব্লিউ কেস নং	২/৯৫
(৫)	আই, আর, ও মামলা নং	৪৯/৯৫
(৬)	আই, আর, ও (আপীল) মামলা নং	৪৮/৯৪
(৭)	ডাব্লিউ, সি কেস নং	১/৯১
(৮)	ফৌজদারী কেস নং	৬/৯৪
(৯)	আই, আর, ও (আপীল) মামলা নং	১০৭/৯৫
(১০)	আই, আর, ও মামলা নং	৩৩/৯৫
(১১)	অভিযোগ মামলা নং	২৮/৯২

মূল্য ঃ টাকা ১৫.০০

(১২)	পি, ডাব্লিউ কেস নং	৫/৯৩
(১৩)	আই, আর, ও মামলা নং	২/৯৪
(১৪)	কমপ্লেইন্ট কেস নং	৪৩/৯৫
(১৫)	অভিযোগ মামলা নং	১/৯৬
(১৬)	আই, আর, ও মামলা নং	৩৭/৯৫
(১৭)	কমপ্লেইন্ট কেস নং	৯/৯৩
(১৮)	পি, ডাব্লিউ মামলা নং	২/৯৪
(১৯)	ফৌজদারী মামলা নং	২/৯৬
(২০)	ফৌজদারী মামলা নং	১৫/৯৪
(২১)	আই, আর, ও মামলা নং	১০৬/৯৫
(২২)	অভিযোগ মামলা নং	২০/৯৫
(২৩)	আই, আর, ও আপীল নং	৩২/৯৫
(২৪)	আই, আর, ও আপীল মামলা নং	১১০/৯৫
(২৫)	অভিযোগ মামলা নং	৪৯/৯২
(২৬)	আই, আর, ও মামলা নং	৭২/৯৩
(২৭)	কমপ্লেইন্ট কেস নং	২৭/৯২
(২৮)	কমপ্লেইন্ট কেস নং	৩০/৯৩

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মীর মোঃ সাখাওয়াত হোসেন
উপ-সচিব (শ্রম)।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, শ্রম আদালত, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও মামলা নং ৪/৯৬

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—প্রথম পক্ষ।

বনাম

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক,
বিয়ারাঘাট শ্যালো নৌকা শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ-১৩০৩,
বিয়ারাঘাট, কালিয়া, হরিপুর, সিরাজগঞ্জ—দ্বিতীয় পক্ষ।

১। জনাব এস, এম, সাইফুদ্দিন আহমেদ, প্রথম পক্ষের প্রতিনিধি।

আদেশ নং ৯, তারিখ ১৬-৬-৯৬ ইং।

অদ্য মামলাটি একতরফা নিষ্পত্তির জন্য দিন ধার্য আছে। বাদী পক্ষে রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধি মামলায় হাজিরা দাখিল করেন। প্রতিপক্ষ অদ্যও কোন পদক্ষেপ নেয় নাই। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আজিজুর রহমান ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব আলাউদ্দিন খান দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল। মামলাটি একতরফা শুনানীর জন্য লওয়া হইল। বাদী পক্ষের রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধির মৌখিক বক্তব্য শুনা হইল। বাদী পক্ষে মামলায় কোন সাক্ষ্য দেয় নাই। বাদী পক্ষের মৌখিক যুক্তিতর্ক শুনা হইল। বাদী পক্ষের ফিরিস্তি আকারে দাখিলী কাগজাদী অন এডমিশান প্র-১ হিসাবে মার্ক করা হইল।

ইহা একটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারার মামলা।

প্রথম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী এর মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, ১ম পক্ষ ২য় পক্ষের বিয়ারাঘাট শ্যালো নৌকা শ্রমিক ইউনিয়নকে ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের আওতায় রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৩০৩) প্রদান করেন। ২য় পক্ষ নির্ধারিত/সঠিক তথ্য পরিবেশন না করিয়া ১ম পক্ষের নিকট হইতে ভুল তথ্যের মাধ্যমে রেজিষ্ট্রেশন গ্রহণ করিয়াছেন। এই বিষয়টির উপর সন্তোষজনক জবাব দাখিল করার জন্য ১ম পক্ষ তাঁহার ২২-৮-৯৫ ইং তারিখের আরটিইউ/রাজ/১৫২২ নম্বর স্মারক মাধ্যমে ২য় পক্ষের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ জারী করেন। ২য় পক্ষ ১ম পক্ষের পূর্ব নোটিশের কোন উত্তর প্রদান না করায় ১ম পক্ষ ২য় পক্ষ ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতির প্রার্থনা করিয়া অত্র মামলা দায়ের করেন।

এখন দেখা যাক ১ম পক্ষ তাহার প্রার্থনা মোতাবেক ২য় পক্ষের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতি পাইবার অধিকারী কি না।

স্বীকৃত মতে ২য় পক্ষ বিয়ারাঘাট শ্যালো নৌকা শ্রমিক ইউনিয়ন তাহাদের সংগঠনের রেজিষ্ট্রেশনের জন্য ১ম পক্ষের নিকট প্রার্থনা করেন এবং ১ম পক্ষ আইনের সকল বিধান মানিয়া এবং ২য় পক্ষের রেজিষ্ট্রেশন পাওয়ার সকল উপাদানসমূহে সন্তুষ্ট হইয়া ২য় পক্ষের ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন প্রদান করেন।

১ম পক্ষের মূল অভিযোগ এই যে ২য় পক্ষ শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের সংশ্লিষ্ট ধারানুযায়ী নির্ধারিত/সঠিক তথ্য পরিবেশন না করিয়া ১ম পক্ষের নিকট ভুল তথ্য উত্থাপন করিয়া রেজিষ্ট্রেশন গ্রহণ করেন। ২য় পক্ষ রেজিষ্ট্রেশন পাওয়ার জন্য কি সঠিক তথ্য পরিবেশন করেন নাই বা কি ভুল তথ্য পরিবেশন করিয়াছিলেন তাহা দরখাস্তে সুনির্দিষ্টভাবে ১ম পক্ষ উল্লেখ করেন নাই।

১ম পক্ষের প্রতিনিধি অত্র মামলার শুনানীকালে বলেন, "শ্যালো" মেশিন হইল অগভীর নলকূপ এবং কেহ তাহা কখনও নৌকায় ব্যবহার করিয়া "শ্যালো নৌকা" চালাইতে পারেন না। "শ্যালো" এর অর্থ অগভীর নলকূপ। ১ম পক্ষের মামলার বিবরণ হইতে ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে ২য় পক্ষ "বিয়ারাঘাট শ্যালো নৌকা শ্রমিক ইউনিয়ন" নামে সংগঠন করিয়া রেজিষ্ট্রেশনের জন্য প্রার্থনা করেন। ২য় পক্ষ কোন তথ্য গোপন করিয়াছিলেন মর্মে প্রতীয়মান হয় না। ২য় পক্ষ তাহাদের ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন পাইবার প্রার্থনায় কি ভুল তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন তাহা ১ম পক্ষের প্রতিনিধি বলিতে পারেন নাই। বরং অত্র মামলার মূল দরখাস্ত ও প্রতিনিধির বক্তব্য হইতে প্রতীয়মান হয় ২য় পক্ষ তাহাদের ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং ১ম পক্ষ যথারীতি তাহাদের দেওয়া তথ্যাবলীতে সন্তুষ্ট হইয়া রেজিষ্ট্রেশন প্রদান করিয়াছিলেন। তাই আমার মনে হয় ১ম পক্ষের এই মনগড়া তথ্যের ভিত্তিতে ২য় পক্ষের রেজিষ্ট্রেশন বাতিল করিবার পূর্ব নোটিশ প্রদান এবং পরবর্তীকালে অত্র মামলা দায়ের করা সমীচীন হয় নাই। তাই, ১ম পক্ষ কোন প্রতিকার পাইতে হকদার নহেন।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব,

আদেশ হইল

যে অত্র আই, আর, ও মামলা একতরফা বিচারে নামঞ্জুর হয়।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, শ্রম আদালত, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও মামলা নং ৩/৯৬

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—প্রথম পক্ষ।

বনাম

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক,
বিয়ারাঘাট শ্যালো নৌকা মালিক সমিতি,
রেজিঃ নং রাজ-১৩০৪,

বিয়ারাঘাট, কালিয়া, হরিপুর, সিরাজগঞ্জ—দ্বিতীয় পক্ষ।

১। জনাব এস, এম, সাইফুদ্দিন আহমেদ, প্রথম পক্ষের প্রতিনিধি।

আদেশ নং ৯, তারিখ ৯-৬-৯৬ ইং।

অদ্য মামলাটি একতরফা নিষ্পত্তির জন্য দিন ধার্য আছে। বাদী পক্ষে রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধি রাজশাহী বিভাগ মামলায় হাজিরা দাখিল করেন। প্রতিপক্ষ অদ্যও কোন পদক্ষেপ নেয় নাই। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব এ, এইচ, এম, সফিকুর রহমান ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব রফিকুল ইসলাম দুলাল দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল। মামলাটি একতরফা শুনানীর জন্য লওয়া হইল। বাদী পক্ষের মৌখিক বক্তব্য শুনা হইল। বাদী পক্ষ মামলায় কোন সাক্ষ্য দেয় নাই। বাদী পক্ষের ফিরিস্তি আকারে কাগজাদী অন এডমিশান প্রদ-১ হিসাবে মার্ক করা হইল। বাদী পক্ষের মৌখিক যুক্তিতর্ক শুনা হইল।

ইহা একটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারার মামলা।

প্রথম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী-এর মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, ১ম পক্ষ ২য় পক্ষের বিয়ারাঘাট শ্যালো নৌকা মালিক সমিতিকে ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের আওতায় রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৩০৪) প্রদান করেন। ২য় পক্ষ সঠিক/নির্ধারিত তথ্য পরিবেশন না করিয়া ১ম পক্ষের নিকট হইতে ভুল তথ্যের মাধ্যমে রেজিষ্ট্রেশন গ্রহণ করিয়াছেন। এই বিষয়টির উপর সন্তোষজনক জবাব দাখিল করিবার জন্য ১ম পক্ষ তাঁহার ২২-৮-৯৫ তারিখের আরটিইউ/রাজ/১৫২৪ নম্বর স্মারক মাধ্যমে ২য় পক্ষের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ জারী করেন। ২য় পক্ষ ১ম পক্ষের পূর্ব নোটিশের কোন উত্তর প্রদান না করায় ১ম পক্ষ ২য় পক্ষ সমিতির রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতির প্রার্থনা করিয়া অত্র মামলা দায়ের করেন।

এখন দেখা যাক ১ম পক্ষ তাহার প্রার্থনা মোতাবেক ২য় পক্ষের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতি পাইবার অধিকারী কি না।

স্বীকৃত মতে ২য় পক্ষ বিয়ারাঘাট শ্যালো নৌকা মালিক সমিতি তাহাদের সংগঠনের রেজিষ্ট্রেশনের জন্য ১ম পক্ষের নিকট প্রার্থনা করেন এবং ১ম পক্ষ আইনের সকল বিধান মানিয়া এবং ২য় পক্ষের রেজিষ্ট্রেশন পাওয়ার সকল উপাদানসমূহে সন্তুষ্ট হইয়া ২য় পক্ষের সমিতির রেজিষ্ট্রেশন প্রদান করেন।

১ম পক্ষের মূল অভিযোগ এই যে ২য় পক্ষ শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের সংশ্লিষ্ট ধারানুযায়ী নির্ধারিত/সঠিক তথ্য পরিবেশন না করিয়া ১ম পক্ষের নিকট ভুল তথ্য উত্থাপন করিয়া রেজিষ্ট্রেশন গ্রহণ করেন। ২য় পক্ষ রেজিষ্ট্রেশন পাওয়ার জন্য কি সঠিক তথ্য পরিবেশন করেন নাই বা কি ভুল তথ্য পরিবেশন করিয়াছিলেন তাহা দরখাস্তে সুনির্দিষ্টভাবে ১ম পক্ষ উল্লেখ করেন নাই।

১ম পক্ষের প্রতিনিধি অত্র মামলার শুনানীকালে বলেন, "শ্যালো" মেশিন হইল অগভীর নলকূপ এবং কেহ তাহা কখনও নৌকায় ব্যবহার করিয়া "শ্যালো নৌকা" চালাইতে পারেন না। "শ্যালো" এর অর্থ অগভীর নলকূপ। ১ম পক্ষের মামলার বিবরণ হইতে ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে ২য় পক্ষ "বিয়ারাঘাট শ্যালো নৌকা মালিক সমিতি" নামে সংগঠন করিয়া রেজিষ্ট্রেশনের জন্য প্রার্থনা করেন। ২য় পক্ষ কোন তথ্য গোপন করিয়াছিলেন মর্মে প্রতীয়মান হয় না। ২য় পক্ষ তাহাদের সমিতির রেজিষ্ট্রেশন পাইবার প্রার্থনায় কি ভুল তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন তাহা ১ম পক্ষের প্রতিনিধি বলিতে পারেন নাই। বরং অত্র মামলার মূল দরখাস্ত ও প্রতিনিধির বক্তব্য হইতে প্রতীয়মান হয় ২য় পক্ষ তাহাদের সমিতির রেজিষ্ট্রেশন প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং ১ম পক্ষ যথারীতি তাহাদের দেওয়া তথ্যাবলীতে সন্তুষ্ট হইয়া রেজিষ্ট্রেশন প্রদান করিয়াছিলেন। তাই আমার মনে হয় ১ম পক্ষের এই মনগড়া তথ্যের ভিত্তিতে ২য় পক্ষের রেজিষ্ট্রেশন বাতিল করিবার পূর্ব নোটিশ প্রদান এবং পরবর্তীকালে অত্র মামলা দায়ের করা সমীচীন হয় নাই। তাই, ১ম পক্ষ কোন প্রতিকার পাইতে হকদার নহেন।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব,

আদেশ হইল

যে অত্র আই, আর, ও মামলা একতরফা বিচারে নামঞ্জুর হয়।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, শ্রম আদালত, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও মামলা নং ১/৯৬

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—প্রথম পক্ষ।

বনাম

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক,
কাজীপুর নৌকাঘাট শ্যালো নৌকা মালিক সমিতি,
রেজিঃ নং রাজ-১৩১১,

কাজীপুর নৌকাঘাট, একডালা, সিরাজগঞ্জ—দ্বিতীয় পক্ষ।

১। জনাব এস, এম, সাইফুদ্দিন আহমেদ, প্রথম পক্ষের প্রতিনিধি।

আদেশ নং ৯, তারিখ ৯-৬-৯৬ ইং।

অদ্য মামলাটি একতরফা নিস্পত্তির জন্য দিন ধার্য আছে। বাদী পক্ষে রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধি রাজশাহী বিভাগ মামলায় হাজিরা দাখিল করেন। প্রতিপক্ষ অদ্যও কোন পদক্ষেপ নেয় নাই। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব এ, এইচ, এম, সফিকুর রহমান ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব রফিকুল ইসলাম দুলাল দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল। মামলাটি একতরফা শুনানীর জন্য লওয়া হইল। বাদী পক্ষের মৌখিক বক্তব্য শুনা হইল। বাদী পক্ষ মামলায় কোন সাক্ষ্য দেয় নাই। বাদী পক্ষের ফিরিস্তি আকারে দাখিলী কাগজাদী অন এডমিশান প্র-১ হিসাবে মার্ক করা হইল। বাদী পক্ষের মৌখিক যুক্তিতর্ক শুনা হইল।

ইহা একটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারার মামলা।

প্রথম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী এর মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, ১ম পক্ষ ২য় পক্ষের কাজীপুর নৌকাঘাট শ্যালো নৌকা মালিক সমিতিকে ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের আওতায় রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৩১১) প্রদান করেন। ২য় পক্ষ সঠিক তথ্য পরিবেশন না করিয়া ১ম পক্ষের নিকট হইতে ভুল তথ্যের মাধ্যমে রেজিষ্ট্রেশন গ্রহণ করিয়াছেন। এই বিষয়টির উপর সন্তোষজনক জবাব দাখিল করিবার জন্য ১ম পক্ষ তাঁহার ২২-৮-৯৫ ইং তারিখের আরটিইউ/রাজ/১৫২৩ নম্বর স্মারক মাধ্যমে ২য় পক্ষের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ জারী করেন। ২য় পক্ষ ১ম পক্ষের পূর্ব নোটিশের কোন উত্তর প্রদান না করায় ১ম পক্ষ ২য় পক্ষ সমিতির রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতির প্রার্থনা করিয়া অত্র মামলা দায়ের করেন।

এখন দেখা যাক ১ম পক্ষ তাহার প্রার্থনা মোতাবেক ২য় পক্ষের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতি পাইবার অধিকারী কি না।

স্বীকৃত মতে ২য় পক্ষ কাজীপুর নৌকাঘাট শ্যালো নৌকা মালিক সমিতি তাহাদের সংগঠনের রেজিস্ট্রেশনের জন্য ১ম পক্ষের নিকট প্রার্থনা করেন এবং ১ম পক্ষ আইনের সকল বিধান মানিয়া এবং ২য় পক্ষের রেজিস্ট্রেশন পাওয়ার সকল উপাদানসমূহে সন্তুষ্ট হইয়া ২য় পক্ষের সমিতির রেজিস্ট্রেশন প্রদান করেন।

১ম পক্ষের মূল অভিযোগ এই যে ২য় পক্ষ শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী নির্ধারিত/সঠিক তথ্য পরিবেশন না করিয়া ১ম পক্ষের নিকট ভুল তথ্য উথাপন করিয়া রেজিস্ট্রেশন গ্রহণ করেন। ২য় পক্ষ রেজিস্ট্রেশন পাওয়ার জন্য কি সঠিক তথ্য পরিবেশন করেন নাই বা কি ভুল তথ্য পরিবেশন করিয়াছিলেন তাহা দরখাস্তে সুনির্দিষ্টভাবে ১ম পক্ষ উল্লেখ করেন নাই।

১ম পক্ষের প্রতিনিধি অত্র মামলার শুনানীকালে বলেন, "শ্যালো" মেশিন হইল অগভীর নলকূপ এবং কেহ তাহা কখনও নৌকায় ব্যবহার করিয়া "শ্যালো নৌকা" চালাইতে পারে না। "শ্যালো" এর অর্থ অগভীর নলকূপ। ১ম পক্ষের মামলার বিবরণ হইতে ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে ২য় পক্ষ "কাজীপুর নৌকাঘাট শ্যালো নৌকা মালিক সমিতি" নামে সংগঠন করিয়া রেজিস্ট্রেশন প্রার্থনা করেন। ২য় পক্ষ কোন তথ্য গোপন করিয়াছিলেন মর্মে প্রতীয়মান হয় না। ২য় পক্ষ তাহাদের সমিতির রেজিস্ট্রেশন পাইবার প্রার্থনায় কি ভুল তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন তাহা ১ম পক্ষের প্রতিনিধি বলিতে পারেন নাই। বরং অত্র মামলার মূল দরখাস্ত ও প্রতিনিধির বক্তব্য হইতে প্রতীয়মান হয় ২য় পক্ষ তাহাদের সমিতির রেজিস্ট্রেশন প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং যথারীতি ১ম পক্ষ তাহাদের দেওয়া তথ্যাবলীতে সন্তুষ্ট হইয়া রেজিস্ট্রেশন প্রদান করিয়াছিলেন। তাই আমার মনে হয় ১ম পক্ষের এই মনগড়া তথ্যের ভিত্তিতে ২য় পক্ষের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করিবার পূর্ব নোটিশ প্রদান এবং পরবর্তীকালে অত্র মামলা দায়ের করা সমীচীন হয় নাই। তাই, ১ম পক্ষ কোন প্রতিকার পাইতে হকদার নহেন।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব,

আদেশ হইল

যে অত্র আই, আর, ও মামলা একতরফা বিচারে নামঞ্জুর হয়।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, শ্রম আদালত, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

পি, ডাব্লিউ কেস নং-২/৯৫

বাদী ঃ মোঃ আমজাদ হোসেন, পিতা-মৃত আহম্মদ হোসেন, সাং-রাধাবল্লভ, জেলা-রংপুর।

বনাম

বিবাদী ঃ ১। মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম,
২। মোঃ আজাদুল ইসলাম,
৩। মোঃ জাহিদুল ইসলাম,
সকলের পিতা-মৃত আলহাজ মোহাম্মদ আলী,
সকলেই মালিক, সেন্ট্রাল প্রিন্টিং প্রেস, সেন্ট্রাল রোড, রংপুর।

১। জনাব মোঃ কোরবান আলী, বাদী পক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং-১২, তারিখ-১৬-৬-৯৬ ইং।

অদ্য মামলাটি ১—৩ নং প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে একতরফা নিস্পত্তির জন্য ধার্য আছে। বাদী পক্ষে বিজ্ঞ কৌশলী মামলায় হাজিরা দাখিল করেন। প্রতিপক্ষগণ অদ্যও কোন পদক্ষেপ নেয় নাই। মামলাটি একতরফা শুনানীর জন্য লওয়া হইল। বাদীর জবানবন্দি গ্রহণ করা হইল। বাদী পক্ষে দাখিলী কাগজাদী প্র-১ হিসাবে মার্ক করা হইল।

ইহা একটি ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫ ধারায় মামলা।

প্রার্থী মোঃ আমজাদ হোসেন এর মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, তিনি ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে প্রতিপক্ষের "সেন্ট্রাল প্রিন্টিং প্রেসে প্রুফ রিডার ও কম্পোজিটর" হিসাবে মাসিক ১১০০ টাকা বেতনে নিয়োগপ্রাপ্ত হইয়া সততার সহিত দায়িত্ব পালন করিতে থাকেন। ১৯৯৩ ইং সনের আগষ্ট হইতে নভেম্বর মাস পর্যন্ত ৪ মাসের বেতন বাকী পড়িলে প্রার্থী প্রতিপক্ষের নিকট উক্ত টাকা দাবী করিলে ৩০-১১-৯৩ ইং তারিখে প্রতিপক্ষ তাহাকে প্রেসে যাইতে নিষেধ করেন এবং প্রার্থী তাহাকে চাকুরীতে রাখার এবং বেতন প্রদান করার কথা বলিলে প্রতিপক্ষ তাহাকে বকেয়া বেতন না দিয়া ৩০-১১-৯৩ইং তারিখে মৌখিকভাবে বরখাস্ত করেন। তিনি ৩-১২-৯৩ইং তারিখে রংপুর দোকান ও প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিদর্শক বরাবর এক অভিযোগ উত্থাপন করেন এবং পরিদর্শক প্রতিপক্ষের প্রেস পরিদর্শন করেন এবং প্রতিপক্ষ ১২-১২-৯৩ ইং তারিখের মধ্যে প্রার্থীর আইনানুগ পাওনাদি ও বকেয়া বেতন পরিশোধ করার জন্য পরিদর্শকের নিকট অঙ্গীকার করেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ ঐ তারিখের মধ্যে টাকা না দিয়া পরবর্তী ৩/৪ দিনের মধ্যে দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করেন, কিন্তু প্রতিপক্ষ দেন নাই। প্রার্থী ১৪-১২-৯৩ ইং তারিখে এক গ্রিভান্স দরখাস্ত ডাকযোগে প্রেরণ করেন। প্রার্থী উক্ত গ্রিভান্সের

কোন উত্তর না পাইয়া অভিযোগ ২/৯৪ নং মামলা করেন এবং উক্ত মামলায় সাব্যস্ত হয় যে প্রার্থী রেজিস্ট্রি ডাকযোগে গ্রিভান্স প্রদান করেন নাই তাই তাহার মামলা খারিজ হয়। তাই প্রার্থী বকেয়া বেতনসহ টার্মিনেশন বেনিফিট পাইবার প্রার্থনা করিয়া অত্র মামলা দায়ের করেন।

এখন দেখা যাক প্রার্থী তাহার প্রার্থনা মতে বকেয়া বেতনসহ টার্মিনেশন বেনিফিট পাইতে অধিকারী কিনা।

প্রার্থীর প্রার্থনা মোতাবেক তিনি মাসিক ১১০০ টাকায় চাকুরী করিতেন। তিনি ১৯৯৩ সনে আগষ্ট হইতে নভেম্বর পর্যন্ত ৪ মাসের বকেয়া বেতন বাবদ ৪,৪০০ টাকা, এক মাসের অর্জিত অভোগকৃত ছুটির বেতন ১,১০০ টাকা, এক মাসের চিকিৎসা ভাতা ১,১০০ টাকা, ৪ মাসের নোটিশ বাবদ ৪,৪০০ টাকা এবং ২২ বৎসরের চাকুরীর জন্য ২২ মাসের ক্ষতিপূরণ হিসাবে ২৪,২০০ টাকা সর্বমোট ৩৫,২০০ টাকার দাবী করেন।

প্রার্থী মোঃ আমজাদ হোসেন তাহার জবানবন্দীতে তাহার দাবীর কথা উল্লেখ করেন। প্রার্থী পক্ষে দাখিলী সি, কেস নং-২/৯৪ এর রায়ের নকল হইতে প্রতীয়মান হয় যে প্রার্থী গ্রিভান্স দরখাস্ত রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে প্রেরণ না করায় উক্ত অভিযোগ মামলা খারিজ হয়। উপরের আলোচনা হইতে প্রতীয়মান হয় যে প্রার্থী প্রতিপক্ষের অধীনে একজন শ্রমিক ছিলেন এবং তিনি প্রায় ২২ বৎসর চাকুরী করিয়াছেন। উপরের আলোচনা হইতে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম প্রার্থী তাহার মামলা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং তিনি আইনের বিধান অনুযায়ী তাহার দাবীকৃত বেনিফিট পাইতে অধিকারী।

অতএব,

আদেশ হইল

যে অত্র মামলা একতরফা বিচারে বিনা খরচায় মঞ্জুর হয়। প্রার্থী প্রতিপক্ষের নিকট হইতে ৩৫,২০০ (পঁয়ত্রিশ হাজার দুই শত) টাকা পাইবেন।

প্রতিপক্ষকে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে প্রার্থীকে উক্ত টাকা প্রদানের জন্য নির্দেশ দেওয়া গেল।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, শ্রম আদালত, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও মামলা নং ৪৯/৯৫

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—প্রথম পক্ষ।

বনাম

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক,
দিনাজপুর জেলা ওয়ার্কশপ শ্রমিক ইউনিয়ন,
রেজিঃ নং রাজ-৯৫৮, বাহাদুর বাজার, জেলা-দিনাজপুর—দ্বিতীয় পক্ষ।

১। জনাব এস, এম, সাইফুদ্দিন আহমেদ, প্রথম পক্ষের প্রতিনিধি।

আদেশ নং ১৩, তারিখ ১৬-৬-৯৬ইং।

অদ্য মামলাটি একতরফা নিষ্পত্তির জন্য দিন ধার্য আছে। বাদী পক্ষে রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধি মামলায় হাজিরা দাখিল করেন। প্রতিপক্ষ অদ্যও কোন পদক্ষেপ নেয় নাই। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আজিজুর রহমান ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব আলাউদ্দিন খান দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল। মামলাটি একতরফা শুনানির জন্য গ্রহণ করা হইল। বাদী পক্ষের রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধির মামলায় মৌখিক বক্তব্য শুনা হইল। বাদী পক্ষে মামলায় কোন সাক্ষ্য দেয় নাই। বাদী পক্ষের মৌখিক যুক্তিতর্ক শুনা হইল। বাদী পক্ষে ফিরিস্তি আকারে কাগজাদি দাখিল করেন। তাহা অন এডমিশন প্র-১-২ মার্ক করা হইল।

ইহা একটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(১) ও ১০(২) ধারার মামলা।

প্রথম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী এর মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মতে ২য় পক্ষ দিনাজপুর জেলা ওয়ার্কশপ শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-৯৫৮) প্রদান করা হয়। বিধিবদ্ধ সময়ের মধ্যে ২য় পক্ষ তাহাদের ইউনিয়নের নির্বাচন করেন নাই এবং ১ম পক্ষকে জানান নাই। তাহাছাড়া, ২য় পক্ষ বিধিবদ্ধ সময়ের মধ্যে ১৯৯৩ সনের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল করেন নাই। তাই, ১ম পক্ষ তাঁহার অফিসের ২-৭-৯৪ইং তারিখের আরটিইউ/রাজ/৮৮৬ নম্বর পত্র মোতাবেক ২য় পক্ষের উপর রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ জারী করেন। কিন্তু ২য় পক্ষ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। তাই ১ম পক্ষ ২য় পক্ষের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতির প্রার্থনা করিয়া অত্র মামলা দায়ের করেন।

এখন দেখা যাক ১ম পক্ষ তাহার প্রার্থনা মোতাবেক ২য় পক্ষের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতি পাইতে পারেন কিনা।

১ম পক্ষের মামলা অনুসারে ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধানবলে ২য় পক্ষ "দিনাজপুর জেলা ওয়ার্কশপ শ্রমিক ইউনিয়ন" নামে একটি সংগঠন করিয়া ১ম পক্ষের নিকট রেজিষ্ট্রেশনের আবেদন করিলে ১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রেশন প্রদান করেন। ১ম পক্ষের অভিযোগ এই যে, ২য়

পক্ষ বিধিবদ্ধ সময়ের মধ্যে তাহাদের ইউনিয়নের নির্বাচন করেন নাই এবং ১ম পক্ষকে জানান নাই। ১ম পক্ষের আরও অভিযোগ এই যে, ২য় পক্ষ বিধিবদ্ধ সময়ের মধ্যে তাহাদের ইউনিয়নের ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ণ ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করেন নাই। ১ম পক্ষ ২-৭-৯৪ ইং তারিখের আরটিইউ/রাজ/৮৮৬ নম্বর পত্রমূলে ২য় পক্ষকে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও ২য় পক্ষ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই।

১ম পক্ষের প্রতিনিধি ১ম পক্ষের মামলা সমর্থন করিয়া বক্তব্য রাখেন এবং বলেন যে ২য় পক্ষ বিধিবদ্ধ সময়ের মধ্যে নির্বাচন করেন নাই এবং ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করেন নাই। ১ম পক্ষের দাখিলী ২১-১২-৯৩ ইং তারিখের আরটিইউ/রাজ/২১১৫ নং স্মারক (প্রদঃ-২) হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ২য় পক্ষের ১৯৯১ ও ১৯৯২ সনের দাখিলকৃত বার্ষিক রিটার্ণ পরীক্ষা করার জন্য রংপুর আঞ্চলিক শ্রম দপ্তরের ৮-৮-৯৩ইং তারিখের ১৪৬(৮) ও ৯-৯-৯৩ তারিখের ১৭৫(৩) নম্বর পত্রের মাধ্যমে বার্ষিক রিটার্ণের সপক্ষের রেকর্ডপত্র উক্ত দপ্তরে দাখিল করার জন্য দিনাজপুর জেলা ওয়ার্কশপ শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি/সাধারণ সম্পাদককে বলা হইলেও তাহারা তাহা দাখিল করেন নাই। ১ম পক্ষের দাখিলী পত্র (প্রদঃ-১) এর সংগে ১ম পক্ষের মামলার মূল আবেদন পত্রে বার্ষিক রিটার্ণ সম্পর্কে বর্ণিত বিষয়ের মিল নাই। কিন্তু ইহা স্পষ্ট যে ২য় পক্ষ ১৯৯১ ও ১৯৯২ সনের আয়-ব্যয়ের বিবরণী দাখিল করেন নাই। প্রদর্শন-২ হইল ২-৭-৯৪ ইং তারিখের আরটিইউ/রাজ/৮৮৬ নম্বর স্মারক। উক্ত স্মারক হইতে প্রতীয়মান হয় ২য় পক্ষ ১১-১১-৯১ ইং তারিখে তাহাদের রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর কোন নির্বাচন করেন নাই এবং ১৯৯৪ সনের ৩০শে এপ্রিলের মধ্যে ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করেন নাই বলিয়া ১ম পক্ষ ২য় পক্ষকে নোটিশ প্রদান করেন। ২য় পক্ষ অত্র মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য আসেন নাই। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে ২য় পক্ষের বিরুদ্ধে আনীত ১ম পক্ষের বক্তব্য সঠিক ও সুন্দর।

উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অত্র মামলার ঘটনা ও পারিপার্শ্বিকতা বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে ১ম পক্ষ তাহাদের মামলা প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং তাই, ১ম পক্ষের প্রার্থনা মোতাবেক অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব,

আদেশ হইল

যে অত্র আই, আর, ও মামলা একতরফা বিচারে বিনা খরচায় মঞ্জুর হয়।

১ম পক্ষকে ২য় পক্ষের "দিনাজপুর জেলা ওয়ার্কশপ শ্রমিক ইউনিয়ন" এর রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-৯৫৮) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, শ্রম আদালত, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও মামলা নং- ৪৮/৯৪ (আপীল)।

আপীলকারী ঃ ১। মোঃ আবুল কাশেম, সভাপতি, উলিপুর রিক্সা শ্রমিক সমিতি, উলিপুর, কুড়িগ্রাম।
২। মোঃ আব্দুল আজিজ, সেক্রেটারী, উলিপুর রিক্সা শ্রমিক সমিতি, উলিপুর, কুড়িগ্রাম।

বনাম

রেসপনডেন্ট ঃ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

১। জনাব এ, টি, এম, ফজলুর রহিম, রেসপনডেন্ট পক্ষের প্রতিনিধি।

আদেশ নং ২১, তারিখ ১৯-৬-৯৬ ইং।

অদ্য মামলাটি চূড়ান্ত শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। বাদী নিজে বা আইনজীবির মাধ্যমেও কোন পদক্ষেপ নেয় নাই। প্রতিপক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন মামলায় হাজিরা দাখিল করেন। বাদীপক্ষ অদ্যসহ পরপর ৮ দিন অনুপস্থিত আছেন। বাদী পক্ষগণকে কোর্টে পুনঃ পুনঃ ডাকার পর অনুপস্থিত পাওয়া গেল। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব লতিফ খান চৌধুরী ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব আলাউদ্দিন খান দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল।

আপীলকারী পক্ষকে বারবার ডাকিয়া অনুপস্থিত পাওয়া গেল।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব

আদেশ হইল

যে অত্র আই, আর, ও, আপীল মামলা তদবীর অভাবে খারিজ হয়।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত ও কমিশনার,
শ্রমিক ক্ষতিপূরণ, রাজশাহী।

শনিবার, ৮ই জুন/১৯৯৬

ডাব্লিউ, সি কেস নং ১/১৯৯১

মোঃ এসারুল হক, পিতা-মোঃ একরাম আলী,
সাং-নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী। পদবী-ডি, ক্লিনার,
বিভাগ-সিমপ্লেক্স, কার্ড নং-৫০২৩, পালা-খ—প্রথম পক্ষ।

বনাম

মহা-ব্যবস্থাপক, রাজশাহী টেক্সটাইল মিলস, নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী—দ্বিতীয় পক্ষ।

১। জনাব সাইফুর রহমান খান ও জনাব হেলাল আহমেদ, প্রথম পক্ষের আইনজীবী।

২। জনাব কোরবান আলী, দ্বিতীয় পক্ষের আইনজীবি।

রায়

ইহা একটি ১৯২৩ সনের শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন এর ২২ ধারার মামলা।

প্রথম পক্ষ মোঃ এসারুল হকের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, তাহার ২৪-১১-৮৯ ইং তারিখের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ২য় পক্ষ রাজশাহী টেক্সটাইল মিলের মহা-ব্যবস্থাপক তাহার ২৭-১১-৮৯ ইং তারিখের রাঁ, টে, মি/শ্রম-২/২৬৭৭ নং স্মারকমূলে প্রথম পক্ষকে শিক্ষানবীশ হিসাবে কম্বিং টেন্টার পদে মাসিক ৩০০ টাকা বেতনে নিয়োগপত্র প্রদান করেন। প্রথম পক্ষ নিষ্ঠা ও সততার সহিত তাহার দায়িত্ব পালনকালে ৩-১-৯০ ইং তারিখে স্থায়ী 'ক' পালা চলতি, 'খ' পালার দ্বিতীয়ার্ধে সন্ধ্যা ৭.০০ টার সময় কর্মকালীন সময়ে তাহার বাম হাত মেসিনের মধ্যে ঢুকিয়া যায় এবং মধ্যমা ও অনামিকা আংগুল সম্পূর্ণরূপে এবং তর্জনী আংগুলের এক গিট পর্যন্ত কেটে যায়। দ্বিতীয় পক্ষ তৎক্ষণাৎ প্রথম পক্ষকে রাজশাহী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতালে ভর্তি করেন। প্রথম পক্ষ দীর্ঘদিন ভর্তি থাকার পর ২১-১-৯০ ইং তারিখে ছাড়পত্র লইয়া বাড়ীতে আসেন। প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের নিকট ২৭-৯-৯০ ইং তারিখে ক্ষতিপূরণের প্রার্থনা করেন, কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষ কোন উত্তর দেন নাই। প্রথম পক্ষ পরবর্তীতে ২৮-১০-৯০ ইং তারিখে ২য় পক্ষের নিকট পুনরায় ক্ষতিপূরণের জন্য আবেদন করেন। ২য় পক্ষ তাহার আবেদন মিলের মেডিক্যাল অফিসারের নিকট প্রেরণ করেন। মেডিক্যাল অফিসার প্রধান চিকিৎসক, বাবশিক, ঢাকা এর নিকট প্রেরণ করিবার জন্য ২য় পক্ষকে নির্দেশ দেন। কিন্তু ২য় পক্ষ অদ্যাবধি প্রথম পক্ষকে বাবশিক সদর দপ্তরের নিকট প্রেরণ করেন নাই। তাই প্রথম পক্ষ ২৫,৮০০ টাকা ক্ষতিপূরণ দাবী করিয়া অত্র মামলা দায়ের করেন।

দ্বিতীয় পক্ষ একখানা লিখিত আপত্তি দাখিল করিয়া অত্র মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং উল্লেখ করেন যে প্রথম পক্ষের অত্র মামলা করিবার কোন অধিকার নাই, অত্রাকারে মামলা অচল, অত্র মামলা তামাদি বারিত এবং পক্ষ দোষে দুষ্ট, প্রথম পক্ষের দাবী মিথ্যা ও অতিরঞ্জিত। প্রথম পক্ষ তাহার বক্তব্য অনুসারে সম্পূর্ণ অক্ষম হইয়া যাওয়ার উক্তি মিথ্যা।

দ্বিতীয় পক্ষের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, প্রথম পক্ষ একজন শিক্ষানবীশ ও বদলী শ্রমিক। প্রথম পক্ষ একজন স্থায়ী ও নিয়মিত শ্রমিক নন। দ্বিতীয় পক্ষের মিলে কেবলমাত্র নিয়মিত শ্রমিকগণই ক্ষতিপূরণ ছুটি ও ক্ষতিপূরণ পাইয়া থাকেন। তাই তাহাকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় নাই। দ্বিতীয় পক্ষকে আইনের বিধান অনুযায়ী আর্থিক লেনদেনের বেলায় উপরোক্ত কর্পোরেশনের অনুমতি লইতে হয় বলিয়া ২য় পক্ষ ১ম পক্ষকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য কর্পোরেশনের পরামর্শের আবেদন করিয়াছেন।

এখন দেখা যাক প্রথম পক্ষ তাহার প্রার্থনা মতে ক্ষতিপূরণ পাইতে হকদার কিনা।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

অত্র মামলায় শুনানীকালে প্রথম পক্ষ নিজেকে ১ নং সাক্ষী হিসাবে পরীক্ষা করেন এবং তাহার পক্ষে দাখিলী কাগজপত্র প্রদর্শনী- ১, ২ ও ২(১) হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। অপর পক্ষে ২য় পক্ষের কোন সাক্ষীকে পরীক্ষা করা হয় নাই এবং প্রথম পক্ষের সম্মতিতে ২য় পক্ষের কাগজপত্র প্রদর্শনী-ক, ক(১) ও ক(২) হিসাবে চিহ্নিত করা হয় এবং সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়।

স্বীকৃত মতে প্রথম পক্ষ মোঃ এসারুল হক দ্বিতীয় পক্ষের রাজশাহী টেক্সটাইল মিলে ২য় পক্ষের ২৭-১১-৮৯ ইং তারিখে রা, টে, মি/শ্রম-২/২৬৭৭ নং স্মারক (প্রদঃ-১) মূলে প্রদত্ত নিয়োগ পত্র মূলে শিক্ষানবীস কম্বিং টেন্টার হিসাবে কাজে যোগদান করেন। ইহাও স্বীকৃত যে প্রথম পক্ষ কর্মরত থাকাকালে ৩-১-৯০ ইং তারিখ সন্ধ্যা ৭টার সময় তাহার বাম হাত মেশিনের মধ্যে ঢুকিয়ে যায় এবং তাহার মধ্যমা ও অনামিকা আংগুল সম্পূর্ণ এবং তর্জনী আংগুলের একগিট পর্যন্ত কাটিয়া যায়। ইহাও অস্বীকৃত নয় যে তাহার এই দুর্ঘটনার জন্য তাহাকে চিকিৎসার জন্য রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং চিকিৎসার পর ২১-১-৯০ ইং তারিখে প্রথম পক্ষ ছাড়া পান। স্বীকৃত মতে প্রথম পক্ষকে দুর্ঘটনার জন্য এবং তাহার আংগুল কাটিয়া যাওয়ার জন্য ২য় পক্ষ কোন ক্ষতিপূরণ দেন নাই তাই প্রথম পক্ষ অত্র মামলা করেন।

প্রথম পক্ষ মোঃ এসারুল হক ক্ষতিপূরণ ও চিকিৎসাসহ অন্যান্য খরচ বাবদ ২৫,৮০০ টাকা দাবী করিয়া অত্র মামলা করেন। প্রথম পক্ষ ক্ষতিপূরণের জন্য কত টাকা এবং চিকিৎসার জন্য ও অন্যান্য খরচের জন্য কত টাকা তাহা বিশদভাবে উল্লেখ করেন নাই। যাহা হউক, ২য় পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী বলেন যে প্রথম পক্ষ দুর্ঘটনার জন্য যে ক্ষতিপূরণ পাইবেন তাহা ২য় পক্ষ দিতে প্রস্তুত আছেন। তিনি আরও বলেন প্রথম পক্ষকে মামলার খরচ, চিকিৎসার খরচ প্রদানের কোন বিধান নাই এবং মালিক পক্ষ যদি কোন শ্রমিক দুর্ঘটনার জন্য চিকিৎসা বাবদ কোন অর্থ খরচ করেন তাহা হইলে মালিক পক্ষ ক্ষতিপূরণ প্রদানকালে তাহাও কাটিয়া লইবার বিধান আছে। তিনি আরও বলেন যে শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইনের তফসিল মতে প্রথম পক্ষ ৫,৭০০ টাকা পাইবার অধিকারী। প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী ২য় পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীর বক্তব্যের বিরোধিতা করেন নাই। স্বীকৃত মতে প্রথম পক্ষ মোঃ এসারুল হক একজন শিক্ষনবীস হিসাবে কম্বিং টেন্টার পদে কর্মরত থাকাকালে দুর্ঘটনায় পতিত হন এবং তাহার মাসিক বেতন ছিল ৩০০ টাকা। ইহা স্বীকৃত যে প্রথম পক্ষের বাম হাতের দুইটি আংগুল সম্পূর্ণ এবং একটি আংগুলের এক গিট পর্যন্ত কাটিয়া গিয়াছে। শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আইনের ৪নং তফসীল অনুযায়ী প্রথম পক্ষের মাসিক বেতন ৩০০ টাকা হওয়ায় তিনি ১৯,০০০ টাকা ক্ষতি পূরণের

আওতায় পড়েন এবং উক্ত আইনের ১নং তফসীলের ১৪ নং ক্রমিকের বিধান অনুসারে তিনি উক্ত ক্ষতিপূরণের ৩০% ভাগ টাকা পাইতে অধিকারী। উপরের আলোচনা মতে প্রথম পক্ষ তাই ৫,৭০০ টাকা ক্ষতিপূরণ পাইতে অধিকারী।

প্রথম পক্ষ চিকিৎসার জন্য ক্ষতিপূরণ দাবী করিয়াছেন। ২য় পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী বলেন যে চিকিৎসার জন্য কোন ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিধান নাই। প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী তাহার বক্তব্য অস্বীকার করেন নাই। অধিকন্তু অত্র মামলার প্রথম পক্ষ তাহার মূল দরখাস্তে উল্লেখ করেন যে ২য় পক্ষ তাহার দুর্ঘটনার পরপরই তাহাকে রাজশাহী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতালে ভর্তি করেন. প্রথম পক্ষ মোঃ এসারুল হক ১ নং সাক্ষী হিসাবে স্বীকার করেন যে তাহার চিকিৎসার জন্য তাহার কোন অর্থ খরচ হয় নাই। সুতরাং প্রথম পক্ষ চিকিৎসার জন্য কোন ক্ষতিপূরণ পাইতে অধিকারী নহেন।

উপরোক্ত আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অত্র মামলার ঘটনা, পারিপার্শ্বিকতা ও সাক্ষ্যাদি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে প্রথম পক্ষ ২য় পক্ষের নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ বাবদ ৫,৭০০ টাকা পাইবেন।

অতএব

আদেশ হইল

যে অত্র ডব্লিউ, সি মামলা ২য় পক্ষের বিরুদ্ধে দোতরফা বিচারে বিনা খরচায় মঞ্জুর হয়।

অত্র রায়ের কপি পাইবার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে প্রথম পক্ষকে ক্ষতিপূরণ বাবদ ৫,৭০০ টাকা প্রদান করিবার জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে নির্দেশ দেওয়া গেল।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত ও কমিশনার শ্রমিক ক্ষতিপূরণ, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদলত, রাজশাহী।

ফৌজদারী কেস নং ৬/১৯৯৪।

বাদী ঃ আবুল হোসেন, পিতা-মুহম্মদ আলী, সাং-বড়হাবু, পোঃ গঙ্গাচড়া, জেলা-রংপুর। শ্রমিক পরিবেশনাকারী, লাকী হোটেল ও রেষ্টুরেন্ট, শাপলা চত্বর, রংপুর টাউন, রংপুর।

বনাম

আসামী ঃ মোঃ আবদুর রশিদ (দুলাল), মালিক, লাকী হোটেল ও রেষ্টুরেন্ট, শাপলা চত্বর, রংপুর টাউন, পোঃ, থানা ও জেলা- রংপুর।

১। জনাব হেলাল আহমেদ, বাদী পক্ষের আইনজীবী।

২। জনাব মোঃ কোরবান আলী, আসামী পক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং ২৩, তারিখ- ৫-৬-৯৬ ইং

অদ্য আসামী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীর ১১-৩-৯৫ ইং তারিখের দরখাস্ত শুনানীর জন্য উপস্থাপন করা হইল। অদ্য বাদীপক্ষ মামলায় কোন পদক্ষেপ নেয় নাই। আসামী মোঃ আবদুর রশিদ দুলাল ৭-২-৯৫ ইং তারিখে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। তাহার মৃত্যুর প্রমাণ পত্রের ফটোকপি দাখিল কারিয়াছেন। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আনোয়ারুল হক ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব রফিকুল ইসলাম দুলাল দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল। বাদী ও আসামী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীদ্বয়ের মৌখিক বক্তব্য শুনা হইল। প্রতিপক্ষের ১১-৩-৯৫ তারিখের দরখাস্তখানা নথিভুক্ত করা হইল।

অত্র মামলার আসামী মোঃ আবদুর রশিদ (দুলাল) মারা গিয়াছেন এবং সেই মর্মে তাহার মৃত্যু সনদপত্র দাখিল আছে। সনদপত্র ও নথি দেখিলাম। সুতরাং অত্র মামলা আর চলিতে পারে না।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইল।

অতএব,

আদেশ হইল

যে আসামীর মৃত্যুজনিত কারণে অত্র মামলা খারিজ হয়।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদলাত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদলত, রাজশাহী।

আই, আর ও, আপীল মামলা নং ১০৭/৯৫

আপীল্যান্ট ঃ ১। মোঃ সোহরাব আলী, সভাপতি, পিতা-মোঃ ফয়েজ উদ্দিন,

২। মোঃ সহিদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক, পিতা-মোঃ জয়নাল আবেদীন, সর্বসাং-ছাতিয়ানতলী, পোঃ-বনবাড়িয়া, থানা ও জেলা-সিরাজগঞ্জ। ছাতিয়ানতলী মোরগ্রাম মোহনপুরঘাট কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন (প্রস্তাবিত), ছাতিয়ানতলী ঘাট, বনবাড়িয়া, সিরাজগঞ্জ।

বনাম

রেসপনডেন্ট ঃ- রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

১। জনাব এস, এম, সাইফুদ্দিন আহমেদ, রেসপনডেন্ট পক্ষের প্রতিনিধি।

আদেশ নং-৮, তারিখ ১৭-৬-৯৬

অদ্য মামলাটি চূড়ান্ত শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। প্রতিপক্ষে রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধি মামলায় হাজিরা দাখিল করেন। বাদী পক্ষ নিজে বা আইনজীবীর মাধ্যমেও কোন পদক্ষেপ নেয় নাই। বাদীপক্ষগণকে আদালতে পুনঃ পুনঃ ডাকার পর অনুপস্থিত পাওয়া গেল। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আনোয়ারুল হক ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব আলাউদ্দিন খান দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল।

আপীলকারী পক্ষকে বারবার ডাকিয়া অনুপস্থিত পাওয়া গেল।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইল।

অতএব,

আদেশ হইল

যে অত্র আই, আর, ও আপীল মামলা তদবীর অভাবে খারিজ হয়।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদলাত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদলত, রাজশাহী।

আই, আর, ও মামলা নং-৩৩/৯৫

বাদী ঃ ১। শফিউল ইসলাম (রেন্টু), পিতা মৃত জহির উদ্দিন প্রাং,

২। মোঃ আতিয়ার রহমান, পিতা মৃত কাছিম উদ্দিন প্রাং,

৩। আলম সরদার, পিতা আব্দুল করিম সরদার,

৪। রায়হান সরদার রেন্টু, পিতা মোঃ সাত্তার সরকার,

৫। রশিদুল হোসেন, পিতা পবন প্রাং,

৬। নুরুজ্জামান প্রাং, পিতা পবন প্রাং,

৭। মোঃ ছামসুল হক, পিতা রফিজ উদ্দিন প্রাং,

৮। আঃ গাফ্ফার, পিতা আঃ করীম সরদার,
সর্বসাং ও পোঃ জয়নগর, থানা ঈশ্বরদী, জেলা পাবনা।

৯। আকরাম হোসেন ভুট্টো, পিতা জাবেদ আলী সরদার,
সাং-মহাদেবপুর, পোঃ দিয়াড় শাহাপুর।

১০। জামরুল ইসলাম, পিতা আলিম, সাং মহাদেবপুর, পোঃ জয়নগর, পাবনা।

১১। মাহাবুল ইসলাম, পিতা মোশারফ হোসেন, গ্রাম শিবিল হাট, পোঃ পাকশী, পাবনা।

বনাম

বিবাদী ঃ ১। মোঃ ইসমাইল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক,

২। মোঃ আবুল হোসেন, সভাপতি,

সর্বসাং-বাংলাদেশ আন্তঃজেলা ট্রাক চালক ইউনিয়ন,
কেন্দ্রীয় দপ্তর, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।

৩। মোঃ মহসিন আলী, সভাপতি,

৪। নুর মোহাম্মদ, সাধারণ সম্পাদক, সর্বসাং বাংলাদেশ আন্তঃজেলা ট্রাক চালক ইউনিয়ন,
পাবনা জেলা শাখা, ঈশ্বরদী।

৫। মোঃ আনোয়ার হোসেন, পিতা মৃত আলিম উদ্দিন প্রাং
গ্রাম- জয়নগর, থানা ঈশ্বরদী, জেলা পাবনা।

৬। মোঃ চাঁদ আলী সরকার, পিতা মোঃ ইসমাইল হোসেন সরকার,
গ্রাম-জয়নগর, থানা ঈশ্বরদী, জেলা পাবনা।

৭। মোঃ আতিয়ার রহমান, পিতা মৃত চাঁদ-আলী মালিথা,
গ্রাম-মীরকামারী, পোঃ জয়নগর, থানা ঈশ্বরদী, জেলা পাবনা।

৮। মোঃ হাসেম আলী প্রাং, পিতা মোঃ বাবর আরী প্রাং,
গ্রাম- জয়নগর, থানা ঈশ্বরদী, জেলা পাবনা।

৯। মোঃ আমির হোসেন (খসরু), পিতা আব্দুল গনি প্রামাণিক,
গ্রাম ও পোঃ জয়নগর, থানা ঈশ্বরদী, জেলা পাবনা।

১০। মোঃ আমজাদ হোসেন, পিতা মৃত কালু প্রামাণিক,

১১। মজনু সরকার, পিতা মোজাম্মেল হক সরকার,
উভয়ের সাং ও পোঃ জয়নগর, থানা ঈশ্বরদী, জেলা পাবনা।

১২। আঃ হাই ভাসানী, সাংগঠনিক সম্পাদক, বাঃ আঃ জিঃ ট্রাঃ চাঃ ইউঃ কেঃ দপ্তর, ২২/৩
ব্লক বি, কলেজ গেট, মোহাম্মদপুর, মিরপুর রোড, ঢাকা-১২০৭।

১। জনাব সাইফুর রহমান খান, বিবাদী (প্রতিপক্ষ) পক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং-১৩, তারিখ ৮-৬-৯৬ইং

অদ্য মামলটি চূড়ান্ত শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। বাদী পক্ষে বিজ্ঞ কৌশলী মামলায় কোন হাজিরা বা সময়ের আবেদনও করেন নাই। বাদীগণও অনুপস্থিত আছেন। প্রতিপক্ষগণের পক্ষে বিজ্ঞ কৌশলী মামলায় হাজিরা দাখিল করেন। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব এ, এইচ, এম, শফিকুর রহমান ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব রফিকুল ইসলাম দুলাল দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল।

প্রার্থী পক্ষকে বারবার ডাকিয়া অনুপস্থিত পাওয়া গেল।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইল।

অতএব,

আদেশ হইল

যে অত্র আই, আর, ও, মামলা তদবীর অভাবে খারিজ হয়।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদলত, রাজশাহী।

সদস্যগণ ঃ ১। জনাব আঃ লতিফ খান চৌধুরী, মালিক পক্ষ।

২। জনাব আলাউদ্দিন খান, শ্রমিক পক্ষ।

রবিবার , ২রা জুন, ১৯৯৬।

অভিযোগ মামলা নং-২৮/৯২

মোঃ খলিলুর রহমান (সেপারম্যান), প্রযত্নে শাহজাহান মিয়া,
সাং-রবাটগঞ্জ, পোঃ আলমনগর, জেলা রংপুর—দরখাস্তকারী।

বনাম

ম্যানেজার, আর, কে, মেটাল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, কারখানা আলমনগর,
পোঃ আলমনগর, জেলা রংপুর—প্রতিপক্ষ।

১। জনাব কোরবান আলী, দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।

২। জনাব মোঃ সাজেদুর রহমান খান, প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

রায়

ইহা একটি ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫ ধারার মামলা। প্রার্থী মোঃ খলিলুর রহমানের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, তিনি ২৪-১০-৮৪ ইং তারিখ হইতে প্রতিপক্ষের আর, কে, মেটাল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ প্রতিষ্ঠানে সেপারম্যান পদে মাসিক ১৫০০/= টাকা বেতনে শিক্ষানবীশ হিসাবে চাকুরীতে যোগদান করিয়া সততা ও নিষ্ঠার সহিত কাজ করিয়া আসিতেছেন। প্রতিপক্ষ প্রায় দরখাস্তকারীকে লেদম্যানের কাজ করাইতেন, কিন্তু তাহার জন্য কোন প্রকার পারিশ্রমিক দিতেন না। প্রতিপক্ষ তাহাকে নিয়োগ পত্র দিবেন বলিয়া অংগীকার করেন, কিন্তু নিয়োগ পত্র প্রদান করেন নাই। প্রার্থীর সহকর্মী এবং জুনিয়র শ্রমিক জনাব মোঃ সেকেন্দার আলী, আব্দুল হালিম ও আরও অনেককে নিয়োগ পত্র প্রদান করিয়া স্থায়ী করা হইয়াছে। প্রার্থীর শিক্ষানবীশকাল ৩ মাস অতীত হইবার পর বারবার আবেদন সত্ত্বেও কোন প্রকার আদেশ নিষেধ প্রদান করা হয় নাই। প্রার্থী শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের একজন সদস্য। শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন তাহাদের ন্যায়সংগত দাবী দাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে ৭ দফা দাবীনামা পেশ করিলে স্থানীয় সহকারী শ্রম পরিচালক শালিস আলোচনার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কিন্তু প্রতিপক্ষের অনমনীয় মনোভাবের জন্য আপোষ আলোচনা সম্ভব না হওয়ায় ইউনিয়ন যুগ্ম শ্রম পরিচালক, রাজশাহী বরাবর আবেদন করেন। প্রতিপক্ষ আইনের প্রতি শ্রদ্ধা না দেখাইয়া এবং প্রার্থীকে পূর্বে না জানাইয়া, কোন প্রকার তদন্ত না করিয়া, আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়া, ইউনিয়ন তৎপরতার জন্য বেআইনী ও

অলিখিতভাবে ১৫-৬-৯২ ইং তারিখে প্রার্থীসহ অপর ২ জন শ্রমিককে বরখাস্ত করেন। প্রার্থী যথাসময়ে গ্রিভান্স দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন। কিন্তু কোন প্রতিকার পান নাই। পরবর্তীকালে যুগ্ম শ্রম পরিচালকের হস্তক্ষেপের ফলে মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং চাকুরীচ্যুত শ্রমিকগণকে চাকুরীতে পুনর্বহাল করিবেন বলিয়া লিখিতভাবে আশ্বাস দেন এবং চাকুরীচ্যুত শ্রমিক রফিকুল ইসলাম ও ফজলুকে চাকুরীতে পুনর্বহাল করা হয়। কিন্তু প্রার্থীকে পুনর্বহাল করা হয় নাই। প্রার্থী সুদীর্ঘ ৮/৯ বৎসর সততা, দক্ষতা ও নিষ্ঠার সহিত চাকুরী করিয়াছেন এবং শ্রমিক কর্মচারীদের স্বার্থে কথা বলিতে যাইয়া তাহাকে চাকুরী হারাইতে হইল। প্রার্থী পরিবার পরিজন লইয়া মানবেতর জীবন যাপন করিতেছেন। ঈদ বোনাস লইয়া মালিকের সংগে গোলমাল হইলে মালিক পক্ষ স্থানীয় থানায় জি, ডি করেন এবং পুলিশ তদন্তে গিয়া মালিক পক্ষকে ঈদ বোনাস প্রদান করিতে অনুরোধ করিলে শ্রমিকদের ঈদ বোনাস প্রদান করা হয়। তাই তিনি প্রার্থীর অলিখিত বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহারের নির্দেশ ও বকেয়া বেতনসহ চাকুরীতে পুনঃবহালের আদেশের প্রার্থনা করিয়া অত্র মামলা দায়ের করেন।

প্রতিপক্ষ অত্র মামলায় হাজির হইয়া প্রার্থীর সকল অভিযোগ অস্বীকার করিয়া একখানা লিখিত বর্ণনা দাখিল করিয়া অত্র মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং উল্লেখ করেন যে প্রার্থীর অত্র মামলা অচল। প্রার্থী কোন স্থায়ী শ্রমিক নহেন, অত্র মামলা তামাদি বারিত এবং প্রার্থীর মামলা আদালতে অচল।

প্রতিপক্ষের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, প্রার্থীকে শিক্ষনবীশ হিসাবে নিয়োগ করা হইয়াছিল এবং তাই তাহাকে মৌখিকভাবে চাকুরী হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে। প্রার্থীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ গঠন করা হয় নাই এবং তাহাকে ছল চাতুরী ছাড়াই চাকুরী হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে। প্রার্থীকে কোন শ্রমিক সংগঠন করিবার জন্য চাকুরী হইতে বহিষ্কার করা হয় নাই। প্রার্থী কখনও ৮/৯ বৎসর চাকুরী করেন নাই। তাহার বৈধ পাওনাসহ তাহাকে চাকুরী হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে। প্রার্থী কখনও ডাকযোগে গ্রিভান্স পিটিশন দাখিল করেন নাই, যেহেতু ইহা একটি ছল চাতুরীবিহীন অব্যাহতি। প্রার্থী মিথ্যা উক্তিতে অত্র মামলা দায়ের করিয়াছেন এবং তাই তিনি কোন প্রতিকার পাইতে অধিকারী নহেন এবং অত্র মামলা খরচাসহ খারিজ হইবে।

আলোচ্য বিষয়সমূহ

১। প্রার্থীর মামলা লক্ষণীয় কি?

২। প্রার্থীর মামলা তামাদি বারিত কি?

৩। প্রার্থীকে বর্ণিত মতে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে কি?

৪। প্রার্থী তাহার প্রার্থনা মতে চাকুরীর বরখাস্ত আদেশ রদ রহিত ও পূর্বের বেতনাদিসহ চাকুরীতে পুনর্বহাল পাইতে হকদার কি?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

অত্র মামলার শুনানীকালে প্রার্থী পক্ষে প্রার্থী নিজেকে পরীক্ষা করেন এবং তাহার পক্ষে দাখিলী কাগজপত্র প্রদর্শন ১, ২-২ (খ), ৩-৩(ম), ৪-৪ (ক), ৫, ৬ ও ৭ চিহ্নিত করা হয়। অপর পক্ষে প্রতিপক্ষে কোন সাক্ষীকে পরীক্ষা করা হয় নাই এবং কোন কাগজপত্র দাখিল করা হয় নাই। অধিকন্তু প্রার্থীর সাক্ষীর শুনানীকালে প্রতিপক্ষে তাহাকে জেরা করা হয় এবং পরবর্তীকালে প্রতিপক্ষ অত্র মামালায় শুনানীকালে অনুপস্থিত থাকেন।

প্রার্থীর মামলার বিবরণ এই যে, তাহাকে ২৪-১০-১৯৮৪ইং তারিখের মাসিক ১৫০০/= টাকা বেতনে সেপারম্যান পদে শিক্ষানবীশ হিসাবে নিয়োগ করা হয় এবং পরবর্তীকালে তিনি লেদম্যানের কাজ করিতেন। প্রতিপক্ষ তাহাকে নিয়োগপত্র দিবেন বলিয়াও তাহা দেন নাই, কিন্তু তাহার অপর সংগী ও জুনিয়র সহকর্মী শ্রমিক মোঃ সেকেন্দার আলী, আব্দুল হালিম এবং আরও অনেককে নিয়োগপত্র দিয়া স্থায়ী করা হইয়াছে। প্রার্থীর শিক্ষানবীশকাল ৩ মাস অতীত হওয়ার পরও তাহাকে নিয়োগপত্র প্রদান করা হয় নাই। প্রার্থী সরাসরি শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের সহিত জড়িত থাকায় প্রতিপক্ষ তাহাকে ১৫-৬-৯২ইং তারিখে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করেন। এই বরখাস্তের পূর্বে তাহাকে কোন রকম শুনানীর সুযোগ দেওয়া হয় নাই। তিনি যথারীতি গ্রিভান্স পিটিশন দাখিল করেন এবং তাহার কোন ফল না পাইয়া তিনি অত্র মামলা দায়ের করেন এবং তিনি পূর্বের বকেয়া বেতনসহ চাকুরীতে পুনর্বহালের আদেশ অথবা সার্ভিস বেনিফিটের আবেদন করেন। প্রতিপক্ষে প্রার্থীর মামলা অস্বীকার করিয়া বলা হয় যে প্রার্থীকে যেমন মৌখিকভাবে শিক্ষানবীশ হিসাবে নিয়োগ করা হইয়াছিল, সেইভাবে তাহাকে মৌখিকভাবে সরল অবসান দেওয়া হইয়াছে। প্রার্থী কিছু সময়ের জন্য চাকুরী করেন, তবে ৮/৯ বৎসর চাকুরী করেন নাই। তাহাকে অবসানের সকল সুবিধাদি দেওয়া হইয়াছে। সরল অবসানের ক্ষেত্রে কোন গ্রিভান্স পিটিশন দাখিলের বিধান নাই এবং প্রার্থীর বর্ণনা মতে তাহা কাল্পনিক। সুতরাং প্রার্থী কোন প্রতিকার পাইবেন না।

এখন দেখা যাক প্রার্থী প্রতিপক্ষের কারখানায় কি ধরণের শ্রমিক ছিলেন। স্বীকৃত মতে প্রার্থী একজন শিক্ষানবীশ শ্রমিক হিসাবে যোগদান করেন। প্রার্থীর দাখিলী প্রদর্শন-৩ সিরিজ হইল প্রতিপক্ষ কর্তৃক প্রার্থীকে ছুটি মঞ্জুরের কুপনসমূহ। প্রদর্শন ৩ সিরিজ হইতে প্রতীয়মান হয় প্রতিপক্ষ তাহাকে উক্ত কারখানায় কর্মরত থাকাকালে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মেয়াদের নৈমিত্তিক/অর্জিত/অসুস্থতাজনিত ছুটি মঞ্জুর করিয়াছেন। এই সকল ছুটি মঞ্জুরের কুপনে কোন কোন সময় তাহাকে (প্রার্থীকে) অস্থায়ী/ট্রেণী লেদম্যান/সেপারম্যান হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। কর্তৃপক্ষের এই সকল ইস্যুকৃত ছুটি মঞ্জুরের কুপন হইতে প্রতীয়মান হয় যে প্রার্থী প্রতিপক্ষের কারখানায় একজন অস্থায়ী/ট্রেণী লেদম্যান/সেপারম্যান ছিলেন। প্রদর্শন ৪ হইল আর, কে, মেটাল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ এর ফ্যান বিক্রয়ের রশিদ। প্রদর্শন ৪ হইতে প্রতীয়মান হয় প্রার্থী খলিলুর রহমান কারখানার লেদম্যান হিসাবে একটি সুপার ডিলাক্স ফ্যান ক্রয় করিয়াছে। প্রদর্শন ৪(ক) হইল শিমুল ট্রেডার্স কর্তৃক ইস্যুকৃত একটি রশিদ। প্রদর্শন ৪(ক) হইতে প্রতীয়মান হয় প্রার্থী মোঃ খলিলুর রহমান আর, কে, মেটাল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ এর একজন ওয়ার্কার হিসাবে শিমুল ট্রেডার্স হইতে ৩-৭-৮৬ ইং তারিখে একটি দ্রব্য (সুপার ডিলাক্স) ক্রয় করিয়াছেন। প্রদর্শন ৫ হইল দ্বিপক্ষী চুক্তিনামা যাহা আর, কে, মেটাল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ এর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও আর, কে, মেটাল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়ন (রেজিঃ নং ৫৪৮) এর মধ্যে স্বাক্ষরিত। প্রদঃ ৫ হইতে প্রতীয়মান হয় যে প্রার্থী মোঃ খলিলুর রহমান ট্রেণী শ্রমিক ছিলেন। প্রতিপক্ষে প্রার্থী পক্ষের ১ নং সাক্ষী মোঃ খলিলুর রহমান (প্রার্থী নিজে) কে জিজ্ঞাসাকালে বলেন যে তাহার নাম ট্রেণী শ্রমিকের তালিকায় ১নং ক্রমিকে আছে। প্রদর্শন ৬ হইল প্রতিপক্ষের ম্যানেজার কর্তৃক ইসুকৃত ৮-৯-৮৬ ইং তারিখের ১০৩ নম্বর মেমো। প্রদঃ ৬ হইতে প্রতীয়মান হয় যে প্রার্থীর বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষ কিছু অভিযোগ আনিয়া তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেন এবং তাহাকে কারণ দর্শাইবার নোটিশ দেন এবং উক্ত অভিযোগ নামায় প্রার্থীকে সেপারম্যান হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। উপরের আলোচনা হইতে ইহা প্রতীয়মান হয় যে প্রার্থী প্রতিপক্ষের কারখানায় একজন শিক্ষানবীশ/অস্থায়ী শ্রমিক ছিলেন।

উভয় পক্ষের স্বীকৃত মতে প্রার্থীকে কোন নিয়োগপত্র দেওয়া হয় নাই। প্রার্থী বলেন তিনি ২৪-১০-৮৪ ইং হইতে ১৫-৬-৯২ ইং তারিখ পর্যন্ত চাকুরী করিয়াছেন। প্রতিপক্ষে বলা যে প্রার্থী কিছু সময় প্রতিপক্ষের কর্মচারী ছিলেন। কোন্ তারিখ হইতে কোন্ তারিখ পর্যন্ত প্রার্থী প্রতিপক্ষের শ্রমিক

ছিলেন তাহা প্রতিপক্ষে উল্লেখ করা হয় নাই এবং প্রতিপক্ষ প্রার্থীর উক্তি দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করেন নাই। সুতরাং প্রার্থীর কর্মকালের সময় প্রার্থীর বক্তব্য মতেই থাকিয়া যায়। প্রদর্শন ৩ (ঢ), ৩(ব) ও ৩(ভ) হইতে যথাক্রমে প্রতীয়মান হয় যে তাহাকে ৩-৯-৮৯ হইতে ৫-৯-৮৯ তারিখ পর্যন্ত নৈমিত্তিক, ১৬-৩-৮৯ ও ১-১-৯০ তারিখে অসুস্থতাজনিত কারণে ছুটি মঞ্জুর করা হয়। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি ৩-৭-৮৬ তারিখে প্রার্থী আর, কে, মেটাল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ এর শ্রমিক হিসাবে শিমুল ট্রেডার্স হইতে মালামাল ক্রয় করিয়াছেন। উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং সাক্ষ্যাদি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে প্রার্থী তাহার বর্ণনা মতে প্রতিপক্ষের কারখানায় অস্থায়ী/ট্রেণী শ্রমিক হিসাবে কর্মরত ছিলেন।

প্রার্থী অভিযোগ করেন যে তাহাকে শ্রমিক সংগঠনের সহিত জড়িত থাকার অভিযোগে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে। অপর পক্ষে বলা হয় যে প্রার্থীকে চাকুরী হইতে সরল অবসান দেওয়া হইয়াছে এবং প্রার্থীর যাবতীয় পাওনা পরিশোধ করা হইয়াছে। প্রার্থী অত্র মামলায় বকেয়া বেতনসহ চাকুরীতে পুনঃবহাল অথবা অবসানের সুবিধাদি পাইবার প্রার্থনা করিয়াছেন। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি প্রার্থী প্রতিপক্ষের অধীনে কোন স্থায়ী শ্রমিক ছিলেন না এবং তিনি একজন শিক্ষানবীশ/অস্থায়ী শ্রমিক ছিলেন। উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে প্রার্থী প্রতিপক্ষের নিকট হইতে অবসানের সুবিধাদি পাইলেই অত্র মামলার ন্যায় বিচার হইবে। এখন দেখা যাক প্রতিপক্ষের বর্ণনা মতে প্রার্থীকে অবসান সুবিধাদি দেওয়া হইয়াছে কি না। অত্র মামলায় প্রতিপক্ষ কোন সাক্ষ্য প্রদান করেন নাই এবং কোন কাগজপত্রাদি দাখিল করেন নাই। সাধারণ নিয়ম মতে কোন প্রতিষ্ঠান কোন শ্রমিককে বা কর্মচারীকে কোন মজুরী বা অন্যান্য সুবিধাদি প্রদান করিলে তাহা অবশ্যই কাগজে কলমে সীমাবদ্ধ থাকিবে। অত্র মামলায় প্রতিপক্ষে কোন কাগজপত্র দাখিল না করায় প্রতিপক্ষ প্রার্থীকে কি সুবিধাদি প্রদান করিয়াছেন তাহা প্রমাণ করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন। সুতরাং অত্র মামলায় প্রার্থী প্রতিপক্ষের নিকট হইতে অবসান সুবিধাদি পাইতে অধিকারী।

স্বীকৃত মতে অত্র মামলার প্রতিপক্ষ প্রার্থীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ গঠন করেন নাই বা অবসানের পূর্বে তাহার বিরুদ্ধে কোন নোটিশ ইস্যু করেন নাই। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে প্রার্থী প্রতিপক্ষের অধীন একজন ট্রেণী/অস্থায়ী শ্রমিক ছিলেন। তাই অত্র মামলার সাক্ষ্যাদি, ঘটনা ও বিষয়াদির প্রেক্ষাপটে প্রার্থী শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১৯ ধারার বিধান মতে নোটিশের পরিবর্তে ৬০ দিনের মজুরী এবং প্রতি পূর্ণ বৎসর অথবা ৬ মাস বা তদাতিরিক্ত অংশের জন্য ৩০ দিনের হারে মজুরী পাইতে অধিকারী। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে প্রার্থী ২৪-১০-৮৪ হইতে ১৫-৬-৯২ তারিখ পর্যন্ত প্রতিপক্ষের অধীনে শ্রমিক ছিলেন যাহা প্রায় ৮ বৎসরের মত। সুতরাং প্রার্থী শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১৯ ধারার বিধান মতে ৮ মাসের মজুরী পাইতে অধিকারী।

১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১৯ ধারার ব্যাখ্যা মতে প্রার্থী অবসানের অর্থাৎ ১৫-৬-৯২ইং তারিখের পূর্ববর্তী ১২ মাসে তাহাকে প্রদত্ত মজুরী ও মহার্ঘ ভাতা (যদি থাকে) এর গড় হিসাবে ৮ মাসের মজুরী পাইবেন। প্রার্থী তাহার আবেদনে উল্লেখ করেন যে তিনি ১৫০০ টাকা। মাসিক বেতনে যোগদান করেন এবং অবসানের সময় তাহার মাসিক বেতন ছিল ১৭৩০ টাকা। প্রার্থী ১৫-৬-৯২ইং তারিখের পূর্ববর্তী ১২ মাসের তাহার প্রাপ্ত কোন মজুরী এবং মহার্ঘ ভাতা (যদি থাকে) এর বিবরণ উল্লেখ করেন নাই। তাই, আমরা এখন তাহাকে নোটিশের পরিবর্তে ৬০ দিনের মজুরী এবং বিধান অনুযায়ী ৮ মাসের মজুরী প্রদানের সঠিক পরিমাণ নির্ণয় করিতে পারিতেছি না। এই অবস্থায় আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে প্রতিপক্ষকে প্রার্থীর অবসানের অব্যবহিত পূর্ববর্তী ১২ মাসের প্রার্থীকে প্রদত্ত মূল মজুরী ও মহার্ঘ ভাতা(যদি থাকে) এর গড় হিসাব করিয়া প্রদান করিবার নির্দেশ প্রদান করিলে ন্যায় বিচার করা হইবে।

প্রতিপক্ষ অত্র মামলা অত্রাকারে অচল ও তামাদি বারিত বলিয়াছেন। আমাদের পূর্বের আলোচনা হইতে দেখা যায়, প্রার্থীকে মৌখিকভাবে চাকুরী হইতে অবসান দেওয়া হইয়াছে। প্রার্থী বলেন যে, তাহাকে ১৫-৬-৯২ ইং তারিখে বরখাস্ত করা হইয়াছে এবং তিনি প্রতিপক্ষ বরাবর যথাসময়ে গ্রীভান্স দরখাস্ত দিয়াছেন এবং কোন ফল না পাইয়া অত্র মামলা করিয়াছেন। অত্র মামলায় প্রার্থী অবসানের সুবিধা পাইবেন মর্মে সিদ্ধান্ত দেওয়া হইয়াছে। তাই, অত্র মামলা অত্রাকারে চলিতে পারে এবং তাহা বিধিবদ্ধ সময়ের মধ্যে বলিয়া গণ্য করা যায়।

উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অত্র মামলার ঘটনা, পারিপার্শ্বিকতা ও সাক্ষ্যাদি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে প্রার্থী তাহার বরখাস্ত আদেশ রদ রহিত ও পূর্বের বেতনাদী চাকুরীতে পুনঃবহালের আদেশ পাইবার অধিকারী নহেন এবং তিনি শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১৯ ধারার বিধান মতে অবসান সুবিধাদি পাইবার অধিকারী। তাই, বিচার্য বিষয়সমূহ যথারীতি প্রার্থীর অনুকূলে নিষ্পত্তি করা গেল।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব,

আদেশ হইল

যে অত্র মামলা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দোতরফা বিচারে বিনা খরচায় মঞ্জুর হয়। প্রার্থীর বরখাস্ত আদেশ তাহার অবসান গণ্য করা হইল এবং তিনি আইনের বিধান অনুযায়ী অবসান সুবিধাদি পাইবেন।

অত্র রায়ের কপি প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আমাদের উপরের আলোচনার আলোকে প্রার্থীকে অবসানের সুবিধা প্রদানের জন্য প্রতিপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া গেল।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

পি, ডাব্লিউ কেস নং ৫/৯৩

দরখাস্তকারী ঃ মোঃ গোলাম রসুল (রতন), পিতা-মোঃ গোলাম রাব্বানী, সাং-লেংড়া, ডাকঘর-জংলী, থানা ও জেলা-নাটোর।

বনাম

প্রতিপক্ষ ঃ মোঃ মাহফুজ আলম (মুনী), পিতা-মৃত মোঃ শামসুল ইসলাম, মালিক, বর্নালী প্রেস, ঢাকা রোড, নাটোর, ডাকঘর, থানা ও জেলা-নাটোর।

আদেশ নং ৩৬, তারিখ ঃ ১৩-৬-৯৬ ইং

অদ্য মামলাটি যুক্তিতর্ক শুনানীর জন্য ধার্য আছে। বাদী ও প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী মামলায় কোন পদক্ষেপ নেয় নাই। বাদী অদ্যসহ ৮ দিন অনুপস্থিত আছেন। প্রতিপক্ষ নিজেও কোন পদক্ষেপ নেয় নাই।

পক্ষদ্বয়কে বারবার ডাকিয়া অনুপস্থিত পাওয়া গেল।

অতএব,

আদেশ হইল

যে অত্র পি, ডাব্লিউ মামলা তদবীর অভাবে খারিজ হয়।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণ ঃ ১। জনাব আনোয়ারুল হক, মালিক পক্ষ।

২। জনাব কামরুল হাসান, শ্রমিক পক্ষ।

রবিবার, ১২ই মে, ১৯৯৬ ইং।

আই, আর, ও মামলা নং ২/১৯৯৪

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—প্রথম পক্ষ।

বনাম

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক,
মোলামগাড়ী হাট বাজার ও আড়ৎ শ্রমিক ইউনিয়ন,
(রেজিঃ নং রাজ-১০৫৮), মোলামগাড়ী হাট, কালাই, জয়পুরহাট—দ্বিতীয় পক্ষ।

১। জনাব এস, এম, সাইফুদ্দিন আহমেদ, ১ম পক্ষের প্রতিনিধি।

২। জনাব মোঃ কোরবান আলী, ২য় পক্ষের আইনজীবী।

রায়

ইহা একটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারার মামলা।

১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন্স, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী এর মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুসারে দ্বিতীয় পক্ষ মোলামগাড়ী হাট বাজার ও আড়ৎ শ্রমিক ইউনিয়ন এর রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১০৫৮) প্রদান করা হয়। ১ম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রাপ্ত হইয়া বগুড়াস্থ আঞ্চলিক শ্রম দপ্তরের কর্মকর্তা দ্বারা তদন্ত করাইয়া জানিতে পারেন দ্বিতীয় পক্ষের ইউনিয়নটির কোন অস্তিত্ব নাই। মোলামগাড়ী হাটে কর্মরত ৯৫/১০০ জন কুলি শ্রমিকের মধ্যে মাত্র ৩/৪ জন শ্রমিক দ্বিতীয় পক্ষ ট্রেড ইউনিয়নটির সদস্য বলিয়া দাবী করেন। তাহাছাড়া, দ্বিতীয় পক্ষকে উক্ত ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা নিশ্চিত করিবার জন্য প্রত্যায়ন পত্র দাখিল করিতে বলিলেও দ্বিতীয় পক্ষ ব্যর্থ হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন যে, দ্বিতীয় পক্ষ ট্রেড ইউনিয়নে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য নাই। এই ব্যাপারে দ্বিতীয় পক্ষকে কারণ দর্শানোর নির্দেশ দেওয়া হইলে দ্বিতীয় পক্ষে পুনঃ তদন্তের আবেদন করা হয়। দ্বিতীয় পক্ষের আবেদনের ভিত্তিতে দুইজন কর্মকর্তা দ্বারা তদন্ত করাইলে তাহারা দেখিতে পান যে, দ্বিতীয় পক্ষের সাইনবোর্ড সহ কার্য্যালয় থাকিলেও তাহা বন্ধ ছিল। তদন্তকালে যাহারা উপস্থিত হন তাহারা দ্বিতীয় পক্ষ ইউনিয়নের সদস্য কিনা তাহার যথেষ্ট তথ্য দেওয়া হয় নাই। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, দ্বিতীয় পক্ষ ভূয়া তথ্য প্রদান করিয়া রেজিষ্ট্রেশন হাসিল করিয়াছেন। তাই, প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতির প্রার্থনা করিয়া অত্র মামলা দায়ের করেন।

দ্বিতীয় পক্ষ অত্র মামলায় হাজির হইয়া প্রথম পক্ষের অভিযোগ অস্বীকার করিয়া একখানা লিখিত বর্ণনা দাখিল করিয়া অত্র মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

দ্বিতীয় পক্ষের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, দ্বিতীয় পক্ষ ইং ৩১-১২-৯২ তারিখে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুসারে প্রথম পক্ষের নিকট হইতে রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১০৫৮) প্রাপ্ত হয়। রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্তির সময় ৪৫ জন সদস্য ছিলেন এবং বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৮০ জন। উক্ত শ্রমিকগণ মোলামগাড়ী হাট ও বাজারের বিভিন্ন আড়তে কর্মরত আছেন। অপর পক্ষে কিছু অশ্রমিক মোলামগাড়ী হাট বাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন নামে একটি ইউনিয়ন গঠন করিয়া রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-৮৩৭) প্রাপ্ত হন। উক্ত ইউনিয়নের কোন সদস্য শ্রমিক নহেন এবং কোন আড়তে কোন কাজ করেন না। তাহারা দ্বিতীয় পক্ষের সদস্যদের প্রতি ঈর্শান্বিত হইয়া তাহাদের ক্ষতিগ্রস্ত ও অস্তিত্ব বিনষ্ট করিবার জন্য জোর প্রচেষ্টা চালাইয়া ব্যর্থ হইয়া বগুড়াস্থ আঞ্চলিক শ্রম দপ্তরের সহিত যোগাযোগ করিয়া এক ভূয়া ও মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করেন। বগুড়াস্থ আঞ্চলিক অফিস সরেজমিনে তদন্ত না করিয়া দ্বিতীয় পক্ষের অসাক্ষাতে ও অজ্ঞাতে এক ভূয়া ও মিথ্যা প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন। দ্বিতীয় পক্ষ উক্ত বিষয়ে জানিতে পারিয়া উপ-শ্রম পরিচালক, বগুড়া বরাবর ইং ১০-৪-৯৩ তারিখে একটি আবেদন করেন। তিনি দ্বিতীয় পক্ষের আবেদন বিবেচনা না করিয়া ইং ২৪/৮/৯৩ তারিখে দুইটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের প্রত্যায়ন পত্র দাখিলের নির্দেশ দিলে দ্বিতীয় পক্ষ তাহা দাখিল করেন। কিন্তু উপ-শ্রম পরিচালক, বগুড়া সরেজমিনে তদন্তে না যাইয়া এবং দ্বিতীয় পক্ষকে কিছু না জানাইয়া মোলামগাড়ী হাট-বাজার শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজি নং রাজ-৮৩৭) এর কর্মকর্তাগণের অবৈধ প্রভাবে একটি মিথ্যা রিপোর্ট দাখিল করেন। দ্বিতীয় পক্ষ ইং ২০-৯-৯৩ তারিখে বিষয়টি জানিয়া যুগ্ম-পরিচালক, রাজশাহী বরাবর আবেদন পত্র দাখিল করিয়া পুনরায় তদন্তের প্রার্থনা করেন। তিনি দ্বিতীয় পক্ষের আবেদনের বিষয় বিবেচনা না করিয়া দ্বিতীয় পক্ষকে কারণ দর্শাইবার নোটিশ প্রদান করেন এবং দ্বিতীয় পক্ষ ইং ৩১-১০-৯৩ তারিখে যথারীতি জবাব প্রদান করেন এবং পুনরায় তদন্তের প্রার্থনা করেন। যুগ্ম-শ্রম পরিচালক, রাজশাহী দুই সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটিকে সরেজমিনে তদন্তের জন্য পাঠাইলে উক্ত কমিটি দ্বিতীয় পক্ষের সদস্যদের ডাকিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং সদস্যগণ দ্বিতীয় পক্ষ ইউনিয়নের সদস্য বলিয়া উল্লেখ করেন। উক্ত কমিটি দ্বিতীয় পক্ষের প্রতিপক্ষের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া ভূয়া ও মনগড়া রিপোর্ট দাখিল করেন। তাই, প্রথম পক্ষ কোন প্রতিকার পাইবেন না এবং মামলা খরচাসহ খারিজ হইবে।

আলোচ্য বিষয়

১। প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতি পাইতে হকদার কি?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

ইহা স্বীকৃত যে, দ্বিতীয় পক্ষ ও অন্যান্য শ্রমিকগণ 'মোলামগাড়ী হাট বাজার ও আড়ৎ শ্রমিক ইউনিয়ন' নামে একটি ইউনিয়ন গঠন করিয়া শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিষ্ট্রেশনের প্রার্থনা করিলে প্রথম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন্স, রাজশাহী তাহাদের রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ ১০৫৮) প্রদান করেন। প্রথম পক্ষের অভিযোগ এই যে, অভিযোগের ভিত্তিতে বগুড়া উপ-শ্রম পরিচালক অফিসের কর্মকর্তা দ্বারা তদন্ত করাইয়া জানা যায় যে, দ্বিতীয় পক্ষ শ্রমিক ইউনিয়নে মাত্র ৩/4 জন শ্রমিক কর্মরত আছে। দ্বিতীয় পক্ষের আবেদনের ভিত্তিতে দ্বিতীয় বার তদন্ত কালে উপস্থিত শ্রমিকগণ দ্বিতীয় পক্ষ শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য কিনা তাহার তথ্য নাই । অপর পক্ষে বলা হয় যে, উপ-শ্রম পরিচালক, বগুড়ার কর্মকর্তা মিথ্যা রিপোর্ট দাখিল করেন এবং তাহাদের প্রার্থনা মোতাবেক দ্বিতীয় বার তদন্তকালে দ্বিতীয় পক্ষের শ্রমিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

উপরের আলোচনা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, দ্বিতীয় পক্ষের ইউনিয়নের শ্রমিকদের সম্পর্কে ইউনিয়নের দুইবার তদন্ত করা হইয়াছে। প্রদর্শন ২ হইল পুনঃ (দ্বিতীয়) তদন্তের প্রতিবেদনের ফটোকপি। প্রদর্শন ২ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, তদন্তকালে তদন্তকারী কর্মকর্তাদ্বয় আনুমানিক ৫০/৬০ জন শ্রমিক উপস্থিত পান এবং তাহাদের জিজ্ঞাসাবাদের কর্মকর্তাদ্বয় জানিতে

পারেন ঐ সকল শ্রমিক মোলামগাড়ী হাট বাজারে কাজ করেন এবং দ্বিতীয় পক্ষ ইউনিয়নের সদস্য। ঐ সকল শ্রমিক অন্য কোন ইউনিয়নের সদস্য হিসাবে মোলামগাড়ী হাট বাজারে কাজ করেন মর্মে প্রথম পক্ষের কোন অভিযোগ নাই। সুতরাং, পুনঃ তদন্ত প্রতিবেদন হইতে আমরা অনুমান করিতে পারি ঐ সকল শ্রমিকদের বক্তব্য সঠিক, অর্থাৎ তাহারা দ্বিতীয় পক্ষ শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য। পুনঃ তদন্ত রিপোর্টের এই অংশটুকু দ্বিতীয় পক্ষের বক্তব্য সমর্থন করে।

দ্বিতীয় পক্ষ জবাবে উল্লেখ করেন যে, তাহাদের প্রথমে সদস্য ছিল ৪৫ জন এবং তাহা বর্তমানে বাড়িয়া ৮০ জন হইয়াছে। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি পুনঃ তদন্তকালে তদন্তকারী কর্মকর্তাদ্বয় ৫০/৬০ জন শ্রমিক উপস্থিত পাইয়াছিলেন। ইহাতে ইহাই প্রতিয়মান হয় যে, দ্বিতীয় পক্ষ যে সংখ্যক শ্রমিক লইয়া ইউনিয়ন গঠন করিয়াছিলেন, বর্তমানে তাহার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফলে, তদন্তকারী কর্মকর্তাদ্বয় ৫০/৬০ জন শ্রমিক উপস্থিত পাওয়াই প্রমাণ করে দ্বিতীয় পক্ষের শ্রমিক বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং তাহারা কর্মরত আছেন। উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপণীত হইলাম যে, আইনের বিধানানুসারে দ্বিতীয় পক্ষের শ্রমিক সংখ্যা ৩০% এর বেশী।

অত্র মামলার শুনানীকালে দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী বলেন যে, দ্বিতীয় পক্ষ যথারীতি প্রথম পক্ষের নিকট বার্ষিক প্রতিবেদন দাখিল করিতেছেন এবং প্রথম পক্ষ তাহা গ্রহণ করিতেছেন এবং ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, দ্বিতীয় পক্ষের শ্রমিক সংগঠন সঠিকভাবে চলিতেছে। প্রথম পক্ষের প্রতিনিধি দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীর বক্তব্যের বিরোধিতা করেন নাই। ইহা স্বীকৃত, প্রথম পক্ষ যথাযথ আইনের বিধান মানিয়া দ্বিতীয় পক্ষের রেজিস্ট্রেশন প্রদান করেন। এই সকল বিষয় হইতে প্রতীয়মান হয় যে, দ্বিতীয় পক্ষের ইউনিয়ন যথারীতি চলিতেছে।

উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অত্র মামলার ঘটনা, পারিপার্শ্বিকতা ও সাক্ষ্যাদি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপণীত হইলাম যে, প্রথম পক্ষ তাঁহার মামলা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন এবং তাই তাহাকে দ্বিতীয় পক্ষের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের অনুমতি দেওয়া যায় না।

ফলে, অত্র মামলা অকৃতকার্য্য হয়।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে। অতএব,

আদেশ হইল

যে, অত্র আই, আর, ও, মামলা দ্বিতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে দোতরফা বিচারে না মঞ্জুর হয়।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

IN THE LABOUR COURT, RAJSHAHI.

Present : Sudhendu Kumar Biswas,
Chairman,
Labour Court, Rajshahi.

Members : 1. Mr. Azizur Rahman, for the Employer.
2. Mr. Kamrul Hasan, for the Labour.

Sunday, the, 26 may, 1996.

Complaint Case no. 43 of 1995.

Md. Hujur Ali, S/o. Md. Shamsuddin *alias* Jasimuddin Dismissed Head Clerk and In-charge, Bastra Samver, Natore, Vill. Khataber para, P.O. Kadira Bady, Dist. Rangpur—**Petitioner.**

Versus

General Manager, Rajshahi Textile Mills, Nawapara, Rajshahi—**O.P.**

1. Mr. Mujibur Rahman Khan, Advocate for the petitioner.
2. Mr. Korban Ali, Advocate for the Opposite Party.

JUDGEMENT

This is a Complaint case under section 25 of the Employment of Labour (Standing Orders) Act, 1965.

Facts leading for filing of the case is, in short, that the petitioner Md. Hujur Ali was an employee of Rajshahi Textile Mills. He was working since 30-6-1977 with honesty and sincerity. The petitioner would reside in a rented house in the middle of August, 1990 and he was falsely implicated in a criminal case and accordingly he became an accused in a criminal case bearing Sessions Case No. 1/92 of the Sessions Judge Natore. The Authority suspended him from 22-4-91 *Vide* Memo No. Ratemi/Proshason-P(S)68/894, dated 14-5-91 corresponding to 30.1.98 B.S. In the trial the petitioner was found guilty and he was convicted and sentenced by the judgement dated 30.6.93 to suffer rigorous imprisonment for two years and pay fine of Tk. 2,000 and in default to suffer imprisonment for 6 months more. The preferred Criminal Appeal No. 1259/93 before the Hon'ble Supreme Court, High Court Division, Dhaka against the order of conviction. The petitioner was granted bail by the Hon'ble Court. The petitioner filed an application alongwith the copy of the order dated 28.7.1993 of the Hon'ble High Court and the O.P. dismissed the petitioner from the service on 30.6.93 Vide Memo No. Ratemi/Prashason-P(S)68/1809, dated 21.9.93. The order of suspension of the petitioner is illegal as it was passed during pendency of the Criminal Appeal and as such the petitioner filed a grivance petition of 30.9.93 to O.P. by registered post. The O.P. informed the petitioner *vide* order dated 12.10.93 that his order of dismissal held good. Hence the petitioner brought this case for reinstatement in the service.

O.P. has contested the case by filing a written statement denying material allegations made in the petition and contending *inter alia* that the case is not maintainable in its present form; that the case is bad for defect of parties; that the petitioner has no right to file this case.

Defence case is, in short, that the petitioner was appointed Lower Division Clerk on 8.3.75 for a period of 6 months and he was transferred to Dhakeshwari Mills on 1.9.75. He was then transferred to Sales and Display centre, Rajshahi Zone on 20.6.77 under Memo No. SEC-50(Display)96, dated 11.6.77 and the petitioner joined at Bastra Samvar, Rajshahi on 30.6.77. He was then transferred to RajshahiTextile Mills on 17/11/78 *vide* order dated 9.9.78. He was then transferred to Bastra Samvar, Naogaon as Sales man on 23.5.79 and then to Bastra Samvar, Natore on 8.5.83 and he joined these as Lower Division Clerk on 16.5.83. The petitioner was in-charge of Bastra Samvar, Natore on 30.9.85 and he was promoted to Upper Division Clerk from 1.4.88 by order dated 16.4.88. The petitioner was involved in Natore P.S. Case No. 28, dated 24.9.90 under section 302/30/202 of penal code and he was taken to custody. The petitioner was pleased under suspension on 22.4.91 by order dated 14.5.91 and the matter was brought to the notice of Babshik *vide* Memo. No. Retemi/Prashason-17/346, dated 20.2.93. Babshik authority directed the petitioner to submit a report and connected papers *vide* Order No. E.R.D/149/3/159, dated 17.3.93 and asked the O.P. to send the necessary informations against the petitioner *vide* order under Memo. No. E.R.D.-139/3/269, dated 17.3.93. O.P. in compliance of the orders dated 18.3.93 and 1.5.93 of Babshik submitted a report regarding dismissal of the petitioner *vide* Memo No. Ratemi/Prashason-13(7)/916, dated 18.5.93. Babshik directed the O.P. *Vide* order No. E.R.D.-139/3/378, dated 18.5.93. to explain as to why the O.P. did not take disciplinery action against the petitioner. In the Sessions Case No. 1/92 (out of Natore P.S. Case No. 28, dated 24.9.90) the petitioner was convicted and sentenced to suffer rigorour imprisonment for two years and pay fine of Tk. 2,000/- in default to suffer rigorous imprisonment for 6 months more by the Sessions Judge, Natore. O.P. then submitted a report to Babshik under Memo No. Retemi/Prashason-13(7)1392, dated 24.7.93 against the petitioner and Babshik directed the O.P. under Memo No. E.R.D.-141(3)/520, dated 9.9.93 to dismiss the petitioner and accordingly the petitioner was dismissed from the service on 21.9.93 with effect from 30.6.93. So the petitioner is not entitled to get any relief and the case is liable to be dismissed with costs.

POINT FOR DETERMINATION

1. Is the petitioner entitled to get an order for reinstatement?

FINDINGS AND DECISIONS

It is not disputed that the petitioner Md. Hujur Ali was an employee of O.P. No. 1 and he was engaged in-charge of Bastra Samvar, Natore. During his service he was entangled in Natore P.S. Case No. 28, dated 24.9.90. This case was transferred to the Learned Sessions Judge, Natore and Sessions Case No. 1/92 was started. It is not also disputed that at the time of trial the Learned Sessions Judge found the petitioner guilty and learned Sessions Judge was pleased enough to convict and sentence him to suffer

rigorous imprionment for two years and pay fine of Tk. 2,000/- in default to suffer rigorous imprisonment for six months more by Judgement dated 30.6.93. It is not also disputed that subsequently O.P. No. 11 dismissed him from the service by order dated 21.9.93 with effect from 30.6.93 i.e. from the date of conviction. The petitioner's contention is that before his dismissal from his service he preferred Criminal Appeal bearing No. 1259/93 before the Hon'ble Supreme Court, High Court Division and prayed for reinstatement. But the authority did not consider his prayer and dismissed him from his service. Since the O.P. did not consider his prayer and the authority dismissed him from the service he filed a grievance petition and the same was rejected and he then filed this case. Defence contention is that the petitioner was convicted and sentenced in a Criminel Case and as such he was dismissed from his service at the instance of Babshik. So the petitioner is not entitled to get an order for reinstatement.

From the above findings we see that the petitioner was dismissed from his service for his involvement in a Criminal Case and his conviction thereof in that case. From the above findings it also indicates that if the petitioner was not involved and convicted in the Crimenal Case he would not be dismissed from the service. At the time of heareing of this case the Learned Advocate appearing on behalf of the petitioner contended that Criminal Appeal No. 1259/93 was allowed by the Hon'ble High Court and the petitioner was found not guilty and Hon'ble High Court *set aside* the order of conviction passed in Sessions Case No. 1/92 by the Learned Sessions Judge, Natore and argued that his client is to be reinstated in his job in view of the ruling reported in 45 D.L.R. at page 613. During hearing of the case the petitioner filed the Photostate copy of the certified copy of the Judgement of Criminal Appeal No. 1259/93 (arising out of Sessions Case No. 1/92 in the Court of Sessions Judge, Natore) of the Hon'ble High Court. It appears from the Judgement that the accused Hujur Ali was found not guilty, the Judgement of conviction and sentence was *set aside* and the petitioner was acquitted from the charge levelled against him. The Learned Advocate for the O.P. at the time of hearing did not contend that O.P. moved the Higher Court against the Judgement passed in Criminal Appeal No. 1259/93. So from the above findings we see that the petitioner is acquitted from the charge brought against him. In the case of Abdur Razzaque *Versus* B.A.D.C. reported in 45 D.L.R; at page 613 their Lordships held that since the petitioner was acquitted of the charge of misappropriation upon an appeal and the Government's Appeal against acquittal was dismissed, he is entitled to be reinstated in his service. In view of the principles of law enunciated in the above ruling the petitioner is entitled to be reinstated in his service as he was found not guilty of the charge levelled against him.

Therefore, having regard to my above findings I hold that the petitioner has been able to prove his case and he is entitled to relief sought for. I, therefore, reply the point under determination in the affirmative.

In this case the petitioner prays for reinstatement in the service. We have seen earlier that the petitioner was involved in a Criminal Case and he was suspended and subsequently he was dismissed from his service for his conviction. In the case the petitioner has not prayed for any back wages. It is true that the petitioner did not work in the institution of the O.P. after order of dismissal. The authority had no intention to

suspened the petitioner and dismiss him from the service without any reason. So it indicates that the petitioner suffered for his involvement in the Criminal Case and he did not serve the Institution. So the petitioner can not claim wages for the period of his absent from his job. Having regard to my above findings and on considering all the facts, circumstances of the case and material evidences on record I hold that the petitioner is entitled to have his wages from the date of his reinstatement and joining.

In the result, the case succeeds.

The Learned Members were consulted with. Hence

ORDERED

that the Complaint case is allowed on contest against sole O.P. without any order as to costs.

The O.P. is directed to reinstate the petitioner in his service within 15 days from the date of receipt of this copy of the Judgement.

Sudhendu Kumar Biswas
Chairman,
Labour Court, Rajshahi.

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অভিযোগ মামলা নং ১/১৯৯৬

প্রথম পক্ষ ঃ ১। মোঃ জয়নাল আবেদীন, ২। মোঃ সহিদুল ইসলাম, ৩। মোঃ হাবিবুর রহমান, ৪। মোঃ হাতেম আলী, ৫। মোঃ রমজান আলী, ৬। মোঃ রজিবুল ইসলাম, ৭। মোঃ নাজিমুদ্দিন (বুলু), ৮। মোঃ মসলেম আলী, ৯। মোঃ আঃ রব, ১০। মোঃ হোসেন আলী, ১১। আঃ মজিদ, ১২। ইসহাক আলী, ১৩। মোঃ সুজা মিয়া, ১৪। মোঃ জিল্লুর রহমান, ১৫। মোঃ বদর উদ্দিন, ১৬। নওয়াব আলী, ১৭। মোঃ গফুর, ১৮। মোঃ আঃ মজিদ, ১৯। মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, ২০। মোঃ আঃ ওহাব, ২১। মোঃ জসিমুদ্দিন, ২২। মোঃ দুলাল হোসেন, ২৩। মোঃ জহির উদ্দিন, ২৪। শ্রী সূর্যকান্ত চক্রবর্তী, ২৫। মোঃ লুৎফর রহমান, ২৬। মোঃ আনিসুর রহমান, ২৭। জান মোহাম্মদ, ২৮। মোঃ ইনসান আলী, ২৯। মোঃ শমসের আলী, ৩০। মোঃ সাইদুল ইসলাম, ৩১। মোঃ আলী আকতার, ৩২। মোঃ রমজান আলী, ৩৩। মোঃ আঃ মান্নান, ৩৪। মোঃ ভুলু মিয়া, ৩৫। মোঃ জামাল উদ্দিন, ৩৬। মোঃ আলা উদ্দিন, ৩৭। মোঃ শাহাদত হোসেইন, ৩৮। মোঃ আঃ খালেক, ৩৯। মোঃ নাদের আলী, ৪০। আলী মোহাম্মদ, ৪১। মোঃ রশিদ, ৪২। মোঃ গিয়াস উদ্দিন, ৪৩। মোঃ এরফান আলী, ৪৪। মোঃ আঃ সালাম, ৪৫। আঃ সামাদ, ৪৬। মোঃ বাচ্চু মিয়া, ৪৭। মোঃ জনাব আলী, ৪৮। মোঃ আলী হোসেন, ৪৯। মোঃ আঃ জব্বার(১), ৫০। মোঃ আঃ জব্বার(২), ৫১। মোঃ আবেদ আলী, ৫২। শ্রী অনিল পাহাড়িয়া, ৫৩। মোঃ মুনতাজ আলী ৫৪। মোঃ আঃ করিম, ৫৫। মোঃ আঃ হামিদ, ৫৬। মোঃ আলম উদ্দিন, ৫৭। মোঃ শাহ জামাল, ৫৮। মোজাম্মেল হক, ৫৯। মোঃ ইউনুস আলী, ৬০। মোঃ আজিজুল হক, ৬১। মোঃ মনিরুল ইসলাম, ৬২। মোঃ নুরুল ইসলাম, ৬৩। মোঃ আঃ মতিন, ৬৪। মোঃ সিরাজুল ইসলাম, ৬৫। মোঃ খোদা বকস্, ৬৬। মোঃ নুরুল ইসলাম, ৬৭। মোঃ আঃ আজিজ, ৬৮। মোঃ আঃ হামিদ, ৬৯। মোঃ মুনসুর আলী, ৭০। মোঃ ওসমান গনি, ৭১। মোঃ নাদের আলী, ৭২। নুর মোহাম্মদ, ৭৩। মোঃ বুলু মিয়া, ৭৪। শমসের আলী, ৭৫। মোঃ আঃ রাজ্জক, ৭৬। মোঃ ভাদু পাহাড়ী, ৭৭। মোঃ আঃ হান্নান, ৭৮। মোঃ কেরামত আলী, ৭৯। মোঃ আকবর আলী, ৮০। মোঃ উমর আলী, ৮১। মোঃ আঃ সাত্তার, ৮২। মোঃ আজিম উদ্দিন, ৮৩। মোঃ ইব্রাহীম সেখ, ৮৪। মোঃ আবদুল হক, ৮৫। মোঃ নুরুল ইসলাম, ৮৬। মোঃ বুধু পাহাড়িয়া, ৮৭। শ্রী শুশান্ত চন্দ্র, ৮৮। মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, ৮৯। আবু বকর, ৯০। মোঃ রজব আলী, ৯১। মোঃ ইসলাম উদ্দিন, ৯২। মোঃ আলতাব হোসেন, ৯৩। মোঃ মঞ্জুর পাহাড়িয়া, ৯৪। মোঃ খলিলুর রহমান, ৯৫। মোঃ মোস্তফা, ৯৬। মোঃ বারেক খান, ৯৭। মোঃ মোমিনুল ইসলাম, ৯৮। মোঃ হারুন রশিদ, ৯৯। মোঃ শহিদুল্লা, ১০০। মোঃ আকতার হোসেন, ১০১। মোঃ আঃ হান্নান, ১০২। মোঃ মোস্তফা, ১০৩। মোঃ শাহজাহান, ১০৪। মোঃ আলা উদ্দিন,

১০৫। মোঃ শমশের আলী, ১০৬। মোঃ বাচ্চু মিয়া, ১০৭। মোঃ আঃ সামাদ, ১০৮। মোঃ আতাউর রহমান, ১০৯। মোঃ আঃ হান্নান (২), ১১০। মোঃ সাবের আলী, ১১১। মোঃ আঃ আজিজ, ১১২। মোঃ শফিকুর রহমান, ১১৩। মোঃ আঃ গনি, ১১৪। মোঃ আবদুল হাকিম, ১১৫। মোঃ আলাউদ্দিন(২), ১১৬। মোঃ আলতাব আলী, ১১৭। মোঃ মমতাজ আলী, ১১৮। মোঃ ইসলাম উদ্দিন, ১২০। শ্রী গোকুল, ১২১। জান মোহাম্মদ, ১২২। মোঃ কসির উদ্দিন, ১২৩। মোঃ জাকের আলী, ১২৪। মোঃ হেলাল উদ্দিন, ১২৫। মোঃ সাইদুল ইসলাম, ১২৬। মোঃ রফিকুল ইসলাম, ১২৭। মোঃ রজব আলী, ১২৮। মোঃ মেরাজ উদ্দিন, ১২৯। নূর মোহাম্মদ, ১৩০। মোঃ গাজীমুদ্দিন, ১৩১। মোঃ আজিজুল হক, ১৩২। মোঃ মতিউর রহমান, ১৩৩। মোঃ জনাব আলী, ১৩৪। মোঃ আঃ আজীজ, ১৩৫। মোঃ মনটু মিয়া, ১৩৬। মোঃ শামসুল হক, ১৩৭। মোঃ বাবুল মিয়া, ১৩৮। মোঃ আঃ মজিদ, ১৩৯। তফিজুর ইসলাম, ১৪০। মোঃ দেলোয়ার হোসেন, ১৪১। মোঃ মকিদুর রহমান, ১৪২। মোঃ নজরুল ইসলাম, ১৪৩। মোঃ আরমান আলী, ১৪৪। আঃ রশিদ, ১৪৫। মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, ১৪৬। মোঃ মুনসুর আলী, ১৪৭। মোঃ আজিমুদ্দিন, ১৪৮। মোঃ শামসুল হক, ১৪৯। মোঃ হযরত আলী, ১৫০। মোঃ এমাজ উদ্দিন, ১৫১। মোঃ সেরাজুল ইসলাম, ১৫২। মোঃ ইসমত আলী, ১৫৩। মোঃ সোহরাব হোসেন, ১৫৪। শ্রী বিশ্বনাথ, ১৫৫। মোঃ খোরশেদ আলী, ১৫৬। মোঃ সায়েদ আলী, ১৫৭। মোঃ নজরুল ইসলাম (১), ১৫৮। শ্রী গোপাল পাহাড়িয়া, ১৫৯। মোঃ নজরুল ইসলাম (২), ১৬০। শ্রী নকুল পাহাড়িয়া, ১৬১। মোঃ মোজাহের আলী, ১৬২। মোঃ গাজল সেখ, ১৬৩। মোঃ সাইজুদ্দিন, ১৬৪। মোঃ মমতাজ আলী, ১৬৫। মোঃ সাদের আলী, ১৬৬। মোঃ আলাউদ্দিন, ১৬৭। মোঃ আঃ সালাম, ১৬৮। বাবুল মিয়া, ১৬৯। মোঃ আঃ সালাম (২), ১৭০। মোঃ মনতাজ আলী, ১৭১। মোঃ আঃ গফুর, ১৭২। মোঃ মকবুল হোসেন, ১৭৩। আসলাম উদ্দিন (১), ১৭৪। মোঃ আনিসুর রহমান, ১৭৫। এজাবুল হক, ১৭৬। মোঃ হাবিবুর রহমান, ১৭৭। মোঃ আজাহার আলী, ১৭৮। মোঃ আঃ মান্নান, ১৭৯। মোঃ সানু মিয়া, ১৮০। মোঃ ছাবের আলী, ১৮১। মোঃ রফিকুল ইসলাম, ১৮২। মোঃ ফারুক হোসেন, ১৮৩। মোঃ শামসুল হক, ১৮৪। মোঃ হানিফ, ১৮৫। মোঃ বদিউজ্জামান, ১৮৬। মুনসুর হোসেন, ১৮৭। মোঃ মুনু মিয়া, ১৮৮। মোঃ আসাদুর রহমান, ১৮৯। মোঃ কাওসার আলী, ১৯০। মোঃ আশ্রাব আলী(১), ১৯১। মোঃ আশ্রাব আলী(২), ১৯২। মোঃ আলম উদ্দিন, ১৯৩। মোঃ এন্তাজুল হক, ১৯৪। নজিবুর রহমান, ১৯৫। মোঃ বেলাল হোসেন, ১৯৬। মোঃ জহির উদ্দিন, ১৯৭। মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, ১৯৮। মোঃ সাবলু মিয়া, ১৯৯। মোঃ মোক্তারুল ইসলাম (১), ২০০। মোঃ আমির হোসেন, ২০১। মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, ২০২। মোঃ হাসমত আলী, ২০৩। মোঃ আঃ মতিন, ২০৪। মোঃ বাদল সেখ, ২০৫। মোঃ মোক্তারুল ইসলাম (২), ২০৬। মোঃ সেরাজ উদ্দিন (১), ২০৭। মোঃ আসলাম উদ্দিন (২), ২০৮। মোঃ জারজিস আলী, ২০৯। মোঃ সাজ্জাদ আলী, ২১০। মোঃ গোলাপ হোসেন, ২১১। মোঃ জালাল উদ্দিন, ২১২। মোঃ আঃ রশিদ (১), ২১৩। মোঃ আবুল কালাম (১), ২১৪। মোঃ বাদল সেখ (২), ২১৫। মোঃ কাচু মিয়া, ২১৬। মোঃ রিয়াজ উদ্দিন, ২১৭। মোঃ সাকিল হোসেন, ২১৮। মোঃ নুরুল হক, ২১৯। আবুল কালাম (২), ২২০। সোহরাব হোসেন, ২২১। মাসুদ রানা,

২২২। লুটু মিয়া, ২২৩। মোঃ হাসু মিয়া, ২২৪। মোঃ আমিনুল ইসলাম, ২২৫। মোঃ সেরাজুল ইসলাম, ২২৬। মোঃ মকলেসুর রহমান, ২২৭। মোঃ ইসলাম উদ্দিন, ২২৮। মোঃ রেজাউল ইসলাম (১), ২২৯। মোঃ রেজাউল ইসলাম (২), ২৩০। মোঃ আক্কাছ আলী, ২৩১। মোঃ আব্দুর রশিদ (২), ২৩২। মোঃ মসলেম উদ্দিন, ২৩৩। মোঃ রহিদুল ইসলাম, ২৩৪। মোঃ আনারুল ইসলাম, ২৩৫। মোঃ জয়নুল আবেদীন, ২৩৬। মোঃ মফিজুল ইসলাম, ২৩৭। মোঃ লালচাঁদ, ২৩৮। মোঃ কাবুল হোসেন, ২৩৯। মোঃ খুরশেদ আলী, ২৪০। মোঃ উমেদ আলী, ২৪১। আঃ শুকুর, ২৪২। মোঃ সাগর আলী, ২৪৩। মোঃ মনিরুল ইসলাম, ২৪৪। মোঃ আরমান আলী, ২৪৫। মোঃ আলতাব হোসেন, ২৪৬। মোঃ মোজাহের আলী, ২৪৭। মোঃ ইব্রাহিম আলী, ২৪৮। মোঃ তসলিম আলী, ২৪৯। মোঃ আবু তাহের, ২৫০। মোঃ এ, রফিক, ২৫১। মোঃ আনারুল ইসলাম, ২৫২। পিয়ার আহমেদ, ২৫৩। মোঃ দুলু মিয়া, ২৫৪। মোঃ আবদুস সালাম, ২৫৫। মোঃ আজিমুল হক, ২৫৬। মোঃ আলম উদ্দিন, ২৫৭। মোঃ জমসের আলী, ২৫৮। মোঃ জামাল উদ্দিন, ২৫৯। মোঃ মন্টু পাহাড়িয়া, ২৬০। মোঃ কেটু পাহাড়িয়া, ২৬১। মোঃ শুকু পাহাড়িয়া, ২৬২। মোঃ মন্টু মিয়া, ২৬৩। মোঃ খোকন মিয়া, ২৬৪। মোঃ আমিনুল ইসলাম, ২৬৫। মোঃ টিপু সুলতান, ২৬৬। মোঃ শফিকুর রহমান, ২৬৭। মোঃ আঃ কাদের, ২৬৮। মোঃ আবুল কালাম, ২৬৯। মোঃ আবদুর রশিদ, ২৭০। জয়েন উদ্দিন, ২৭১। মোঃ এম, লতিফ, ২৭২। মোঃ মনসুর আলী, ২৭৩। মোঃ এ, রফিক, ২৭৪। মোঃ মমতাজ আলী, ২৭৫। মোঃ রশিদুল হক, ২৫৬। মোঃ সরিফুদ্দিন,. ২৭৭। মোঃ তামিজ উদ্দিন, ২৭৮। মোঃ রফিকুল ইসলাম,২৭৯। মোঃ আঃ সালাম, ২৮০। মোঃ আজাদ আলী, ২৮১। মোঃ সাইফুল ইসলাম, ২৮২। মোঃ আজিবর, ২৮৩। মোঃ মেরাজ উদ্দিন, ২৮৪। মোঃ নুরুল ইসলাম, ২৮৫। মোঃ হাসমত আলী, ২৮৬। মোঃ আঃ খালেক, ২৮৭। শ্রী স্বপন কুমার সকলেই মেসার্স উত্তরা ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড পরিচালিত "আজিজ ম্যাচ ফ্যাক্টরী"-এর শ্রমিক, সকলের সাং আজিজ ম্যাচ ফ্যাক্টরী, সপুরা, পোঃ সপুরা, থানা বোয়ালিয়া, জেলা রাজশাহী।

বনাম

দ্বিতীয় পক্ষ ঃ ১। মোঃ সাইদুর রাহমান, উর্ধ্বতন মহাব্যবস্থাপক,
মেসার্স উত্তরা ম্যানেজমেন্ট লিঃ পরিচালিত আজিজ ম্যাচ ফ্যাক্টরী,
পোঃ সপুরা, থানা বোয়ালিয়া, জেলা রাজশাহী।

২। আলহাজ্ব বশির আহম্মদ, চেয়ারম্যান/ ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
মেসার্স উত্তরা ম্যানেজমেন্ট লিঃ পরিচালিত আজিজ ম্যাচ ফ্যাক্টরী,
সাং জে, কে, ভবন, নবম তলা, ভি, আই পি, রোড, ৩০/ কাকরাইল, ঢাকা,
থানা রমনা।

১। জনাব মোহাম্মদ মহসিন, দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবি।

আদেশ নং-৫, তারিখ ১-৬-৯৬।

নথি উপস্থাপন করা হইল। বাদী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী দরখাস্ত দাখিল করিয়া নিবেদন করেন যে অদ্য মামলাটি উপস্থাপন করিয়া নিস্পত্তি করার জন্য প্রার্থনা করেন। আবেদন মঞ্জুর হয়।

অদ্য মামলাটি নিষ্পত্তির জন্য লওয়া হইল। বাদী পক্ষে বিজ্ঞ কৌশলী দরখাস্ত দাখিল করিয়া নিবেদন করেন যে ২৫-৫-৯৬ ইং তারিখে পক্ষগণের মধ্যে বিরোধটি মিমাংসা হইয়া যাওয়ায় লিখিত একটি চুক্তিনামা হওয়ায় ১ম পক্ষগণের চাকুরীতে পুনঃবহাল করায় অত্র মামলা চালানোর প্রয়োজন নাই বিধায় উঠাইয়া লইবার জন্য প্রার্থনা করেন। বাদী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী মামলায় হাজিরা দাখিল করেন। ১নং বাদীকে অন্য সকলের পক্ষে জবানবন্দিসহ পরীক্ষা করা হইল। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আজিজুর রহমান ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব কামরুল হাসান দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল। সদস্যগণের সহিত আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হইল।

জবানবন্দী, মূল নালিশের দরখাস্ত ও নথি দেখিলাম। আবেদন মঞ্জুর হয়। অতএব,

আদেশ হইল

যে, প্রথম পক্ষকে অত্র মামলা উঠাইয়া লইবার অনুমতি দেওয়া গেল।

অত্র আদেশ দ্বারা অত্র মামলা নিষ্পত্তি হয়।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী

আই, আর, ও মামলা নং ৩৭/৯৫

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—প্রথম পক্ষ।

বনাম

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক,
সৈয়দপুর হোটেল এন্ড রেষ্টুরেন্ট শ্রমিক ইউনিয়ন,
(রেজিঃ নং রাজ- ৩৯১),
কামাল রোড, বিচালী হাট, সৈয়দপুর, নীলফামারী—দ্বিতীয় পক্ষ।

১। জনাব আলী রেজা হায়দার, প্রথম পক্ষের প্রতিনিধি।

আদেশ নং ১২, তারিখ-১-৬-৯৬

অদ্য মামলাটি একতরফা নিস্পত্তির জন্য উপস্থাপন করা হইল। বাদীপক্ষে রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধি মামলায় হাজিরা দাখিল করেন। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আজিজুর রহমান ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব কামরুল হাসান দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল। মামলাটি একতরফা শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হইল। বাদী পক্ষের রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধির মৌখিক বক্তব্য শুনা হইল। প্রতিপক্ষ অদ্যও কোন পদক্ষেপ নেয় নাই। বাদী পক্ষের মৌখিক যুক্তিতর্ক শুনা হইল। বাদী পক্ষে রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধি ফিরিস্তি আকারে কাগজাদী দাখিল করেন। তাহা অন এডমিশান প্র-১ মার্ক করা হইল। সদস্যগণের সহিত আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হইল।

ইহা একটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারার মামলা।

প্রথম পক্ষের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী ২য় পক্ষ সৈয়দপুর হোটেল এন্ড রেষ্টুরেন্ট শ্রমিক ইউনিয়নকে রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-৩৯১) প্রদান করা হয়। আইনের বিধান অনুযায়ী ২য় পক্ষ ১৯৯৪ সনের ৩০ শে এপ্রিলের মধ্যে ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল করেন নাই। তাই ১ম পক্ষ ২য় পক্ষের উপর তাহার ২০-৩-৯৫ ইং তারিখের ৪০১ নং স্মারক মোতাবেক পূর্ব নোটিশ জারী করেন এবং কেন তাহাদের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা হইবে না মর্মে কারণ দর্শান। ২য় পক্ষ উক্ত নোটিশের পরিপ্রেক্ষিতে কোন পদক্ষেপ না নেওয়ায় ১ম পক্ষ ২য় পক্ষের ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের অনুমতির প্রার্থনা করিয়া অত্র মামলা দায়ের করেন।

অত্র মামলার শুনানীকালে ১ম পক্ষের প্রতিনিধি বলেন যে, ২য় পক্ষ বিধিবদ্ধ সময়ের মধ্যে ১৯৯৩ সনের বার্ষিক বিবরণী দাখিল না করায় তাহাদের উপর নোটিশ জারী করা হয় এবং ২য় পক্ষ কোন পদক্ষেপ না নেওয়ায় তাহারা অত্র মামলা দায়ের করেন।

১ম পক্ষের দাখিলী ২০-৩-৯৫ ইং তারিখের ৪০১ নং স্মারক (প্রদ-১) হইতে প্রতীয়মান হয় যে ২য় পক্ষ ১৯৯৩ সনের বার্ষিক বিবরণী দাখিল না করায় ১ম পক্ষ কারণ দর্শানোর নোটিশ জারী করেন। ২য় পক্ষ অত্র মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে আসেন নাই। ইহাতে প্রতীয়মান হয় ১ম পক্ষের মামলা সঠিক ও সুন্দর।

তাই ১ম পক্ষের মামলা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হইয়াছে।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে। অতএব,

আদেশ হইল

যে, অত্র আই, আর, ও, মামলা একতরফা বিচারে বিনা খরচায় মঞ্জুর হয়।

১ম পক্ষকে ২য় পক্ষের ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-৩৯১) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

IN THE LABOUR COURT, RAJSHAHI.

Present : **Sudhendu Kumar Biswas**
Chairman,
Labour Court, Rajshahi.

Members : Mr.Khandakar Abul Hossain—for the Employer.
Mr. Abdus Sattar Tara—for the Labour.

saturday, the 25 day of May, 1996.

Complaint Case No. 9/93.

Md. Shahidur Rahaman (Lutu),
S/o. Late Abdul Matin Mia, Head Printer,
Printing Section, Thakurgaon Resham Karkhana,
Vill, Munshi para, P.O. & Dist. Thakurgaon.—*petitioner.*

Vursus

Manager, Thakurgaon Resham Factory, Thakurgaon.—*O.P.*
Mr.Anisur Rahman, Advocate for the pititioner.

Mr. Mahtab Uddin,
Mr. Korban Ali, | Advocate for the **O.P.**

JUDGEMENT

This is a case under section 25 of the Employment of Labour (Standing Order) Act, 1965.

Facts leading for filing of the case are, in short, that petitioner Md. Sahidar Rahman Lutu was appointed Workman in the scale of Tk. 270—380 in the Thakurgaon Resham Factory and he joined on 17.7.81. He was then promoted to the post of Printer in 1984 and then to the post of Head Printer. He was elected President of the Trade Union in the year 1984-85. The authority, on being influenced by the opposite parties of the petitioner, served a notice upon the petitioner under Memo. No. Thareka/Prosha-Byakti/92/776, dated 16.8.92 directing him to show cause as to why disciplinary action should not be taken against him on the allegations that the petitioner did not comply the order to dye the thread of the Sectional Officer and the petitioner raised various claim and threatened other employees and this it hampered the production. The petitioner showed cause in writing denying the allegations brought against him. But the authority, without replying anything, brought charge of dis -obedience to the authority, raising of various claim. Threat with murder to Officer and labour Azizul Haque etc. *vide* Memo. No. Thareka/Prosha-Byakti/92/836, dated 2.9.92 and directed the petitioner to show cause within 7 days as to why he should not be discharged from the service. The petitioner accordingly showed cause denying the charge brought against him to the

authiority . An Inquiry Committee consisting of 3 members, on considering the reply of the petitioner unsatiafactory was formed and the petitioner was informed accordingly on 29.11.92. The petitioner made appearance before the Inquiry Committee and denied the charge there. The Inquiry Committee, though the charge was not proved against the pertitioner submitted report with comment that the charge was proved. The authority discharged the petitioner from 29.11-92 under memo. No. Thareka/Prosha-Byakti/92/1037, dated 29.11.92 as per provisions of clauses 'Ka', 'Chha' and 'Ja' of section 17(3) of the employment of labour (S.O.) 1965. The petitioner filed a grievance petition on 12.12.92 praying for reinstatement in service. The authority did not take step by the statutory period of limitation and hence the petitioner brought this case.

O.P. has made appearance in the case and contested the same by filing a writing statement denying all the material allegations made in the petition and contending *inter alia* that the petitioner has no cause of action to file this case ; that the case is not maintainable in its present form and the case is bared by limitation.

Defence case is, in short that the petitioner is at the very beginning of his job was unrestrained worker. He does not obey to end carryout the orders of the authority and he works as per his will. He also disobeys to the order of the Sectional Officer and Departmental Head, neglects his duties and he remains absent from his job without prior permission of the authority. The petitioner was directed earlier to show cause for disobedience and theft. The petitioner was excused for his misdeeds as he prayed mercy and accordingly he was warned to rectify, but he did not change his habits. On 4. 8. 92 some thread was sent to Print section for dying. But the pettioner did not dye the same and left it for 2/4 days by viloating the order of Sectional Officer, Print Master Mr. A. Salam and Mr. Kamal Uddin, the Sectional Officer filed complaint petition to the Manager on 8.8.92 against the petitioner. The Sectional Officer of Print Section alongwith Labour Azizul Haque took step for dying the thread, then the petitioner raised objection and assaulted Azizul Haque and the petitioner threatened him with murder and called him by names. Sectional Officer Abdus Salam appeared there and asked the petitioner to be calm and quite. At this the petitioner attacked Sectional Officer and expressed that he would stop all works of print section if he was not promoted to the post of Paint Maker and Sectional Officer was saved by the Peon of Security Department. Azizul Haque made a complaint on 9.8.92 against the petitioner to O.P. for smooth function of the Factory and security of life. The authority accordingly directed the petitioner to show cause *vide* letter under Memo. No. 776, dated 13.8,92. The explanation given by the petitioner was not satisfactory and accordingly a charge was brought against him with a direction to submit an explanation against the charge. The petitioner submitted written explanation on 12.9.92. The explanation was not satisfactory and an Inquiry Committee consisting of 3 members *vide* Memo. 900(2), dated 7.10.92 was formed. The Inquiry Committeee held inquiry in presence of the petitioner and submitted Inquiry report on 28.11.92. According to the Inquiry report the petitioner was found guilty of the charge brought against him and he was dismissed from the service on 29.11.92. The petitioner has filed this case on false allegations. He is not entitled to relief sought for and th[illegible]e is liable to be dismissed with costs.

POINT FOR DETERMINATION

1. Is the petitioner entitled to get an order for reinstatement in the service with back wages as prayed for?

FINDINGS AND DECISION

At the time of trial of this case either of the parties adduced any oral evidence. The parties filed some documents and the same were admitted into evidence on admission. Petitioners's documents were marked Exts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 and O. P's documents were marked Exts. Ka, Kha, Ga, Gha, Umo, Cha, Chha, Ja, Jha, Eno, Ta, Thha, Da, Dha, Na, Ta, Ta (1)—Ta (8), Tha, Tha (1), Da , Dha, Na, Pa, Fa and Ba.

Admittedly the petitioner Md. Sahidar Rahman (Lutu) was Head Printer of Thakurgaon Resham Factory and he was dismissed from his service by O.P. on 29.11.92. It is also admitted that before dismissal of the petitioner from his service he was directed to show cause and his written explanation was not satisfactory and as such he was charge sheeted and an Inquiry was held by an Inquiry Committee held consisting of 3 members constituted by the authority. The petitioner contends that he filed grievance petition within time and without having any results within the statutory period of limitation the petitioner brought this case U/s 25 of the Employment of Labour (Standing Orders) Act, 1965. His further case is that the charges brought against him were baseless, collusive and purposeful , that the petitioner was not given proper chance to defend himself and Inquiry was not held before him. On the other hand defence contention is that the petitioner was charge sheeted for his dis-obedience, negligence of his duties and absence from his duty without prior permission of the authority ; that the authority constituted as Inquiry Committee consisting of 3 members who held Inquiry and submitted a report against the petitioner and he was accordingly dismissed from the service.

The main allegation against the petitioner is that he by disobeying to the order of the Sectional Officer and Departmental Head left some thread without dying for 3/4 days on 4.8.92 and accordingly Mr. Abdus Salam and Mr. Kamal Uddin filed a complaint petition to the Manager on 8.8.92 ; that labour Azizul Haque took up the thread for dying at the instance of the authority when the petitioner raised objection and hindered him from dying the thread and he assaulted him and threatened him with murder by calling him by names ; Sectional Officer asked him to be calm and quite and at this he attacked Sectional Officer and expressed that he would stop all works of the Printing Section if he is not promoted to the post of Paint Maker; the Sectional Officer was saved by the Security Guard; that the matter was brought to the notice of the management and according to procedure he was directed to show cause and then he was charge sheeted and after proper inquiry he was dismissed from his job. It appears from the Note Sheet (Ext. Cha) of the Thakurgaon Resham Factory that the petitioner Sahidar Rahman refused to dye the thread and accordingly labour Azizul Haque was sent for dying the thread; petitioner Sahidar Rahman attacked him and subsequently he attacked the Sectional Officer. Ext. Ja, the Note Sheet of Thakurgaon Resham Factory appears to show that thread was sent for dying on 8.4.82, but the same was not done and as such it hampered production. Ext. Cha, the Note She[illegible] Thakurgaon Resham Factory appears

to show that the petitioner Md. Sahidar Rahman was asked to dye the thread and for want of dying thread the production was hampered and Sahidar Rahman was asked regarding dying of thread, but he went away without saying anything. It appears from Ext. Ja, Note Sheet, that the petitioner was asked to dye the thread, but he refused to dye the same and it was brought to the notice of the authority. Ext. Jha, the complaint petitioner appears to show that Azizul Haque made complaint petition to the authority to the effect that the petitioner Sahidar Rahman disobeyed the order of the Sectional Officer to dye the thread on 8.8.92 and when Azizul Haque went to dye the same, the petitioner theatened him with death and asked him not to do so and he thereatened the Master twice when the Master came to console the petitioner. Ext. Engo, shows that Azizul Haque lodged an Ejahar with Thakurgon P.S. alleging that petr. Sahidar Rahman threaned him assaulted him on 16.8.92 at 5 P.M. at his home for his information regarding his dis-obedience to the authority. Exts. 3 and Ta shew that the petitioner was asked to explain as to why disciplinary action should not be taken against him for his disobedience, threat with murder of Azizul Haque and Sectional Officer and calling them by names. From the above findings it is seen that the petitioner disobeyed the orders of the Senior Officer of the Employer and he did not dye the thread and as such there was short of dying thread and, thus, it hampered production. It also appears from the findings that the petitioner thereatened other employees not to dye the thread and threatened them with murder and called them by names. All these indicate that the authority correctly and rightly directed him to show cause as to why disciplinary action should not be taken against him. It is not disputed that the petitioner submitted his reply (Exts. 5 and Dha) in writing of the show cause notice. The authority on considering the reply of the show cause notice framed charge (Exts. 4) and Da which show that the petitioner was charged for dis-obedience to the order of the Controlling Officer, threat of Azizul Haque with murder and mis-behaviour with Controlling Officer, create troubles in the weaving section by violating the order of the Controlling Officer and leaving the station without permission. It is admitted by the petitioner that an Inquiry Committee (*Vide* Ext. Na) consisting of 3 members including Mr. Badruzzaman Kamal, Chairman of the Committee. Ext. Ta series appear to show that the Inquiry Committee after due Inquiry submitted report and in that report the Inquirty Committee opined that the charges brought against the petitioner were proved. The petitioner states in para-1 of his complaint petition that he appeared before the Inquiry Committee. The petitioner contends in the petition that the Inquiry Committee did not interrogate him and he was not given any chance to cross examine the witness. The learned Advocate appearing on behalf of the O.P. drew my attention to the Inquiry report Exts. Ta series and contended that the petitioner was examined by the Inquiry Committee and his statements were recorded *vide* Ext. Ta(7). The learned Advocate appearing on behalf of the O.p. drew my attention to the admission [Vide Ext. Ta(7)]. Ext. Ta(7) appears to show that petitioner Sahidar Rahman admitted that he got all sorts of Ext. Ta(7) opportunity to defend himself. It also appears from Ext. Ta (7) that the petitioner put his signature there. This admission of the petitioner brings down his case to the ground. So, now he can not say that he was not given any chance to cross examine the witnesses. The petitioner contends in the petition that labour Azizul Haque was not exmaine by the Inquiry Committee in his presence. The admission and signature of the petitoner is on the statement of labour Azizul Haque. It appears from the report of the Inquiry

Committee that the petitioner cited Ali Akbar as one of his witness. The petr. did not challenge the findings of the Enquiry Committee. It appears from the statement of Ali Akbar [Ext. Ta(5)] that Ali Akbar made statements before Inquiry Committee to the effect that when someone was dying the thread, the petitioner created barriers to dye thread and when Mr. A. Salam asked him why the petitioner created barrier to dye thread by other then the petitioner uttered that he would not allow anybody to dye the thread and he called him by name and attacked him. The statemen of Ali Akbar prove the charge brought against the petitioner. Therefore, having regard to my above findings and on considering all the facts, circumstances of the case and material evidences on record I hold that the authority rightly brought charge against the petitioner in compliance with law, constituted Inquiry Committee which submitted a report after due inquiry and the charge brought against him were proved. We have seen earlier that admittedly the petitioner was dismissed from his job by order dated 29.11. 92 convayed under Memo. No. Thareka/Prasha-Bhyakti/92/1037, dated 29.11.92 (Ext. 6.). In view of my above findings I see that the order of dismissal was correctly and properly made.

The learned Advocate appearing on behalf of the O.P. referred me to a ruling reported in 42 D.L.R. at Page 278. In that ruling their Lordships held that Labour Court can not act as an Appellate Court in deciding cases by giving a finding of its own in re-assessment of evidence. In this case we have seen earlier that the petitioner was charge sheeted properly and he was dismissed from his service on having and considering of the Inquiry report. In this case this Court has nothing to re-assess the evidences on record.

The learned Advocate drew my attention to the statement of petitioner that the petitioner did not comply the provisions of law in serving the grievance petition. It is well established principles of law that the grievance petition must be sent to the authority by registered post. In this case the petitioner states that he served grievance petition to the authority. It does not mean that the petitioner served the grievance notice by post. The petitioner has not adduced any cogent and satisfactory evidence to prove that he served the grievance petition with authority by post. Since the petitioner did not comply the mandatory provisions of law in serving grievance notice upon the authority the case is not maintainable in its present form.

At the time of hearing of the case the O.P. filed some papers showing that the petitioner prayed for withdrew his gratuity and payment of the same. All these papers appear to show that the petitioner prayed for withdraw of his gratuity and the authority allowed him to withdraw the same. All these indicate that the petitioner admitted the decision of the authority. So, his case is not maintainable at this stage.

Therefore, having regard to my above findings and on cosidering all the facts, circumstances of the case and material evidences on record I hold that the authority committed on irregularity and illegality in dismissing the petitioner from the service and as such the petitioner is not entitled to any relief sought for.

I therefore, reply the point under determination in the negative.

The learned Members were discussed and consulted with.

Hence, it is

ORDERED

that the Complaint Case is dismissed on contest against the O.P.

On considering of the facts, circumstances of the case and materials on record I make no order as to costs.

Sudhendu Kumar Biswas
Chairman,
Labour Court, Rajshahi.

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

বৃহস্পতিবার, ৩০ মে, ১৯৯৬

পি, ডব্লিউ, মামলা নং ২/৯৪

মোঃ আবদুল মজিদ, পিতা-মৃত ভুমন শেখ,
সাং-শ্রীরামপুর, থানা-রাজপাড়া, জেলা-রাজশাহী—দরখাস্তকারী।

বনাম

মোঃ আবদুস সালাম ওরফে কুরবান, পিতা-পাঞ্জু,
সাং-কেশবপুর, থানা-রাজপাড়া, জেলা-রাজশাহী—প্রতিপক্ষ।

১। জনাব মোঃ আবুল কাশেম, দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।
২। জনাব মোঃ কুরবান আলী, প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

রায়

ইহা একটি ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(২) ধারার মামলা।

দরখাস্তকারী মোঃ আবদুল মজিদের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, প্রতিপক্ষ মোঃ আবদুস সালাম ওরফে কুরবান একজন প্রথম শ্রেণীর ঠিকাদার। প্রতিপক্ষ পুলিশ লাইন, রাজশাহী ও তানোর থানার যাবতীয় ইমারত সংস্কার ও পুনঃনির্মাণ কাজে চুক্তিবদ্ধ হইয়া দরখাস্তকারীকে মৌখিকভাবে চুক্তিবদ্ধ কাজের উপ-ঠিকাদার নিয়োগ করেন। দরখাস্তকারী ২৬-৫-৯৪ ইং তারিখ হইতে ৩-৭-৯৪ তারিখ পর্যন্ত যথারীতি চুক্তি মোতাবেক তফসিলে বর্ণিত (১৩ আইটেমের) কাজ সম্পন্ন করেন এবং উক্ত কাজের জন্য তাহার পাওনা হয় টাঃ ৫০,৬১৮·৭০। তন্মধ্যে প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীকে টাঃ ২৬,৭৫০ পরিশোধ করেন এবং টাঃ ২৩,৮৬৮·৭০ বাকী রাখেন। পরবর্তীকালে দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষের নিকট বাকী টাকা দাবী করিলে তিনি টালবাহানা করিতে থাকেন এবং এক পর্যায়ে প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীকে গালিগালাজ করিয়া মারিয়া ফেলিবার হুমকি দেন। দরখাস্তকারীর নিকট তাহার নিয়োজিত শ্রমিক ও মালের পাওনাদারগণ ভীষণভাবে তাগাদা দিতেছে। দরখাস্তকারী তাই প্রতিপক্ষের নিকট হইতে টাঃ ২৩,৮৬৮·৭০ আদায়ের জন্য অত্র মামলা দায়ের করেন।

প্রতিপক্ষ অত্র মামলায় হাজির হইয়া একখানা লিখিত বর্ণনা দাখিল করিয়া অত্র মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তিনি দরখাস্তকারীর মামলা অস্বীকার করিয়া বলেন যে, দরখাস্তকারীর অত্র মামলা আনয়ন করিবার কোন অধিকার নাই। অত্র মামলা শ্রম আইনে বারিত বটে এবং তিনি কোন প্রতিকার পাইতে হকদার নহেন।

প্রতিপক্ষের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষের অধীনে রাজশাহী পুলিশ লাইন মেরামতের কাজ হিসাবে ৪০৩৬ বর্গফুট সিমেন্ট প্লাষ্টার, ৯৭৮ বর্গগজ সিমেন্ট প্লাষ্টার (ডাডো), ২৩০৪ বর্গফুট সিমেন্ট প্লাষ্টার (সিলিং), ২১৮৮·৫৬ ঘনফুট জলছাদ এবং ৬১৬·১২ ঘনফুট পুরানো জলছাদ ও মেঝে তুলিয়া ফেলিবার কাজ করিয়াছেন যাহার মুল্য টাঃ ১৮,৬১৭·২৫। দরখাস্তকারী উপরোল্লিখিত আইটেমে বর্ণিত পরিমাণ কাজের পাওনা গ্রহণ করিয়াছেন। দরখাস্তকারী দরখাস্তে বর্ণিত তফসিলের ৪নং আইটেমের জলছাদের সম্পূর্ণ ফিনিশিং-এর কাজ না করিয়া পালাইয়া যান এবং অন্য মিস্ত্রি আনিয়া উক্ত কাজ সম্পন্ন করেন। দরখাস্তকারীর দরখাস্তে বর্ণিত তফসিলের ৫, ৬, ৭, ৮, ১১ ও ১৩ নং আইটেমের কোন কাজ প্রতিপক্ষের সিডিউলে নাই এবং দরখাস্তকারী উক্ত কাজ করেন নাই। প্রতিপক্ষ ১২ নং আইটেমের বর্ণিত কোন টাকা গ্রহণ করেন নাই। দরখাস্তকারীর তফসিলের ৯ ও ১০ নং আইটেমে বর্ণিত তানোরে কাজের ব্যাপারে ভুয়া ও বানোয়াট খরচ দেখাইয়াছেন। দরখাস্তকারী বা তাহার কোন লোক তানোরের কোন কাজ করেন নাই। তবুও দরখাস্তকারী তানোরের কাজের জন্য প্রতিপক্ষের নিকট হইতে নগদ ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা অগ্রীম গ্রহণ করিয়া কোন কাজ করেন নাই। দরখাস্তকারী পুলিশ লাইনের কাজের জন্য অগ্রীম গ্রহণ করিয়া কাজ সম্পন্ন করেন নাই। দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষের নিকট হইতে ২৬,৭৫০ টাকা গ্রহণ করিয়াছেন মর্মে দরখাস্তে উল্লেখ করিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে উল্লেখিত দরখাস্তকারীকে তাহার পাওনা প্রদান করা হইয়াছে। প্রতিপক্ষ একজন প্রথম শ্রেণীর ঠিকাদার এবং তিনি সুনাম ও সফলতার সাথে ঠিকাদারী করিতেছেন। দরখাস্তকারী অপর ঠিকাদারের প্ররোচনায় মিথ্যা উক্তিতে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অত্র মামলা দায়ের করিয়াছেন। তাই দরখাস্তকারী কোন প্রতিকার পাইতে হকদার নহেন এবং অত্র মামলা খরচাসহ খারিজ হইবে।

আলোচ্য বিষয়

প্রার্থনা মোতাবেক দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষের নিকট তাহার কথিত কাজের জন্য টাঃ ২৩,৮৬৮·৭০ পাইবার হকদার কি?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

স্বীকৃত মতে প্রতিপক্ষ মোঃ আবদুস সালাম ওরফে কুরবান একজন প্রথম শ্রেণীর ঠিকাদার এবং তিনি রাজশাহী পুলিশ লাইন ও তানোর থানায় কিছু বিল্ডিং মেরামতের কাজ করেন। ইহাও স্বীকৃত যে দরখাস্তকারী মোঃ আবদুল মজিদ প্রতিপক্ষের অধীনে কিছু কাজ করিয়াছিলেন। দরখাস্তকারী অভিযোগ করেন যে তিনি তফসিলে বর্ণিত কাজ করেন এবং তাহার সর্বমোট পাওনা হয় ৫০,৬১৮·৭০ টাকা। প্রতিপক্ষ তাহাকে টাঃ ২৬,৭৫০ প্রদান করেন এবং টাঃ ২৩,৮৬৮·৭০ বাকী রাখেন। পরবর্তীকালে তিনি প্রতিপক্ষের নিকট উক্ত টাকা দাবী করিলে প্রতিপক্ষ গালাগালি করিয়া এবং মারিয়া ফেলিবার হুমকি দিয়া তাড়াইয়া দেন। প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীর মামলা অস্বীকার করিয়া বলেন যে দরখাস্তকারী তাহার অধীনে রাজশাহী পুলিশ লাইনে টাঃ ১৮,৬১৭·২৫ কাজ করেন এবং তাহার অতিরিক্ত সর্বমোট ২৬,৭৫০ টাকা প্রদান করেন। দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষের অধীনে তাহার মূল দরখাস্তে বর্ণিত ৫, ৬, ৭, ৮, ১১ ও ১৩ নং আইটেম এবং তানোরের (৯ ও ১০ নং) আইটেমে বর্ণিত কোন কাজ করেন নাই। দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষের নিকট হইতে অগ্রীম ৫,০০০ টাকা গ্রহণ করেণ কিন্তু তানোরে কোন কাজ করেন নাই। প্রতিপক্ষ আরও অভিযোগ করেন যে দরখাস্তকারী তাহার নিকট কাজের দায়িত্ব নিয়া কাজ না করিয়া চলিয়া যান এবং প্রতিপক্ষ পরে অন্য শ্রমিক লাগাইয়া তাহার কাজ সম্পন্ন করেন।

অত্র মামলায় দরখাস্তকারী পক্ষে তাহাকেসহ ৫ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করা হয় এবং প্রতিপক্ষে শুধুমাত্র প্রতিপক্ষকে পরীক্ষা করা হয়। দরখাস্তকারীর পক্ষে কোন কাগজপত্র সাক্ষ্যে ব্যবহার করা হয় নাই এবং প্রতিপক্ষে রাজশাহী পুলিশ লাইন এবং তানোর থানায় সেনেটারী ল্যাট্রিন ইন্সপেকশান বাংলো তৈরীর কাজের সিডিউল ও তাহার বিলের সত্যায়িত কপি দাখিল করেন যাহা যথাক্রমে প্রদর্শন-ক ও খ হিসাবে চিহ্নিত হয়।

দরখাস্তকারী মোঃ আবদুল মজিদ বলেন যে তিনি ২৬-৫-১৯৯৪ হইতে ৩-৭-৯৪ তারিখ পর্যন্ত রাজশাহী পুলিশ লাইন এর ডি,আই, জি, সাহেবের ষ্টাফ কোয়ার্টার ও তানোর থানায় লং শেড এর মেরামতের কাজ করেন এবং তিনি প্রতিপক্ষের অধীনে রেটের মৌখিক চুক্তিতে প্রধান মিস্ত্রি হিসাবে কাজ করিয়াছেন। তাহার সর্বমোট পাওনা হয় টাঃ ৫০,৬১৮·৭০ এবং টাঃ ২৬,৭৫০ তিনি পাইয়াছেন এবং তিনি বাকী টাকার জন্য অত্র মামলা করেন। তিনি প্রতিপক্ষের মামলা অস্বীকার করেন। তিনি জেরায় বলেন যে তিনি উপ-ঠিকাদার হিসাবে প্রতিপক্ষের অধীনে কাজ লইয়াছিলেন এবং তিনি লেবার ও মিস্ত্রিদের টাকা পরিশোধ করিতেন। প্রতিপক্ষ কি পরিমাণ কাজ করাইবেন সে সম্পর্কে তাহার সাথে আলাপ হয় নাই। অপর পক্ষে প্রতিপক্ষ মোঃ আঃ সালাম ওরফে কুরবান বলেন যে তিনি সিডিউল মোতাবেক কাজ করিবার জন্য কার্যাদেশ (প্রদঃ-ক) পান এবং দরখাস্তকারী তাহার অধীনে উপ-ঠিকাদার হিসাবে কাজ করেন। তিনি আরও বলেন যে দরখাস্তকারী চুক্তি মোতাবেক কাজ না করিয়া চলিয়া যান এবং তাহার পর তিনি (দরখাস্তকারী) তানোরের কাজ করিতে যান নাই। দরখাস্তকারী তাহার মূল দরখাস্তে বর্ণিত ৫ হইতে ৮, ১১ ও ১৩ নং ক্রমিকের কাজ করেন নাই এবং ১২ নং ক্রমিকে বর্ণিত টাকা তিনি (প্রতিপক্ষ) দরখাস্তকারীর নিকট হইতে গ্রহণ করেন নাই। দরখাস্তকারী তাহার দরখাস্তে উল্লেখ করেন যে তিনি একজন উপ-ঠিকাদার হিসাবে প্রতিপক্ষের অধীনে কাজ করিয়াছেন। দরখাস্তকারীর বক্তব্য ও প্রতিপক্ষের বক্তব্য হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে দরখাস্তকারী উপ-ঠিকাদার হিসাবে প্রতিপক্ষের অধীনে কাজ করিয়াছিলেন। এখন দেখা যাক দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষের অধীনে তাহার বর্ণনা মত কাজ করিয়াছিলেন কি না? অত্র মামলায় দরখাস্তকারী তাহার দরখাস্তে বর্ণিত কাজের কোন চুক্তিনামা দাখিল করেন নাই। তিনি জেরাতে স্বীকার করেন যে তিনি প্রতিপক্ষের অধীনে কতটুকু কাজ করিবেন সে সম্পর্কে তাহার সাথে কোন আলাপ হয় নাই। সুতরাং এখন আমাদেরকে অন্যান্য পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্যাদি দ্বারা অত্র মামলার বিচার করিতে হইবে। দরখাস্তকারী তাহার কাজের তফসিলের ৫ হইতে ৮নং ক্রমিকে উল্লেখ করেন যে যথাক্রমে ৮টি দরজা ফিটিং, ৫" ইটের গাঁথুনি ৬০ বর্গফুট, ছাদে গ্রায়োটিং ১৫,৩২০ বর্গফুট পুরাতন সিমেন্ট প্লাষ্টার এর কাজ করিয়াছিলেন। প্রদর্শনী-ক হইল তর্কিত কাজের সিডিউল। উক্ত সিডিউলের ৪নং ক্রমিকে ৩টি দরজা, ৫নং ক্রমিকে ৩টি দরজা এবং ৬নং ক্রমিকে একটি দরজা সর্বমোট ৭টি দরজার কাজের উল্লেখ আছে। যদিও উক্ত সিডিউলের দরজার কাজের বিবরণের সহিত দরখাস্তকারীর দরজার কাজ কি ধরণের তাহার উল্লেখ নাই। তবুও আমরা ধরিয়া লইতে পারি প্রতিপক্ষ দরজার কাজের জন্য কার্যাদেশ পাইয়াছিলেন। যদি তাহাই হয় তাহা হইলে দেখা যায় সেখানে ৭টি দরজার কাজের কথা বলা হইয়াছে। তাই দরখাস্তকারীর বর্ণনা মতে তাহার ৮টি দরজার ফিটিং করিবার বিষয়টি সন্দেহজনক হইয়া পড়ে। দরখাস্তকারীর তফসিলের ৬,৭ ও ৮নং ক্রমিকের বর্ণনা অনুসারে প্রতিপক্ষ কোন কাজ প্রাপ্ত হন নাই। তবে প্রতিপক্ষ প্লাষ্টারের কাজ পাইয়াছেন যাহা দরখাস্তকারীর দরখাস্তের তফসিলে বর্ণিত আছে। কিন্তু তিনি ঐ পরিমাণ কাজ করিয়াছেন তাহার কোন অকাট্য প্রমাণ উপস্থাপন করেন নাই। আইনের বিধান অনুযায়ী প্রার্থীকেই তাহার মামলা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করিতে হইবে কিন্তু এই ক্ষেত্রে দরখাস্তকারী তাহার মামলা সঠিকভাবে মূল্যায়ন করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন।

দরখাস্তকারী পক্ষের ২নং সাক্ষী বাদল মিস্ত্রি বলেন যে তিনি আঃ মজিদের কথায় তানোর থানার বিল্ডিং মেরামতের কাজ করিয়াছেন এবং তিনি সেখানে ২৮ দিন কাজ করিয়াছিলেন। তিনি তাহার জেরায় বলেন যে তিনি এক বৎসর পূর্বে দরখাস্তকারীর অধীনে তানোরে কাজ করিয়াছেন। ২নং সাক্ষী ৬-১১-৯৫ তারিখে সাক্ষ্য প্রদান করেন। দরখাস্তকারীর বর্ণনা মতে তিনি ২৬-৫-৯৫ হইতে ৩-৭-৯৫

তারিখ পর্যন্ত কাজ করিয়াছেন। সুতরাং তাহার বর্ণনা মতে তিনি মজিদের অধীনে কাজ করিয়াছেন তাহা প্রমাণিত হয় না। দরখাস্তকারী পক্ষে ৩নং সাক্ষী জয়নাল মিস্ত্রি তাহার জবানবন্দিতে বলেন যে তিনি দরখাস্তকারী আঃ মজিদের অধীনে রাজশাহী পুলিশ লাইনে প্রতিপক্ষ আঃ সালামের কাজ করিয়াছেন। দরখাস্তকারী পক্ষের ৪নং সাক্ষী কিসমত আলী বলেন যে তিনি দরখাস্তকারী আঃ মজিদের অধীনে পুলিশ লাইন ও তানোরে কাজ করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের নির্দিষ্ট মামলা এই যে আঃ মজিদ পুলিশ লাইনের কাজ গ্রহণ করিয়া সম্পুর্ণ কাজ না করিয়া চলিয়া যান এবং পরে তিনি অন্য লোক লাগাইয়া কাজ করান এবং আঃ মজিদ তানোরে তাহার কোন কাজ করেন নাই। দরখাস্তকারী পক্ষের ৩নং সাক্ষী জয়নাল মিস্ত্রি তাহার জেরায় স্বীকার করেন যে তিনি পুলিশ লাইনে সালাম সাহেব (প্রতিপক্ষ)এর অধীন কাজ করিয়া ২,০০০ টাকা পাইয়াছেন। তিনি (৩নং সাক্ষী) আরও বলেন যে তিনিও একজন লেবার সালাম সাহেবের অধীন পুলিশ লাইনে কাজ করিয়াছেন এবং শেষের দিকে সালাম সাহেব পুলিশ লাইনে দায়িত্ব দিয়া যে কাজ করাইয়াছেন তাহার পয়সা দিয়াছেন। ৩নং সাক্ষী আরও বলেন যে তিনি আঃ মজিদের অধীনে পুলিশ লাইনে ১৮/২০ দিন কাজ করিয়াছেন। দরখাস্তকারী পক্ষে ৩নং সাক্ষীর জবানবন্দি হইতে ইহা সু-স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে তিনি দরখাস্তকারী আঃ মজিদের অধীন রাজশাহী পুলিশ লাইনের কাজ করিবার পরও প্রতিপক্ষের অধীনে কাজ করিয়াছেন। ইহাতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে দরখাস্তকারী আঃ মজিদ যদি পুলিশ লাইনের সকল কাজ করিতেন তাহা হইলে কাজের শেষের দিকে দরখাস্তকারীর পক্ষের ৩নং সাক্ষীর প্রতিপক্ষের অধীনে কাজ করিবার প্রয়োজন হইত না। দরখাস্তকারী পক্ষের ৫নং সাক্ষী কাজল তাহার জনাববন্দিতে বলেন যে তিনি রাজশাহী পুলিশ লাইনে আঃ মজিদের অধীনে ২০/২৫ দিন কাজ করিয়াছেন এবং তাহার পরও পুলিশ লাইনে কাজ চলিয়াছে। দরখাস্তকারী পক্ষের ৫নং সাক্ষীর বক্তব্য হইতে প্রতীয়মান হয় যে দরখাস্তকারী আঃ মজিদ পুলিশ লাইনে প্রতিপক্ষের অধীনে কাজ করিবার পরও প্রতিপক্ষ রাজশাহী পুলিশ লাইনে কাজ করিয়াছেন। দরখাস্তকারী আঃ মজিদ যদি পুলিশ লাইনের কাজ সমাপ্ত করিয়া ফেলিতেন, তাহা হইলে প্রতিপক্ষের আর সেখানে কাজ করিবার প্রয়োজন হইত না। ইহাতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে দরখাস্তকারী আঃ মজিদ কাজের চুক্তিবদ্ধ হইয়া কাজ শেষ না করিয়া চলিয়া যান বিধায় প্রতিপক্ষ নিজ দায়িত্বে শ্রমিক নিয়োগ করিয়া বাকী কাজ সম্পাদন করেন।

দরখাস্তকারী পক্ষের ২নং সাক্ষী তাহার জবানবন্দিতে বলেন তিনি আঃ মজিদের অধীন তানোরে ২৮ দিন কাজ করিয়াছেন। দরখাস্তকারী পক্ষের ৪নং সাক্ষী বলেন তিনি তানোরে দরখাস্তকারীর অধীনে ২০ দিন কাজ করিয়াছেন। ২নং সাক্ষী একজন রাজমিস্ত্রি এবং তিনি বলেন যে তাহার দৈনিক হাজিরা ৮০ টাকা। দরখাস্তকারী তাহার মূল দরখাস্তে উল্লেখ করেন যে তিনি একজন মিস্ত্রির ১১০ টাকা হারে তানোর থানায় কাজের জন্য ২৩ দিনের মজুরী পাইবেন। ২নং সাক্ষী যেখানে ২৮ দিন কাজ করিয়াছেন বলিয়া দাবী করেন সেখানে দরখাস্তকারী ২৩ দিনের রাজমিস্ত্রির মজুরীর দাবী করায় বিষয়টি সন্দেহজনক প্রতীয়মান হয়। ৪নং সাক্ষী বলেন যে তিনিসহ অন্যান্য মোট ৪/৫ জন লেবার তানোরে কাজ করিয়াছেন এবং তিনি তানোরে ২০ দিন কাজ করিয়াছেন মর্মে দাবী করিয়াছেন। দরখাস্তকারী আঃ মজিদ ২ জন লেবারের ২৩ দিনের তানোরে কাজের জন্য ২৩ দিনের মুজুরী দাবী করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে সাক্ষীর বক্তব্যের সহিত দরখাস্তকারীর মামলার বিবরণের কোন মিল নাই। প্রতিপক্ষ বলেন যে দরখাস্তকারী তাহার অধীন তানোরে কোন কাজ করেন নাই। সুতরাং এই মামলার ক্ষেত্রে দরখাস্তকারীকেই প্রমাণ করিতে হইবে যে তিনি প্রতিপক্ষের অধীনে তানোরে কাজ করিয়াছেন। দরখাস্তকারীর সাক্ষীদের বক্তব্যের নানা ত্রুটিবিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয় এবং তাই তাহাদের উক্তি দরখাস্তকারীর মামলাকে ঘোলাটে করিয়া দেয়। উপরের আলোচনা ও সাক্ষ্যাদির প্রতি সম্মান রাখিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে দরখাস্তকারী কথিত মতে প্রতিপক্ষের অধীন তানোর থানায় যে কাজ করিয়াছেন তাহা প্রমাণ করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন।

দরখাস্তকারী তাহার দরখাস্তে উল্লেখ করেন যে তিনি প্রতিপক্ষকে নগদ ১২০ টাকা প্রদান করিয়াছেন যাহা প্রতিপক্ষ অস্বীকার করিয়াছেন। দরখাস্তকারী তাহার বক্তব্যের সমর্থনে অন্য কোন সাক্ষী পরীক্ষা করেন নাই। প্রতিপক্ষ একজন প্রথম শ্রেণীর ঠিকাদার এবং দরখাস্তকারী তাহার অধীনে উপ-ঠিকাদারের দায়িত্ব পালন করেন। উপরোক্ত অবস্থাধীনে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে দরখাস্তকারী তাহার এই বক্তব্য সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন।

উপরের আলোচনায় প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অত্র মামলার ঘটনা, পারিপার্শ্বিকতা ও সাক্ষ্যাদি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে দরখাস্তকারী তাহার মামলা প্রমাণে ব্যর্থ হইয়াছেন এবং তাই তিনি কোন প্রতিকার পাইতে হকদার নহেন।

প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী বলেন যে দরখাস্তকারী একজন উপ-ঠিকাদার বিধায় তিনি কোন লেবার বা শ্রমিক নহেন তাই তাহার মজুরী পরিশোধ আইনে কোন মামলা দায়ের করিবার কোন অধিকার নাই। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি দরখাস্তকারী একজন উপ-ঠিকাদার এবং তিনি কোন শ্রমিক নহেন। সুতরাং মজুরী পরিশোধ আইনের বিধান মতে তাহার মামলা অচল।

দরখাস্তকারী ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(২) ধারায় অত্র মামলা দায়ের করিয়াছেন। মজুরী পরিশোধ আইন, ১৯৩৬ শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত কতিপয় শ্রেণীর ব্যক্তিদের মজুরী পরিশোধের নিয়ম নিয়ন্ত্রিত করার উদ্দেশ্যে প্রণীত একটি আইন। দরখাস্তকারী কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত ব্যক্তি নহেন। তিনি একজন ব্যক্তি উপ-ঠিকাদার। সুতরাং তাহার মামলা মজুরী পরিশোধ আইনের আওতায় অচল। সুতরাং তিনি অত্র মামলায় কোন প্রতিকার পাইতে পারেন না।

আলোচ্য বিষয়টি, তাই দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে নিষ্পত্তি করা গেল। অতএব,

আদেশ হইল

যে অত্র মামলা একমাত্র প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দোতরফা বিচারে বিনা খরচায় খারিজ হয়।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

ফৌজদারী মামলা নং ২/৯৬

১। মোঃ জয়নাল আবেদীন, সভাপতি, আজিজ ম্যাচ ফ্যাক্টরী ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, সপুরা, রাজশাহী।

২। মোঃ সহিদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক,

৩। মোঃ হাবিবুর রহমান, সহ-সভাপতি,

৪। মোঃ হাতেম আলী, সহ-সাধারণ সম্পাদক,

৫। মোঃ রমজান আলী, কোষাধ্যক্ষ,

৬। মোঃ রজিবুল ইসলাম, দপ্তর সম্পাদক,

৭। মোঃ নাজিম উদ্দিন (বুলু), ক্রীড়া সম্পাদক,

সকলেই আজিজ ম্যাচ ফ্যাক্টরী ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের কার্যকরী প্রতিনিধি, রেজিঃ নং ১০৯৯, থানা- বোয়ালিয়া, জেলা-রাজশাহী—বাদীগণ।

বনাম

১। মোঃ সাইদুর রহমান, উর্ধতন মহাব্যবস্থাপক, মেসার্স উত্তরা ম্যানেজমেন্ট লিঃ পরিচালিত আজিজ ম্যাচ ফ্যাক্টরী, পোঃ-সপুরা, জেলা-রাজশাহী।

২। আলহাজ্ব বশির আহম্মেদ, চেয়ারম্যান/ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, মেসার্স উত্তরা ম্যানেজমেন্ট লিঃ পরিচালিত আজিজ ম্যাচ ফ্যাক্টরী, সাং- জে, কে, ভবন, নবম তলা, ৩০, ভি ,আই, পি রোড, কাকরাইল, ঢাকা—আসামীগণ।

১। জনাব মোহাম্মদ মহসিন, বাদী পক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং-৮, তাং ১-৬-৯৬

নথি উপস্থাপন করা হইল। বাদী পক্ষে বিজ্ঞ কৌশলী দরখাস্ত দাখিল করিয়া নিবেদন করেন যে অদ্য মামলাটি উপস্থাপন করিয়া নিষ্পত্তি করার জন্য প্রার্থনা করেন। আবেদন মঞ্জুর হয়।

অদ্য মামলাটি নিষ্পত্তি করার জন্য লওয়া হইল। বাদী পক্ষে বিজ্ঞ কৌশলী দরখাস্ত দাখিল করিয়া নিবেদন করেন যে ২৫-৫-৯৬ইং তারিখে আদালতের বাহিরে পক্ষগণের মধ্যে আপোষ মীমাংসা হইয়া গিয়াছে বিধায় এবং সকল শ্রমিকগণকে চাকুরীতে পুনঃবহাল করায় অত্র মামলা উঠাইয়া লওয়ার জন্য প্রার্থনা করেন।

বাদী পক্ষে বিজ্ঞ কৌশলী মামলায় হাজিরা দাখিল করেন। ১নং বাদীর সকলের পক্ষে জবানবন্দিসহ পরীক্ষা করা হইল। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আজিজুর রহমান ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব কামরুল হাসান দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল। সদস্যগণের সহিত আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হইল।

জবানবন্দি, মূল নালিশের দরখাস্ত ও নথি দেখিলাম। আবেদন মঞ্জুর হয়। অতএব,

আদেশ হইল

যে প্রথম পক্ষকে অত্র মামলা উঠাইয়া লইবার অনুমতি দেওয়া গেল।

অত্র আদেশ দ্বারা অত্র মামলা নিষ্পত্তি হয়।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

ফৌজদারী মামলা নং ১৫/৯৪

মোঃ আবদুল কুদ্দুস, সাধারণ সম্পাদক,
বাংলাহিলি কাষ্টমস গোডাউন কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন,
রেজিঃ নং রাজ-৮৮৩—দরখাস্তকারী (বাদী)।

বনাম

১। মোঃ এমদাদুল হক, সাং-ধরন্দা।
২। মোঃ আশরাফ আলী, পিতা-মৃত সজন আলী, সাং-ধরন্দা।
৩। মোঃ আতাউর রহমান, পিতা-মোঃ মেছের আলী, সাং-বিশাপাড়া।
৪। মোঃ নুরুল ইসলাম (সাইদুল), পিতা-মোঃ ছহির উদ্দিন, সাং-বিশাপাড়া।
৫। মোঃ কায়েম উদ্দিন, পিতা-মোঃ সোনামিয়া, সাং-ধরন্দা।
৬। মোঃ রইচ উদ্দিন, পিতা-মোঃ গোলাম মোস্তফা, সাং-নওপাড়া।
৭। মোঃ কুদ্দুস আলী, পিতা- মোঃ বয়েন উদ্দিন, সাং-বিশাপাড়া।
৮। মোঃ এছাহার আলী, পিতা-মৃত মনসের আলী, সাং-নওপাড়া।
৯। শ্রী রনজিৎ কুমার, পিতা-শ্রী সুবল চন্দ্র, সাং-বাংলাহিলি।
১০। মোঃ ইজমুল হক, পিতা- মোঃ ইসমাইল হোসেন, সাং-চন্ডিপুর।
১১। মোঃ খায়ের উদ্দিন, পিতা-মৃত হজরত আলী, সাং- চেংগ্রাম।
১২। মোঃ নাজিম উদ্দিন, পিতা- মোঃ আবদুল মজিদ, সাং-চেংগ্রাম।
১৩। মোঃ সহিদুল ইসলাম, পিতা- মোঃ অফুর উদ্দিন, সাং-নওপাড়া।
১৪। মোঃ শরিফুল ইসলাম, পিতা- মোঃ চয়েন উদ্দিন, সাং- বিশাপাড়া।
১৫। মোঃ বয়েন উদ্দিন, পিতা-মৃত অমেদ আলী, সাং-বিশাপাড়া।
১৬। মোঃ কেরামত আলী, পিতা-মৃত গোলাম মোস্তফা, সাং-নওপাড়া।
১৭। মোঃ সহিদুল ইসলাম, পিতা-ছাত্তার আলী, সাং-বিশাপাড়া।
১৮। মোঃ মালেক মিয়া, পিতা মৃত নিল মিয়া, সাং-বড় চেংগ্রাম।

সর্বথানা হাকিমপুর, সর্বজেলা-দিনাজপুর—আসামীগণ।

আদেশ নং-১৯, তারিখ-২৬-৫-৯৬

অদ্য মামলাটি বাকী আসামীগণের থানা থেকে সমন ও গ্রেপ্তারী পরোয়ানার প্রতিবেদন আসার জন্য দিন ধার্য আছে। থানা থেকে সমন ও গ্রেপ্তারী পরোয়ানার কোন প্রতিবেদন আসে নাই। ১ ও ৪নং আসামীগণও গড় হাজির আছেন। বাদী পক্ষে বিজ্ঞ কৌশলী মামলায় কোন পদক্ষেপ নেয় নাই।

বাদীকে পুনঃপুনঃ ডাকার পর উপস্থিত পাওয়া গেল না। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আনোয়ারুল হক ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব রফিকুল ইসলাম দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল এবং তাহাদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইল।

নথি পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, দরখাস্তকারী বহুদিন যাবত আদালতে আসেন না এবং ইহাতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, দরখাস্তকারী অত্র মামলা পরিচালনা করিতে যত্নশীল নহে। দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীর অত্র মামলা চালানোর জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইলে তিনি আদালতকে জানান তাহার মক্কেল অত্র মামলা চালাইবেন না।

অতএব আদেশ হইল যে অত্র ফৌঃ মামলা খারিজ হয় এবং আসামীদের অব্যাহতি দেওয়া গেল। অত্র মামলা এতদ্বারা নিষ্পত্তি হয়।

সুখেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

উপস্থিত ঃ সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই,আর,ও মামলা নং ১০৬/৯৫

১। মোঃ জয়নাল আবেদীন, পিতা সাহাবুদ্দিন, সুপারভাইজার, আজিজ ম্যাচ ফ্যাক্টরী, সভাপতি, আজিজ ম্যাচ ফ্যাক্টরী ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন।

২। মোঃ হাবিবুর রহমান, পিতা মোঃ নাছের আলী, বকস মেকার, আজিজ ম্যাচ ফ্যাক্টরী ও সহ-সভাপতি, আজিজ ম্যাচ ফ্যাক্টরী ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন।

৩। মোঃ সহিদুল ইসলাম, পিতা মৃত শুকুর উদ্দিন সেখ, সুপারভাইজার, আজিজ ম্যাচ ফ্যাক্টরী ও সাধারণ সম্পাদক, আজিজ ম্যাচ ফ্যাক্টরী ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন।

৪। মোঃ হাতেম আলী, পিতা মল্লিকজান মন্ডল, আজিজ ম্যাচ ফ্যাক্টরী ও সহ-সাধারণ সম্পাদক, আজিজ ম্যাচ ফ্যাক্টরী ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন।

৫। মোঃ রমজান আলী, পিতা মোঃ কোরবান আলী, সুপারভাইজার, বকস পূরণ শাখা, আজিজ ম্যাচ ফ্যাক্টরী ও কোষাধ্যক্ষ, আজিজ ম্যাচ ফ্যাক্টরী ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন।

৬। রজিবুল ইসলাম, পিতা মহসিন আলী, আজিজ ম্যাচ ফ্যাক্টরী ও দপ্তর সম্পাদক, আজিজ ম্যাচ ফ্যাক্টরী ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন।

৭। মোঃ নাজিমুদ্দিন, পিতা মৃত আব্দুল গণি সেখ, আজিজ ম্যাচ ফ্যাক্টরী ও ক্রীড়া সম্পাদক, আজিজ ম্যাচ ফ্যাক্টরী ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন,

সকলের ঠিকানা—সপুরা, থানা বোয়ালিয়া, জেলা রাজশাহী—দরখাস্তকারীগণ।

বনাম

১। উর্ধতন মহা-ব্যবস্থাপক, আজিজ ম্যাচ ফ্যাক্টরী, মেসার্স উত্তরা ম্যানেজমেন্ট লিঃ পরিচালিত, সপুরা, থানা বোয়ালিয়া, জেলা রাজশাহী।

২। চেয়ারম্যান/ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, আজিজ ম্যাচ ফ্যাক্টরী, মেসার্স উত্তরা ম্যানেজমেন্ট লিঃ কর্তৃক পরিচালিত, জে. কে. ভবন (৯ম তলা) ৩০, ভি.আই.পি, রোড, কাকরাইল, ঢাকা।

৩। যুগ্ম-শ্রম পরিচালক ও কালিকারক, রাজশাহী বিভাগ, গ্রেটার রোড, থানা বোয়ালিয়া, জেলা রাজশাহী—প্রতিপক্ষগণ।

১। জনাব মোঃ কোরবান আলী, দরখাস্তকারী পক্ষের আইজীবী।

আদেশ নং-৮, তারিখ ১-৬-৯৬

নথি উপস্থাপন করা হইল। বাদী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী মামলায় দরখাস্ত দাখিল করিয়া নিবেদন করেন যে অদ্য মামলাটি উপস্থাপন করিয়া নিস্পত্তি করার জন্য প্রার্থনা করেন। আবেদন মঞ্জুর হয়।

অদ্য মামলাটি নিষ্পত্তির জন্য লওয়া হইল। বাদী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী মামলায় দরখাস্ত দাখিল করিয়া নিবেদন করেন যে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সহিত আদালতের বাহিরে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে চুক্তির ভিত্তিতে নিষ্পত্তি করিয়া ফ্যাক্টরী চালু করিয়াছেন এবং সকল ছাটাইকৃত শ্রমিকগণকে চাকুরীতে পুনঃবহাল করিয়াছেন বিধায় অত্র মামলা চালানোর আর প্রয়োজন নাই বলিয়া উঠাইয়া নিবার প্রার্থনা করেন।

বাদী পক্ষে বিজ্ঞ কৌশলী মামলায় হাজিরা দাখিল করেন। ১নং বাদীর অন্যান্য বাদীগণের পক্ষে জবানবন্দি পরীক্ষা করা হইল।

অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আজিজুর রহমান ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব কামরুল হাসান দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল। সদস্যগণের সহিত আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হইল।

জবানবন্দী, মূল নালিশের দরখাস্ত ও নথি দেখিলাম। আবেদন মঞ্জুর হয়। অতএব,

আদেশ হইল

যে, প্রথম পক্ষকে অত্র মামলা উঠাইয়া লইবার অনুমতি দেওয়া গেল।

অত্র আদেশ দ্বারা অত্র মামলা নিষ্পত্তি হয়।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

উপস্থিত ঃ সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অভিযোগ মামলা নং ২০/৯৫

মোঃ নুরুল আমিন, প্রযত্নে শাপলা টায়ার সোলস,
সাং নেয়ামত চামড়া গুদাম, পোঃ সৈয়দপুর, জেলা নীলফামারী—দরখাস্তকারী।

বনাম

ম্যানেজার, মেসার্স আল জিলানী টায়ার সোলস,
সাং কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল, পোঃ রংপুর-৫৪০০, জেলা রংপুর—প্রতিপক্ষ।

১। জনাব সাইফুর রহমান খান, প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং ৯, তারিখ ৭ই মে ১৯৯৬ইং।

অদ্য মামলাটি চূড়ান্ত শুনানীর জন্য উপস্থাপন করা হইল। প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী মামলায় হাজিরা দাখিল করেন। বাদী মামলা ডাকে প্রেরণ করার পর অদ্য পর্যন্ত আদালতে উপস্থিত হয় নাই। বাদীকে ৩-৩-৯৫ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রি এডিসহ ডাকযোগে নোটিশ পাঠানো হয় আদালতে উপস্থিত হওয়ার জন্য। নোটিশ জারী হইয়া এডি ফেরত আসে। অদ্যও বাদী কোন পদক্ষেপ নেয় নাই। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব এ, এইচ, এম, সফিকুর রহমান ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব কামরুল হাসান দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল। মামলটি শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হইল। শুনানী অন্তে বাদীকে আদালতে পুনঃ পুনঃ ডাকার পর অনুপস্থিত পাওয়া গেল।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইল।

অতএব, আদেশ হইল যে অত্র অভিযোগ মামলা তদবীর অভাবে খারিজ হয়।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী

IN THE COURT OF CHAIRMAN, LABOUR COURT, RAJSHAHI.

Present : Sudhendu Kumar Biswas,
Chairman,
Labour Court, Rajshahi.

Members : 1. Mr. Anwarul Haque, for the Employer.
2. Mr. Kamrul Hasan, for the Labour.

Saturday, The 11 May, 1996.

I. R. O. Appeal No. 32 of 1995

1. President,
2. General Secretary,
Rajshahi Durpalla Bus/Coach Booking Sramik
Karmachari Union, Kumarpara, Boalia, Rajshahi—Appellants.

Versus

Registrar of Trade Unions, Rajshahi Division, Rajshahi—O.P. (Respondent).

1. Mr. Abul Kashem, Advocate for the Appellants.
2. Mr. S. M. Saifuddin Ahmed, Representative for the O.P.

This is an appeal under secton 8(3) of the Industrial Relations Ordinance, 1969.

JUDGEMENT

The case of the Appellants is, in short, that the appllants and other employees of Rajshahi Durpalla Bus/Coach Booking Office formed a Union in the name and style 'Rajshahi Durpalla Bus/Coach Booking Sramik Karmachari Union' in a General Meeting held on 21.10.94. The appellants filed an application to the O.P. No. 1 on 18.4.95 praying for registration of the Union. O.P. raised some objection and directed the appellants to cure the defects by his letter No. RTU/Raj/829, dated 19.4.95 and accordingly the appellants cured the defects. There are 105 employees at Rajshahi Durpalls Bus/Coach Booking Office and 83 employees became members of the proposed Union. The O.P. rejected the application for registration by his order dated 17.6.95 conveyed under his Memo. No. RTU/Raj/1156. The order of O.P. is illegal. O.P. ought to have registered the Union and issued certificate thereon.

O.P. has made appearance in this appeal and contested the appeal by filing a written statement denying some of the material facts made in the Memo. of Appeal and contending *inter alia* that appellants have filed this appeal on false grounds.

Defence case is, in abort, that there are much troubles in communication and as such the prayer of the appellants was rejected on considering the papers. So the appellants are not entitled to get relief as prayed for and the appeal is liable to be rejected.

POINT FOR DETERMINATION

Are the appellants entitled to get an order for registration of their proposed Union?

FINDINGS AND DECISION

From the case of the parties it is admitted that appellants and other employees of Rajshahi Durpalla Bus/Coach Booking Office formed a Union in the name and style 'Rajshahi Durpalla Bus/Coach Booking Sramik Karmachare Union' and the appellants are President and General Secratary of the said Union and they prayed for registration of their Sramik Union. It is not also disputed that O.P. found some defects in the papers filed by the appellants for registration of their Union and the defects were cured by the appellants.

O.P. has not pleaded any specific case in the written statement as to why he refused to register the proposed Sramik Union. O.P. only states in the written statement that there are much troubles in communication and as such the registration of the proposed Union was refused. Ext. 12 is the letter dated 17.6.95 under Memo. No. RTU/Raj/1156 of O.P. By this letter the O.P. refused registration of the proposed Sramik Union. In the letter O.P. observed that there is no 30% members of the Sramik in the proposed Sramik Union as required as per provisions of The Industrial Relations Ordinance, 1969. The learned advocate for the appellants contended that in Rajshahi there is only one Sramik Organization for the smooth running of Durpalla Bus/Coach and more than 30% of the total employees are members of the proposed Sramik Union and as such the O.P. committed an error in refusing registration of their proposed Sramik Union. The appellants state in the petition that there are 105 employees in the administration of booking of Durpalla Bus/Coach of Rajshahi and 83 employees are members of the proposed Union. The representative of O.P. did deny the contention of the learned advocate for the appellants. The O.P. also did not file any paper to prove that there were more than 100 employees for Durpalla Bus/Coach in Rajshahi. Ext. 7. the photostat copy of form 'P' of Rajshahi Durpalla Bus/Coach Booking Sramik Karmachari Union that 83 members formed the aforesaid Sramik Union. It appears from 'D' forms (Ext. 14) that 83 employees took membership in "Rajshahi Durpalla Bus/Coach Booking Sramik Karmachari Union". All these indicate that more than 30% of the employees became members of the proposed Union. So the O.P. was not justifies in refusing registration in favour of the proposed Union and as such I hold that the appellants are entitled to get an order for registration of their proposed Union. In view of my above discussion I hold that the order dated 17.6.95 in question can not be sustained in law.

In the result the appeal succeeds.

The learned Members were consulted with.

Hence, it is

ORDERED

that I.R.O. Appeal is allowed on contest against sole O.P. without any order as to costs.

The order dated 17.6.95 conveyed under Memo. No. RTU/Raj/1156 of O.P. is hereby set aside.

The O.P. is asked to register the Union of the appellants and issue certificate accordingly.

Sudhendu Kumar Biswas
Chairman.
Labour Court, Rajshahi.

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণ ঃ ১। জনাব এ, এইচ, এম, শফিকুর রহমান, মালিক পক্ষ।
২। জনাব মোঃ কামরুল হাসান, শ্রমিক পক্ষ।

মঙ্গলবার, ১৪ মে, ১৯৯৬

আই, আর, ও (আপীল) মামলা নং ১১০/৯৫

১। কে, এম, আমিনুল হক, সভাপতি,

২। শেখ মোঃ আশরাফ আলী, সাধারণ সম্পাদক
শেরপুর থানা অটো টেম্পু মালিক সমিতি,
শেরপুর বাস স্ট্যান্ড, শেরপুর, জেলা-বগুড়া (প্রস্তাবিত)—আপীলকারী পক্ষ।

বনাম

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—প্রতিপক্ষ (রেসপনডেন্ট)।

১। জনাব সাইফুর রহমান খান, আপীলকারী পক্ষের আইজীবী।

২। জনাব এস, এম, সাইফুদ্দিন আহমেদ, প্রতিপক্ষের প্রতিনিধি।

রায়

ইহা একটি শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৮(৩) ধারায় আপীল মামলা।

আপীলকারীগণের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, বগুড়া জেলার শেরপুর থানাধীন অটো-টেম্পু মালিকগণের সুসংবদ্ধ হওয়া, প্রশাসনিক সুবিধার্থে সুষ্ঠু ও ন্যায়ভিত্তিক কার্য্য সম্পাদনের জন্য এবং শ্রমিক-কর্মচারীদের সহিত সুসম্পর্ক বজায় রাখা ও তাহাদের সহিত পারস্পরিক স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয় উত্থাপন ও আপোষে তাহাদের ইউনিয়নের সহিত মীমাংসার লক্ষ্যে শেরপুর থানার অটো-টেম্পু মালিকগণ একটি সাধারণ সভার মাধ্যমে একটি সমিতি গঠন করেন এবং সমিতির গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করিবার এবং সমিতির রেজিষ্ট্রেশনের জন্য আপীলকারীদ্বয়কে ক্ষমতা প্রদান করেন। তাহারা শেরপুর থানা 'অটো-টেম্পু মালিক সমিতি' নামে একটি সমিতি গঠন করেন যাহার সদস্য সংখ্যা ২৩ জন। সাধারণ সভায় ১নং আপীলকারীকে সভাপতি ও ২নং আপীলকারীকে সমিতির সাধারণ সম্পাদক নিয়োগ করা হয়। তাহারা সমিতির খসড়া গঠনতন্ত্র তৈয়ারী করেন এবং তাহা সাধারণ সভায় গৃহীত হয়। আপীলকারীগণ প্রয়োজনীয় কাগজাদিসহ প্রতিপক্ষ রেজিষ্ট্রার ট্রেড ইউনিয়ন্স, রাজশাহী বরাবর প্রস্তাবিত সমিতির রেজিস্ট্রেশনের প্রার্থনা করিয়া ইং ১১-১১-৯৫ তারিখে আবেদন করেন। প্রতিপক্ষ কাগজপত্রাদি তাঁহাদের বগুড়াস্থ আঞ্চলিক শ্রম দপ্তরে তদন্তের জন্য প্রেরণ করেন। আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, বগুড়া তদন্ত করিয়া প্রতিবেদন প্রেরণ করেন এবং প্রস্তাবিত সমিতির রেজিষ্ট্রেশনের জন্য সুপারিশ করেন। প্রতিপক্ষ ইং ২০-১২-৯৫ তারিখে প্রস্তাবিত সমিতির সদস্য কত সেই মর্মে বগুড়ার বি,আর,টি,এ, এর সার্টিফিকেট না থাকায় আপীলকারীদের প্রস্তাবিত সমিতির রেজিস্ট্রেশন প্রত্যাখ্যান করেন। তাই, আপীলকারী পক্ষ অত্র আপীল মামলা আনয়ন করেন।

প্রতিপক্ষ অত্র মামলায় হাজির হইয়া একখানা লিখিত বর্ণনা দাখিল করিয়া অত্র মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

প্রতিপক্ষের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, প্রস্তাবিত শেরপুর থানা অটো-টেম্পু মালিক সমিতি রেজিস্ট্রেশনের জন্য ইং ১১-১১-৯৫ তারিখে আবেদন করিলে কাগজপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া সরেজমিনে তদন্তের জন্য ইং ১৩-১১-৯৫ তারিখে বগুড়া আঞ্চলিক অফিসে প্রেরণ করা হয়। বগুড়া আঞ্চলিক অফিস ইং ২৮-১১-৯৫ তাখিে সরেজমিনে তদন্ত করিয়া ইং ২-১২-৯৫ তারিখে প্রতিবেদন দাখিল করেন। প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর পরীক্ষান্তে দেখা যায় যে, শেরপুর থানায় কতজন টেম্পু মালিক আছে তাহার কোন প্রত্যায়ন পত্র বি,আর,টি,এ, অফিস হইতে সংগ্রহ করিয়া আপীলকারীগণ দাখিল করেন নাই। আপীলকারীগণের এই ব্যর্থতার জন্য শেরপুর থানায় কতজন অটো-টেম্পু মালিক আছে নির্ণয় করা সম্ভব না হওয়ায় তাহাদের রেজিষ্ট্রেশন প্রত্যাখ্যান করা হয়। তাই, আপীলকারীগণ কোন প্রতিকার পাইবেন না এবং অত্র মামলা খারিজ হইবে।

আলোচ্য বিষয়

আপীলকারী পক্ষ তাহাদের প্রার্থনা মোতাবেক তাহাদের প্রস্তাবিত সমিতির রেজিষ্ট্রেশন পাইতে হকদার কি?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

ইহা অস্বীকৃত নহে যে, শেরপুর থানা অটো-টেম্পু মালিকগণ 'শেরপুর থানা অটো-টেম্পু মালিক সমিতি' নামে একটি সমিতি গঠন করিবার জন্য সাধারণ সভায় মিলিত হন এবং ১নং আপীলকারীকে সমিতির সভাপতি ও ২নং আপীলকারীকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করেন এবং তাহারা সমিতির গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করেন। ইহাও অস্বীকৃত নহে যে, আপীলকারীগণ তাহাদের উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে প্রতিপক্ষের নিকট তাহাদের প্রস্তাবিত সমিতির রেজিষ্ট্রেশনের জন্য আবেদন করিলে প্রতিপক্ষ বিষয়টি তদন্ত করিবার জন্য উপ-শ্রম পরিচালক, বগুড়াকে নির্দেশ প্রদান করিলে উপ-শ্রম পরিচালক যথারীতি তদন্ত শেষ করিয়া প্রতিপক্ষের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং আপীলকারীগণের প্রস্তাবিত সমিতির রেজিষ্ট্রেশন প্রদানের জন্য সুপারিশ করেন। আপীলকরীগণের বক্তব্য হইল, প্রতিপক্ষ বগুড়ার বি,আর,টি,এ, এর সার্টিফিকেট না থাকায় আপীলকারীগণের রেজিষ্ট্রেশন অবৈধভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। তাহারা আরও উল্লেখ করেন যে, মালিক পক্ষে সমিতি গঠনের ও রেজিষ্ট্রেশনের জন্য শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৭(২) ধারার বিধানমতে মালিকগণের কোন নির্দিষ্ট সংখ্যার প্রয়োজন নাই। অপর পক্ষে প্রতিপক্ষের বক্তব্য এই যে, শেরপুর থানায় কতজন টেম্পু মালিক আছে তাহার কোন প্রত্যায়নপত্র বগুড়া বি,আর,টি,এ অফিস হইতে সংগ্রহ করিয়া আপীলকারী দাখিল না করায় শেরপুর থানায় টেম্পু মালিক সংখ্যা নির্ণয় করিতে না পারায় রেজিষ্ট্রেশনের আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে।

উপরের বর্ণনা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, আপীলকারী পক্ষ বি,আর,টি,এ, কর্তৃক শেরপুর থানার অটো-টেম্পু মালিকের সংখ্যা প্রমাণের জন্য বগুড়া বি,আর,টি,এ, কর্তৃক ইস্যুকৃত সার্টিফিকেট দ্বারা প্রমাণ করিতে ব্যর্থ হওয়ায় তাহাদের রেজিষ্ট্রেশন আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়। এখন দেখা যাক, মালিক পক্ষ কোন সমিতি গঠন করিবার জন্য কোন নির্দিষ্ট সংখ্যক মালিকের প্রয়োজন হয় কি না? শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৭ ধারায় কোন ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন পাওয়ার উপাদানের কথা বলা হইয়াছে এবং শুধু মাত্র শ্রমিক ইউনিয়ন গঠনের ও রেজিষ্ট্রেশনের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ৩০% ভাগ কর্মচারী সদস্যভুক্ত হওয়ার কথা বলা হইয়াছে। সুতরাং, অত্র মামলার ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত সমিতির জন্য যে কোন সংখ্যক মালিক সমিতি গঠন করিতে পারেন এবং রেজিষ্ট্রেশন পাইবার যোগ্য। তাই, বগুড়া

বি,আর,টি,এ, এর সার্টিফেকেট দিয়া শেরপুর থানার অটো-টেম্পু মালিকের সংখ্যা প্রমাণের কোন প্রয়োজন নাই। আপীলকারীগণ উল্লেখ করেন তাহাদের সমিতির সদস্য সংখ্যা ২৩ জন। অত্র বিষয়টি প্রতিপক্ষ অস্বীকার করেন নাই। উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অত্র মামলার ঘটনা, পারিপার্শ্বিকতা ও সাক্ষ্যাদি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপণীত হইলাম যে, আপীলকারী পক্ষ তাহাদের প্রস্তাবিত সমিতির রেজিষ্ট্রেশন পাওয়ার সকল উপাদান প্রমাণ করিতে পারিয়াছেন এবং তাহারা রেজিষ্ট্রেশন পাইবার যোগ্য। তাই প্রতিপক্ষের আপীলকারীগণের আবেদন প্রত্যাখ্যান আদেশটি সঠিক নহে এবং তাহা থাকিতে পারে না।

বিচার্য বিষয়টি আপীলকারী পক্ষে নিষ্পত্তি হয়।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে। অতএব,

আদেশ হইল

যে, অত্র আই,আর,ও, আপীল মামলা একমাত্র প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দোতরফা বিচারে বিনা খরচায় মঞ্জুর হয়।

প্রতিপক্ষের ইং ২০-১২-৯৫ তারিখের আদেশ রদ ও রহিত হয় এবং তাহাকে আপীলকারী পক্ষের সমিতির রেজিষ্ট্রেশন প্রদান ও সার্টিফিকেট ইস্যু করিতে বলা হইল।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অভিযোগ মামলা নং ৪৯/৯২

এস, এম, শামসুল হুদা, প্রযত্নে মেসার্স জাহাজ ট্রেডার্স,
বাণী সিনেমা হলের পূর্বে, পাবনা-৬৬০০—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কফিল উদ্দিন আহমেদ এন্ড কোং লিঃ পক্ষে।

২। মোঃ রেজাউল হোসেন, পরিচালক,
কফিল উদ্দিন আহমেদ এন্ড কোং লিঃ, সর্ব সাং-দিলালপুর,
পোঃ ও জেলা পাবনা—প্রতিপক্ষগণ।

১। জনাব মোঃ কোরবান আলী, দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।

২। জনাব মোঃ মুজিবুর রহমান খান, প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং ৫১, তারিখ ২৭-৫-৯৬ ইং।

অদ্য মামলাটি বাদী ও প্রতিপক্ষের দাখিলী দরখাস্ত শুনানীর জন্য উপস্থাপন করা হইল। প্রতিপক্ষে বিজ্ঞ কৌশলী মৃত বাদীর ওয়ারিশগণের পক্ষে মামলায় হাজিরা দাখিল করেন। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব এ, এইচ, এম, সফিকুর রহমান ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব রফিকুল ইসলাম দুলাল দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল। মামলাটি উভয় পক্ষের দাখিল দরখাস্ত শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হইল।

উভয় পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীদের বক্তব্য শুনিলাম। আবেদন পত্রসমূহ ও নথি দেখিলাম। মৃত দরখাস্তকারী এস, এম, শামসুল হুদার ওয়ারেশগণ তাহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া মামলা চালাইয়া যাওয়ার প্রার্থনা করেন। প্রতিপক্ষে একখানা দরখাস্ত দাখিল করিয়া বলা হয় যে, এই ধরণের মামলায় কোন প্রার্থক মারা যাওয়ার পর তাহার ওয়ারেশদের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার কোন বিধান নাই।

মৃত দরখাস্তকারী টার্মিনেশন বেনিফিট পাইবার প্রার্থনা করিয়া ১৯৬৯ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(খ) ধারার বিধান মতে অত্র মামলা করেন। অত্র মামলায় দরখাস্তকারী তাহার নিজের চাকরীর বেনিফিটের জন্য প্রার্থনা করেন। অত্র শুনানীর সময় মৃত দরখাস্তকারীর ওয়ারেশগণের বিজ্ঞ কৌশলী স্বীকার করেন অত্র মামলায় পক্ষ হইয়া মামলা চালাইয়া যাইবার অধিকারী নহেন।

প্রার্থক (মৃত) একজন শ্রমিক এবং তাই তিনি তাহার মালিকের বিরুদ্ধে চাকুরীর টার্মিনেশন বেনিফিট পাইবার প্রার্থনা করেন। মৃত প্রার্থকের ওয়ারেশগণ তাহার মালিকের অধীন শ্রমিক নহেন। তাই, উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম মৃত প্রার্থীর ওয়ারেশগণ

অত্র মামলায় তাহার স্থলাভিষিক্ত হইতে এবং মামলা চালাইয়া যাইতে আইনতঃ অধিকারী নহেন এবং তাই অত্র মামলা আর চলিতে পারে না এবং আবেদন খারিজযোগ্য।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব,

আদেশ হইল

যে মৃত দরখাস্তকারী এস, এম, শামসুল হুদার ওয়ারেশদের দাখিলী আবেদন প্রত্যাখ্যান হয়।

অত্র অভিযোগ মামলা (দরখাস্তকারী মৃত হওয়ায়) খারিজ হয়।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও মামলা নং ৭২/৯৩

দরখাস্তকারী ঃ মোঃ জহুরুল ইসলাম, পিতা-মোঃ বেলায়েত আলী, সাং-আমোতপুর, পোঃ-জাহাংগীরাবাদ, থানা-পীরগঞ্জ, জেলা-রংপুর, শ্রমিক, লাকী হোটেল, রংপুর।

বনাম

প্রতিপক্ষ ঃ মোঃ আঃ রশিদ (দুলাল), মালিক, লাকী হোটেল, শাপলা চত্বর, রংপুর শহর, রংপুর।

১। জনাব সাইফুর রহমান খান, দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং-৩৩, তারিখ ৫-৬-৯৬ ইং

অদ্য মামলাটি প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীর ১৬-৩-৯৬ইং তারিখের দরখাস্ত শুনানীর জন্য উপস্থাপন করা হইল। বাদী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী মামলায় দরখাস্ত দাখিল করিয়া নিবেদন করেন যে মামলাটি প্রত্যাহার করিয়া নিবার জন্য প্রার্থনা করেন। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আনোয়ারুল হক ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব রফিকুল ইসলাম দুলাল দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল। বাদীর হলপান্তে জবানবন্দি গ্রহণ করা হইল। প্রতিপক্ষের ১৬-৩-৯৬ তারিখের দরখাস্তখানা নথিভুক্ত করা হইল।

প্রার্থীর জবানবন্দি, মূল দরখাস্ত ও নথি দেখিলাম। আবেদন মঞ্জুর হয়।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব,

আদেশ হইল

যে প্রার্থীকে অত্র মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

অত্র আদেশ দ্বারা অত্র মামলা নিস্পত্তি হয়।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

IN THE LABOUR COURT, RAJSHAHI DIVISION, RAJSHAHI.

PRESENT : Sudhendu Kumar Biswas
Chairman,
Labour Court, Rajshahi.

Members : 1. Mr. Abdul Latif Khan Chowdhury for the Employer.

2. Mr. Alauddin Khan for the Labour.

Sunday, the 16th June, 1996

Complaint Case No. 27/92

Syed Abdus Sattar alias Boro Moyna,
S/O. Syed Hafizur Rahman of Meerpara, P.S. & Dist. Natore,

Messenger, Natore Sugar Mills, P.F. No. 657—***Petitioner.***

Versus

1. General Manager, Natore Sugar Mills, P.S. & Dist. Natore. —***Opposite Party.***

2. Chairman, Bangladesh Food &Sugar Corporation,
Adamji Court, Motijheel Commercial Area, Dhaka-1000. —***Proforma O.P.***

1. Mr. Murad-Hossain Khan, Advocate for the Petitioner.

2. Mr. Mokbul Hossain, Advocate for the Opposite Parties.

JUDGEMENT

This is a Complaint Case u s. 25 of the Employment of Labour (Standing Orders) Act, 1965.

The case of the petitioner Syed Abdus Sattar alias Boro Moyna is, in short, that the petitioner was appointed Messenger in Natore Sugar Mills by O.P. No. 1 vide his Letter No. Nasumi/Ba-Nathi-657/4253, dated 11-4-87 with effect form 14-11-86. On 13-8-91 the petitioner went on 10 days leave and he went to the house of his father-in-law at Tarash, Dist. Sirajganj. He became ill and was attacked with Infective Hepatitis and he was confined to bed upto 31-9-91 as per advice of the Doctor. The petitioner then prayed for extention of leave from 23-9-91 to 31-9-91 and his leave was allowed. After his recovery from Hepatitis, he was again attacked with the same disease and as such he was taken to Dhaka for treatment by his Father-in-law. Dr. H.S.K. Alam advised the petitioner to take complete bed rest from 4-10-91 to 31-10-91. The petitioner filed leave petition praying for leave from 1-10-91 to 31-10-91 and the same was received by the O.P. No. 1. On having the leave petition the Labour Officer on behalf of O.P. No. 1 directed the petitioner to report for duty at once and show cause as to why he should not be dismissed from service for his unauthorised absence by Memo No. Nasumi/Ba-Nathi-657/1275, dated 26-8-91. On having this notice the petitioner submitted his explanation on 31-10-91 and at the oral instance of O.P. No. 1 the petitioner joined his duties on

1-11-91 and worked upto 15-11-91. On 16-11-91 the petitioner was transferred to Purzi Office. Before joining there the petitioner came to learn that he was implicated in Natore P.S. Case No. 17 dated 16-8-91 under sections 143/323/324/325/326/307/34 of the Penal Code, when the petitioner was at Tarash. The petitioner appeared before the then Upazila Magistrate, Natore and prayed for bail and his bail prayer was rejected and he was sent to custody on 20-11-91. The petitioner was granted bail on 23-11-91 and he was placed under detention for 30 days and the same was extended for 3 months from 22-12-91. The petitioner challenged the order of detention by filing a petition which was forwarded to the Advisory Board for consideration by the District Magistrate, Natore. The Advisory Board declared his detention illegal and he was released under Memo No. 3607(5) Security Cell-1 dated 1-6-92. O.P. No. 1 was fully aware of the detention of the petitioner. But the O.P. No. 1 did not inform the petitioner of Departmental Inquiry held against the petitioner. On being released from detention the petitioner went to the Mill. The petitioner was neither allowed to work nor was he informed regarding his dismissal. The petitioner came to learn on 5-7-92 from the office of the Agriculture Manager of the Mills that when he was in detention he was dismissed from service by O.P. No. 1 under Memo No. Nasumi/Ba. Nathi-657/4142 dated 9-6-92. The petitioner then filed a grievance petition on 13-7-92 by registered post to O.P. No. 1. The petitioner did not receive any reply from O.P. No. 1 and hence the petitioner brought this case for setting aside the dismissal order and for reinstatement to his post with back wages.

O.P. No. 1 has contested the case by filing a written statement denying material allegations made in the petition and contending inter alia that the petitioner has no cause of action to file this case ; that the case is not maintainable in its present form ; that the case is barred by limitation ; that the case is barred under principle of estoppel, waiver and acquiescence.

Defence case is, in short, that the petitioner was always in the habit of negligence in discharging his duties and taking leave of and on for flimsy grounds. Inspite of his habitual absence the authority was kind to consider his leave sympathetically and on humanitarian grounds and he was granted leave upto 31-10-91 with an warning to him. But he did not change his habit and without prior permission from the authority he went on leave from 16-11-91. O.P. No. 1 waited for about 1 month 15 days to give the petitioner an opportunity to join his duty. But the petitioner intentionally failed to avail himself of the opportunity. O.P. No. 1 directed to him to explain for his unauthorised absence and to join his duties vide Memo No. Nasumi/Ba-Nathi-657/3683 dated 28-1-92 by sending a notice by registered post. The Postman returned the letter on 2-2-92 with the comment that the petitioner was in jail. An Inquiry Committee was formed on 20-2-92. The Inquiry Committee sent a notice to the petitioner by registered post on 25-2-92 directing him to appear before the Inquiry Committee on 29-2-92 at 8 a.m. The notice was also displayed in the notice board. The petitioner did not appear before the Inquiry Committee and the Inquiry Committee submitted a report to O.P. No. 1 who on consideration of the report passed order for dismissal of the petr. from service on 8-3-92. The order was communicated to the petitioner on 9-3-92 vide Memo No. Nasumi/Ba-Nathi-657/4142. The dismissal order was also displayed in the Notice Board. Since the petitioner, during his unauthorised absence, used to send application from his home address all the letters and memos we sent and correspondences were made by the O.P. No. 1 in his home address. The petr. falsely states that dismissal order was passed on 9-6-92. So the petitioner is not entitled to get an order for reinstatement in the service with back wages.

POINTS FOR DETERMINATION

1. Is the case barred by limitation?

2. Is the impugned order of dismissal illegal?

3. Is the petitioner entitled to get an order for reinstatement in the service with back wages?

4. What relief, if any, is the petitioner entitled to?

FINDINGS AND DECISION

All the points have been taken up together for the sake of covenience of discussion and brevity.

It is not disputed that the petitioner Syed Abdus Sattar alias Boro Moyna was appointed Messenger in Natore Sugar Mills by O.P. No. 1 vide his order No.Nasumi/Ba-Nathi-657/4253 dated 11-4-87 (Ext. 1) and the petitioner joined there on 14-11-86. It is not also disputed that the petitioner was granted 10 days leave with effect from 13-8-91 and he was attacked with Hepatitis and his leave was continued upto 31-9-91 (Perhaps, 30-9-91 as September is always of 30 days). It is not also disputed that he was again attacked with the same disease and he was sent to Dhaka for treatment under Dr. H.S.K. Alam and on his prayer he was granted leave from 1-10-91 to 31-10-91. Petitioner's contention is that as per oral advice of O.P. No. 1 he joined his duties on 1-11-91 and he worked there upto 15-11-91 ; that he was then transferred to Purzi Office ; that before joining there he came to learn that he was implicated in Natore P.S. Case No. 17 dated 16-8-91 ; that the petitioner appeared there and he was sent to custody on 20-11-91 ; that he was granted bail on 23-11-91 and he was placed under detention for 30 days with effect from 23-11-91 and the same was subsequently extended for 3 months ; that the petitioner challenged the detention order and accordingly Advisory Board declared his detention illegal and he was released under Memo No. 3607(5) Security Cell-1 dated 1-6-92 ; that O.P. No. 1 was all along aware of the detention of the petitioner ; that the petitioner subsequently came to learn on 5-7-92 that he was dismissed from service by O.P. No. 1 under his Memo No. Nasumi/Ba-Nathi-657/4142 dated 9-6-92 ; that the petitioner submitted grievance petition by registered post on 13-7-92 to O.P. No. 1 and without having any result of the same he brought this case. Contesting O.P. No. 1 denies the petitioner's case and contends that the petitioner was absent from his duty without any authorised leave granted from 16-11-92 ; that the O.P. directed the petitioner to show cause as to why disciplinary action should not be taken against him vide Memo No. Nasumi/Ba-Nathi-657/3683 dated 28-1-92 ; that the letter was returned with comment that the petitioner was in Jail ; an Inquiry Committee was formed on 20-2-92 ; that the Inquiry Committee sent notice to the petitioner by registered directing him to appear before the Inquiry Committee ; that the petitioner did not turn up before the Inquiry Officer ; that the Inquiry Committee after proper inquiry submitted an Inquiry Report and in consequence of that report the authority dismissed the petitioner from service on 9-3-92 under Memo No. Nasumi/Ba-Nathi-657/4142 and the dismissal order was displayed in the Notice Board ; that the petitioner used to send application from his home address and as such all the letters were sent to him in his home address.

From the above findings it is seen that the O.P. admitted that the petitioner was in custody. The O.P. did not deny that the petitioner was implicated in Natore P.S. Case No. 17 dated 16-8-91. Ext. 1 (Chha), the photostat copy of order sheet of G.R. Case No. 168/91 (corresponding to Natore P.S. Case No. 17 dated 16-8-91) shows that the petitioner surrendered before the Court on 20-11-91 and he was sent to Custody. The O.P. did not deny that the petitioner was granted bail on 23-11-91 and on the very date he was placed under detention for 30 days and the same was extended for further a period of 3 months. Ext. 1(Eno), the photostat copy of certified copy of Memo No. 547/C dated 23-11-91 of the District Magistrate, Natore shows that the petitioner was placed under detention for 30 days from 23-11-91. Ext. 1(Ta), the photostat copy of order of Home Ministry under Memo No. 7402-Swa : No. Nira/1 dated 4-12-91 appears to show that his detention was extended for a further period of 3 months. The petitioner as P.W. 1 stated in his deposition that his detention order was cancelled and he was released on 1-6-92 by Advisory Board. This statement of the petitioner was not denied by the defence. So from the above findings we can say beyond reasonable doubt that the petitioner was in Custody from 20-11-91 to 31-5-92.

It is not disputed that a proceeding was drawn against the petitioner for his absence. Ext. Ka(19)/1, the Envelope addressed to the petitioner Syed A.Sattar (Moyna) appears to show that Memo No. Nasumi/Ba-Nathi-657/3683 Ext. Ka(19) was sent to the petitioner and the Postman returned the same without service with an endorsement that the petitioner was in Custody. Ext. Ka(19) appears to show that the authority directed the petitioner to show cause as to why he should not be dealt with for his unauthorised absence from 16-11-91 Ext. Ka(24), the Daptar Nirdesh under Memo No. Nasumi/Ba-Nathi-657/2476 dated 20-2-92 shows that an Inquiry Committee including Senior Administrative Officer, Accounts Officer (Salary branch) and Assistant Cane Development Officer (Mr. Moazzem Hossain) was contitued. Ext. Ka(27), the letter under Memo No. Nasumi/Ba-Nathi-657/92/3986 dated 25-2-92 shows that the Inquiry Committee directed the petitioner to appear before the inquiry Committee on 29-2-92 at 8 a.m. and the same was sent to the petitioner by registered post. Ext. Ka(28), the Inquiry Report submitted by the Inquiry Committee shows that the petitioner was granted leave upto 31-10-91 and the petr. was absent without leave granted by the authority from 16-11-91. The Inquiry Committee observed that the petitioner did not show cause, though the authority directed the petitioner to show cause for his unauthorised absence. The petitioner did not appear before the Inquiry Committee, though he was given registered notice to his address given in the petition praying for leave and the Inquiry Committee opened that the charge brought against him was proved. The Inquiry committee submitted the report on 29-2-92. So from the above findings we see that the proceeding against the petitioner was initiated and the same came to an end when the petitioner was in the Jail custody. So it is clear that the petitioner was absent during the period stated above for reasons beyond his control. So his absence during the proceeding was beyond his control. All these go to prove that the petitioner was not given opportunity to be heard in the proceeding.

Ext. Ka(30), the Memo No. Nasumi/Ba-Nathi-657/4142 dated 9-3-92 shows that the petitioner was dismissed from service for his unauthorised absence from 16-11-91. So the contention of the petitioner that he was dismissed from service on 9-6-92 does not hold good.

The petitioner states in his deposition that he was released from detention on 1-6-92. He states in the petition that after release from detention he went to the Mill but he was neither allowed to work nor he was informed that he was dismissed from service, and at last he came to learn on 5-7-92 from the Office of Agriculture Manager of the Mills that he was dismissed from the service when he was in detention. The petitioner does not state as to whom he came to learn of the order of dismissal from. The petitioner, as it appears from the petition, as well as deposition, went to the Mill after his release from detention on 1-6-92. The petitioner has no satisfactory explanation as to what prevented him from knowing regarding his dismissal on or before 5-7-92. Since the petitioner was an employee of the Mill and he was released on 1-6-92 from detention he had no earthly reason not to know regarding the order of dismissal at an early date. So the statements made by the petitioner to the effect that he came to learn of the impugned dismissal order on 5-7-92 are not reliable and the same appeared to me a concocted one. As per statement of the petitioner he submitted grievance petition on 13-7-92 by registered post. It is mandatory provisions of Law as per section 25 of the Employment of Labour (Standing Orders) Act, 1965 that any aggrieved party like the petitioner is to submit the grievance petition within 15 days of the occurrence of the cause of such grievance. In this instant case the petitioner submitted grievance petition long after the statutory period of limitation. So the case is barred by limitation.

We have seen earlier that the proceeding was drawn and it was ended when the petitioner was in Custody and he was not given any chance to be heard. So the inquiry was not proper in law. But in this case, though the petitioner was dismissed by dint of the inquiry, he did not submit the grievance petition within a statutory period of limitation. So all these indicate that the case was not filed within the statutory period of limitation and as such the case is barred by limitation. So the petitioner is not entitled to get any relief in this case.

In view of my above findings, I reply the points under determination accordingly.

In the result the case fails.

The learned Members are discussed and consulted with.

Hence, it is

ORDERED

that the Complaint Case is dismissed on contest without any order as to cost.

Sudhendu Kumar Biswas
Chairman,
Labour Court, Rajshahi.

IN THE LABOUR COURT, RAJSHAHI DIVISION, RAJSHAHI.

PRESENT : Sudhendu Kumar Biswas,
Chairman,
Labour Court, Rajshahi.

Members : 1. Mr. Abdul Latif Khan Chowdhury, for the Employer,
2. Mr. Alauddin Khan, for the Labour.

Monday, The 3rd June, 1996

COMPLAINT CASE NO. 30/93

Md. Aminur Rahman, S/o. Late Dr. Paramuddin Ahmed.
Vill. Shalikasa, P.O. Aular hat, P.S.& Dist. Thakurgaon—**Patitioner.**

Versus

General Manager, Thakurgaon Sugar Mills Ltd., Thakurgaon—**Opposite Party.**

1. Mr. Mujibur Rahman Khan, Advocate for the petitioner.
2. Mr. Korban Ali, Advocate for the Opposite Party.

JUDGEMENT

This is a Complaint Case under section 25 of the Employment of Labour (Standing Orders) Act, 1965.

Facts leading for filing of this case are, in short, that the petitioner was appointed as Cane Development Assistant on 29-10-1984 in Thakurgaon Sugar Mills Ltd. The petitioner was all along discharging his duties with sincerity and honesty. The petitioner became ill all one a sudden at his station (29 Mile Subzone) and he sent an application by post to the authority along with a Medical Certificate praying for 11 days leave and went to his village house (permanent address). The petitioner did not come round by that period and he was bound to live elsewhere temporarily for his family troubles. By that time his wife prayed for leave on his behalf. The petitioner submitted an application on 2-10-91 along with a Medical Certificate by post to Agriculture Manager. Thakurgaon Sugar Mills Ltd. on the ground of his illness and family troubles. The petitioner was not informed whether his leave prayer was allowed. While he was on leave, he was examined by Dr. Rafiqul Islam of Dinajpur Sadar Hospital and it was detected that he was suffering from Appendecitis and the concemed Doctor advised him for rest for 35 days. His condition became worse and he was operated in a Private Clinic, Dinajpur. The petitioner did not come round and accordingly he was under treatment of Dr. Md. Shahjahan Biswas of Noapara Health Centre and he was fully cured on 30-6-93. Then he went to Thakurgaon Sugar Mills Ltd. and met General Manager twice. But he could not know regarding the fate of his service. After searching he came to learn on 10-7-93 for the first time that he was dismissed from the service for his unauthorused absence from the office. He managed the dismissal order dated 14-11-91 on 10.7.93 from Labour Welfare Deparements and became confirmed of his dismissal. The permanent address of the petitioner was mentioned in the dismissal order dated 14-11-91 but the same was not sent to his permanent address and as such

the petitioner could not know anything of his dismissal order. The copy of the dismissal order was handed over to the petitioner on 10-7-93 on having his signature on the postal acknowledgement receipt. The petitioner came to learn from the dismissal order that he was dismissed from his service from 14-11-91 for his unauthorised absence as per provisions of Section 17(3) of the Employment of Labour(Standing Orders) Act, 1965. The petitioner was not served with any notice alleged allegation. The petitioner was not directed to show cause and no inquiry was held in presence of the petitioner and no evidence was recorded. So, the dismissal order is unlawful, irregular, void abinitio and without natural justice. Hence the petitioner brought this case for setting aside the impugned dismissal order and for reinstatement in his service with back wages.

O.P. made appearance in this case and contested the same by filing a written statement denying most of the material allegations made in the petition and contending *inter alia* that the petitioner has no right to file this case; that the case is not maintainable in its present form; that the same is barred by limitation and the petitioner has filed this case on false allegations.

Defence case is, in short, that the petitioner joined Thakurgaon Sugar Mills Ltd. as Cane Development Assistant on 30-10-84. The petitioner submitted an application on 2-10-91 praying for 11 days leave with effect from 29-9-91 to 9-10-91 giving his present address at Valator, P.O. Pirganj, Dist. Thakurgaon. After lapse of the aforesaid period the petitioner did not communicate with the authority on 10-10-91 and he was absent from his station 29 Mile Sugarcane Purchase Centre. So, the petitioner was directed to show cause for his unauthorised absence from 10-10-91 *vide* letter No. Thachik/P.F1581, dated 28-10-91 and the same was sent by registered post to his address given by him. But the petitioner did not give any reply. He was charge sheeted by order under Memo. No. Thachik/C.F./1693, dated 4-11-91 and he was directed to show cause and the same was sent to him by registered post and a copy of the same was hanged in the Notice Board at the Officer in presence of some labours. The petitioner also did not give any reply to the charge sheet. Be it noted hear that for his unsocial activities his wife filed a Criminal Case bearing No. 189/C/91-U/S 494/109 P.C. in the Court of Upazilla Magistrate, Thakurgaon and accordingly the Learned Magistrate issued Warrant of Arrest against the petitioner . The petitioner became absconding from his station for fear of arrest and Learned Magistrate passed an order for suspension. Since the petitioner did not reply to the charge sheets he was desmissed from his service on 14-11-91 for his unauthorised absence . The petitioner did not file any grievance petition within statutory period of limitation. So the petitioner is not entitled to relief sought for and the case is liable to be dismissed with costs.

POINTS FOR DETERMINATION

1. Is the case maintainable in its present form ?
2. Is the case barred by limitation ?
3. Was the petitioner dismissed from service illegally ?
4. Is the petitioner entitled to get an order for reinstatement in his service with back wages as prayed for ?

FINDINGS AND DECISION

All the points have been taken up together for the sake of convenient of discussion and brevity.

At the time of trial the petitioner only examined himself as P.W. 1 and the documents marked Exts 1, 2, 3-3(Ka), 4, 5, 6-6(Ka), 7, 8, and 9 were admitted into evidence on behalf of the petitioner. On the other hand the O. P. did not examine any witness and documents marked Exts. Ka, Kha, Ga, Gha, Umo, Cha, Chha, Ja, Eno, Ta, Tha, Da and Dha were admitted into evidence on admission on behalf of the O. P.

It is admitted that petitioner Md. Aminur Rahman was Cane Development Assistant under O.P. and he was posted at 29 Mile Subzone. It is also admitted that the petitioner sent an application (Ext. 2) by registered post on 2.-10-91 to the authority praying for 11 days leave with effect from 29-9-91 to 9-10-91. Petitioner's contention is that he was admitted into Dinajpur Sadar Hospital and he was under the treatment of Dr. Rafiqul Islam who opined after examining him that the petitioner was attacked with Appendicitis. He was admitted into a Private Clinik at Dinajpur and he was operated there but his condition was worse and he was under the treatment of Dr. Md. Shahjahan Biswas, Noapara Health Sub-centre up to 30-6-93. He then met General Manager of Thakurgaon Sugar Mills Ltd., but he could not know regarding the fate of his service and after searching he came to learn on 10-7-93 that he was dismissed from his service on 14-11-91 for his unauthourised absence. Petitioner's further case is that no show cause notice was served upon him, no charge sheet was framed against him and he was not given any chance to be heard before dismissal. The order of dismissal according to him, is illegal, irregular and void abinitio. He submitted grievance petition on 21-7-93 by registered post and without having reply of the same he brought this case. On the other hand defence contention is that the petitioner did not join his service after lapse of leave and he was directed to show cause as to why disciplinary action should not be taken against him for his unauthorised absence; that the petitioner did not reply to the show cause notice and he was charge sheeted and he was directed to show cause. But the petitioner did not show any cause and accordingly on considering his unauthorised absence he was dismissed from the service. The petitioner has filed this case on false allegations.

Petitioner Md. Aminur Rahman as P.W. 1 stated in his deposition that he prayed for 11 days leave by sending an application by registered post and he supplied his leave address at Valatore, Pirganj. In cross examination P.W. 1 admitted that he sent the application for leave on 2-10-91 by registered post and he identified the registered cover (Ext. Ka) when appears to show that his leave address was Vill. Valatore, P.O. Pirganj under the District of Thakurgaon. P.W.1 also admitted in his deposition that he resided at the address mentioned above for fear of a Criminal Case instituted by his wife. Ext. Chha, the show cause notice, under Memo. No. Thachik/P.F./1581, dated 18-10-90 appears to show that the notice was sent to the petitioner in his temporary address mentioned by him in the cover (Ext. Ka). The defence definite case is that the petitioner did not reply to that notice. The petitioner alleges that the address mentioned above was not his permanent address and no letter or show cause notice was sent to him at his permanent address. The petitioner himself showed his present address at the time of praying for leave by his letter dated 2-10-91. So, having regard to my above findings it

is seen that the O.P. rightly sent show cause notice to the petitioner at the address mentioned by him. Ext. Eno, the another show cause notice, under Memo. No. Thachik/P.F/1693, dated 4-11-91 appears to show that the petitioner was charsed and directed to show cause for his unauthorised absence from the office after lapse of the period of his leave prayed for by his letter dated 2-10-91 as he did not make any reply to the show cause notice sent under Memo, No. Thachik/P.F./1581, dated 28-10-91 and the same was sent to his temporary address. All these indicate that the authority rightly and correctly sent notices directing the petitioner to show cause by sending notices to his temporay address as mentioned by him. If the authority had any bad intention the authority could suppress the notices. It is inevidence that the petitioner did not turn up to his job after expiry of his leave on 9-10-91. The petitioner states in his deposition by way of an explanation that he was not duly served with the notice as the same was not sent to his permanent address. Having regard to my above findings and on considering all the facts and circumstances of the case I hold that the authority had no occasion to send any notice to his permanent address. So I find no substance in the contention of the petitioner.

The petitioner as P.W. 1 stated in his deposition that he left the station on 29-9-91 for his illness and went to his permanent address and on going there he came to learn that his wife brought a case against him and accordingly he took shelter at Valatore, Pirganj. He also stated that he sent a letter to the authority praying for leave with Medical Certificate on 2-10-91. By his admission it is well proved that without any leave prior granted by the authority the petitioner left the station on 29-9-91 and he prayed for leave on 2-10-91. In answering questions advanced by the Defence at the time of cross examination P.W. 1 admitted that it requires granting of leave and permission for leaving the station by giving address for corresponding before leaving the station. All these indicate that the petitioner is aware of Service Rules. Now a question arises as to why the petitioner left the station without leave and permission accorded earlier by the authority. In the petition (Ext.2) the petitioner states "আমি গত২৮/৯/৯১ ইং হইতে অসুস্থতায় দিন যাপন করিতে ছিলাম। এমতাবস্থায় আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করিয়া পুলিশ দিয়া হয়রানী করার ভয়ে নিজেকে গোপন রাখিতে বাধ্য হইয়াছি"। It is not understood as to what the petitioner wanted to mean by the above averment . It is inevidence that the wife of the petitioner filed a Criminal Case against him. Ext. Dha are the certifide copies of petition dated 17-12-91 and complaint petition filed by Mst. Monowara Begum (wife of the petr.) . So, that Mst. Manowara Begum filed the complaint petition in the then Upazilla Magistrate Court, Thakurgaon on 29-9-91 alleging that her husband (petitioner) brought her sister on 25-9-91 at his residence and expressed that she was his wife. Petitioner states in his grievance petition (Ext. 6) that he was forced to hide himself for fear of Warrant of Arrest issued against him. All these facts and evidences on record lead me to hold that the petitioner left the station without prior permission and leave as his wife brought a Criminal Case against him. So all these indicate that the petitioner did not abide by the Rules and Law of service. and subsequently on having shelter in his temporary address he prayed for leave for 11 days with effect from 29-9-91 to 9-10-91.

Ext. 4 appears to show that Manowara Begum (wife of petr.) filed a petition to the Deputy Chief Cane Development Officer, Thakurgaon Sugar Mills Ltd. praying for leave for her husband on 8-10-91. The O.p. states that this is creative. It appears from Ext. 4 that someone wrote receipton 8-10-91. But there is no Official seal of the Mill concerned. The petitioner as P.W.1 states that there is no seal on the application alleged to have been sent by his wife. P.W.1 states in his deposition that his wife sent this

application (Ext. 4) to the Mill authority through Abul Kashem. This letter has no material bearing in this case. Because the wife of the petitioner is not an employee of the Mill concerned. Moreover, there is no cogent evidence that the Mill authority received the application. The petitioner did not examine his wife and Abul Kashem to prove that his wife sent the application praying for leave after 9-10-91 on behalf of the petitioner and she sent it to the authority through Md. Abul Kashem. All these indicate that this is a fabricated one. If the wife of the petitioner actually filed the application praying for leave on behalf of her husband she could sent it by registered post. We have seen earlier that Manwara Begum filed a Criminal Case against the petitioner on 29-9-91. We have also seen earlier that the petitioner states that he left his house for fear of Warrant of Arrest as Criminal Case was filed. Having regard to my above findings and on considering all the facts and circumstances of the case I hold that the wife of the petitioner had no mood to file a petition on behalf of her husband praying for leave after filing the Criminal Case against him.Therefore, having regard to my above findings I hold that the petitioner has created the application (Ext. 4) to serve a purpose. So, the petition can not be reliable as a good defence against the proceeding and dismissal of the petitioner.

The petitioner states that he went to Dinajpur and he was under the treatment of Dr. Abdur Razzaque and then he was under the treatment of Dr. Shahjahan Biswas of Noapara Health Sub-centre. It is not disputed that the petitioner was a patient of Appendicitis and he was operated. Ext. 8, certificate issued by Medical Officer, General Hospital, Dinajpur appears to show that the petitioner was under the treatment of Medical Officer, General Hospital, Dinajpur and the petitioner was advised for rest for 5 weeks from 10-10-91 for his acute Appendicitis. This certificate appears to show in the naked eye that the date 10-10-91 re-written and it was dated 10-10-93. The petitioner alleges that he came to learn of his dismissal order on 10-7-93. All these lead me to hold that the petitioner got the certificate (Ext. 8) in 1993 and the concerned Doctor wrote the date 10-10-93. So it can not be reliable. Ext. 7 shows that the petitioner was admitted into Mamota Clinic, Dinajpur on 25-10-91 and he was operated on 26-10-91 and subsequently he was dischared on 15-11-91. Ext. 9 appears to show that the petitioner was under the treatment of Dr. Md. Shahjahan Biswas from 18-11-91 to 30-6-93. As per certificate (Ext, 7) the petitioner was discharged from Mamota Clinic on 15-11-91. He admitted his deposition that Thakurgaon Sugar Mills Ltd. is 3 miles away from Thakurgaon Town and Dr. Shahjahan Biswas's Chamber in the Town. Now a question arises as to why the petitioner did not go to the Sugar Mills concern after his alleged release on 15-11-91. The petitioner has not filed any other paper like prescription and Examination Report etc. To prove that he was under the treatment of Dr. Shahjahan Biswas from 18-11-91 to 30-6-93. For the sake of argument if we concede that the petitioner was under the treatment of Dr. Shahjahan biswas, the case of the petitioner does not develop. Because if he was under treatment at Thakurgaon town, the petitioner could easily sent application stating his condition to the Sugar Mills authority. Since the petitioner did not do so, the case of the petitioner becomes unreliable.

The petitioner as P.W.1 stated in his deposition that he went to the concern Sugar Mills on 10-7-93 and met General Manager of the Mills when he came to learn from him that he was dismissed from his service. The petitioner has no explanation as to why he delayed to go to the Mill in the period from 1-7-93 to 9-7-93. The petitioner states in his grievance petition (Ext. 6), " তৎপর আমার চাকুরীর বরখাস্ত নির্দেশ সংগ্রহের যথার্থ চেষ্টা করে আমি ব্যর্থ হই। অবশেষে গত ১০-০৭-৯৩ ইং তারিখে তদবীর ও চেষ্টা করে আমার বরখাস্ত নির্দেশ শ্রম কল্যাণ দফতর হতে

সরাসরি সংগ্রহ করি।" By these statements of the petitioner it clearly proves that the petitioner had knowledge of his dismissal before 10-7-93. If he had no earlier knowledge of his dismissal the petitioner had no earthly reason to take attempt for collecting his dismissal order before 10-7-93. So, the contention of the petitioner that he came to learn of the dismissal order on 10-7-93 does not hold good.

It is inevidence that the case filed by the wife of the petitioner was subsequently compromised between the petitioner and his wife. Ext. Dha shows that the wife of the petitioner filed a petition praying for withdrawal of the case on 17-12-91 and in the petition for withdrawal of the case there is signature of the petitioner. So, it indicates that the petitioner was present in the Court on 17-12-91. In view of my above findings I hold that the petitioner was well on 17-12-91 and he had no earthly reason to be a patient of Dr. Md. Shahjahan Biswas from 18-11-91 to 30-6-93. In view of my above findings I hold that the petitioner has taken a plea of being a patient under Dr. Md. Shahjahan Biswas from 18-11-91 to 30-6-93 to serve a purpose and for creating some pleas for filing of this case. Ext. Cha, Chha, Ja, Eno and Ta show that legal proceeding was drawn against the petitioner for his unauthorised absence from his job. Ext. Tha appears to show that an inquiry was held against the petitioner for his absence and a report was accordingly submitted. Ext. Da shows that in consequence of the proceeding the petitioner was dismissed from the service on 14-11-91.

The learned Abvocate appearing on behalf of the petitioner referred me to a ruling reported in 22 D.L.R. at page 713 and contended that when a worker is dismissed without any show cause notice, the only remedy that can be given to him his reinstatement in service. In this instant case we have seen earlier that the petitioner on going on leave from 29-9-91 to 9-10-91 remained absent from the office without any intimation to the authority. We have seen earlier that the show cause notices were sent to the petitioner to his temporary address given by him in the eve of his leave. So, it indicates that the petitioner was given show cause notice and he was given opportunity to be heard by sending notices to his temporary address given by him at the eve of his leave.

It has been well proved in view of my above findings that the petitioner remained absent from his duty after leave ended on 9-10-91. It is also inevidence that the petitioner did not pray for extention of his leave after 9-10-91. It has been held in the case of Chittagong Textile Mills Ltd. *versus* Chairman, Labour Court, Chittagong and another reported in 55 D.L.R. at page 159 that if a worker desires extention of leave he must apply for it before expiry of the leave. So, in view of my findings I hold that the petitioner failed to pray for extention of leave. In view of my above findings I hold that for his absence the authority drew proceeding against him for inquiry and after having report the authority dismissed him from his service.

We have seen earlier that the petitioner was dismissed from the service on 14-11-91. The petitioner alleges that he came to learn of the order in question on 10-7-93 as he was ill up to 30-6-93. We have seen earlier that the petitioner has failed to prove that he was ill up to 30-6-93. We have also seen earlier that the petitioner had no explanation as to why he did not go to the Mill concern before 18-11-91 and in between a period from 1-7-93 to 9-7-93. We have seen earlier that the petitioner had earlier knowledge of his dismissal. Moreover, the petitioner has failed to file his grievance petition and this case within statutory period of limitation. As per section 25 of the Employment of Labour

(Standing Orders) Act, 1965 the petitioner is to file the grievance petition within 15 days from the date of his dismissal. If the authority fails to dispose of the matter by 15 days the worker is to file the case within 30 days from the decision of the authority. In this case the petitioner submitted a grievance petition (Ext. 6) on 21-10-93 after the statutory period of limitation. The petitioner states in his petition by way of amendment that he received the dismissal order on 10-7-93 by putting his signature on the postal receipt. Ext. Ga, the postal receipt does not appear to show that the petitioner put any signature thereon. So, his contention does not do. P.W.1 stated in his deposition that he went to the Mill on 4-7-93. So, it is probable that he came to learn from some one of the Mill that he was dismissed from the service. The petitioner alleges that he submitted grievance petition on 21-7-93. So, it is clear that he did not file the petition within statutory period. The petitioner has no satisfactory explanation as to why he filed this case after statutory lapse of time. Having regard to my above findings and on considering all the facts, circumstances of the case and material evidences on record I hold that this case is hopelessly barred by limitation.

The main allegation of the petitioner is that he was not proceeded as per section 18 of the Employment of Labour (Standing Orders) Act, 1965. We have seen earlier that the authority proceeded according to law and the petitioner did not come up to the authority with an explanation against the show cause notices, the petitioner was absent from the Mill concern and he came to this Court after lapse of statutory period. The petitioner, as have seen earlier, was intangied in a Criminal Case and he left the station without prior permission from the authority. Therefore, having regard to my above findings I hold that the petitioner can not get any relief for his long absence from the office.

I, therefore, reply the points under determineation against the petitioner.

The learned Members were discussed and consulted with.

Hence, it is

ORDERED

that the Complaint Case is disallowed on contest against the O.P.

On considering of the facts, circumstances of the case and material evidences on record I make no order as to costs.

Sudhendu Kumar Biswas
Chairman,
Labour Court, Rajshahi.

মুহাম্মদ রবিউল ইসলাম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আতোয়ার রহমান, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।